প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন : কৃষ্ণা দত্ত
সুদর্শন প্রকাশন : ৭৮/১২, আর. কে. চ্যাটার্জি রোড,
কলকাতা-৪২

ছেপেছেন : জহর ভট্টাচার্য
মোহন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২এ কেদার দত্ত লেন, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : ছত্রপতি দত্ত

সূচীপত্র

কামারশালার রাক্ষস ... ১
The Fiend of the Cooperage

পতঙ্গ-শিকারী ... ১৪
The Beetle-Hunter

চামড়ার ফাঁদল ... ৩০
The Leather Funnel

লেডি স্যানক্সের কাহিনী ... ৪২
The Case of Lady Sannox

ব্রাজিলের বিড়াল ... ৫২
The Brazilian Cat

তিন প্রতিবেদক ... ৭২
The Three Correspondents

লস্ এমিগোস-এর হাস্যকর পরাজয় ... ৯১
The Los Amigos Fiasco

ব্রোকাস কোর্ট-এর ষণ্ডামার্ক ... ৯৯
The Bully of Brocas Court

জাপানী-বার্নিশ-করা বাক্সটা ... ১১২
The Japanned Box

দুঃস্বপ্নের ঘর ... ১২৪
The Nightmare Room

একটি নতুন ভূগর্ভ সমাধি ... ১৩১
The New Catacomb

ইহুদি পুরোহিতের বক্ষত্রাণ ... ১৪৫
The Jew's Breastplate

এই লেখকের অন্য অনুবাদ গ্রন্থ

শার্লক হোমস অমনিবাস, তলস্তয় গল্প সমগ্র, তলস্তয় উপন্যাস সমগ্র, কিশোর বিশ্ব সাহিত্য, মার্ক টোয়েন গল্প সমগ্র, ক্যান্টারবেরি টেলস্ প্রভৃতি

Ek Dozen Galpa
Sir Arthur Conan Doyle
Translated by Manindra Datta
Price : Rupees Ten only

পাঠকদের প্রতি

বিশ্বের গোয়েন্দা সাহিত্যে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভাধর লেখক বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব বেশী নেই। আর পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা তিনি লাভ করেছেন তাও তার বিরল সৌভাগ্যের পরিচয়ই বহন করে।

১৮৫৯ সালে ইংলণ্ডের এডিনবরাতে একটি আইরিশ ক্যাথলিক পরিবারে কোনান ডয়েলের জন্ম হয়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী পাশ করে তিনি ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত সাউথ সি অঞ্চলে ডাক্তারী ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। ১৮৯১ সালে গুরুতর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে মরণোন্মুখ হয়ে পড়েন। তারপরই ডেভনশায়ার প্লেস এর চেম্বার ছেড়ে দক্ষিণ নরউড-এর একটা বাড়িতে উঠে যান এবং সাহিত্যকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে তার মৃত্যু হলে বৃটিশ রাষ্ট্রনায়ক স্যার উইনস্টন চার্চিল বলেন: "তাঁর প্রতি আমার প্রশংসার শেষ নেই।"

স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের লেখা বারোটি গল্পের এই সংকলন-গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশেষভাবে শুধু একটি কথাই পাঠকদের জানাতে চাই। রহস্য-সন্ধানী শার্লক হোমস তার একটি অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি। তার বিখ্যাত শার্লক হোমস গল্পগুলি পাঠকরা সকলেই না হোক অনেকেই পড়েছেন। কিন্তু তারা কি স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের সৃষ্টির অন্য জগতের খবর রাখেন? খবর রাখেন কি শার্লক হোমসের উপস্থিতি ছাড়াও ডাঃ ডয়েল রোমাঞ্চ-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আজও দ্বিতীয়রহিত? এই সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বারোটি গল্পে যে পৈশাচিক রহস্যময়তা, রুদ্ধশ্বাস অভিযান, আর রক্ত জমাট করা আতংককে তিনি উপস্থিত করেছেন পাঠকদের সামনে, তার খবর কি তারা রাখেন? তারা কি জানেন রাতের অন্ধকারে বসে এই গল্পগুলি পড়তে পড়তে পাঠককে উঠে গিয়ে বন্ধ দরজার তালাটা ঠিকমত লাগানো আছে কি না সেটা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে? যতদূর জানি, এই গল্পগুলি বাংলায় ভাষান্তরিত হয়ে ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি

ভাষান্তর-কর্মে মূল রচনার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থেকে কোনান ডয়েলের রচনা-

রাতকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সাধ্যমত যত্ন নিয়েছি তরুণ শিল্পী শ্রীমান ছত্রপতি অনেক চেষ্টা করে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের প্রতিকৃতিটি সংগ্রহ করে প্রচ্ছদপটকে সমৃদ্ধ করেছে। তার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করবে।

॥ সুদর্শন ॥

৭৮।১২, আর. কে. চাটার্জি রোড,

কলকাতা-৪০

নীলাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

কর-কিশলয়েষু

কামারশালার রাক্ষস

The Fiend of the Cooperage

"গেম্‌কক"-কে দ্বীপ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে আসা সহজ কাজ ছিল না, কারণ নদী-পথে অত্যন্ত বেশী পলি জমে গিয়ে তীরভূমি অতলান্তিক মহাসাগরের ভিতর অনেক মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঢেউয়ের মাথায় ফেনার প্রথম সাদা রেখা যখন আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিল উপকূল-রেখা তখনও ভাল করে চোখে পড়ে নি; সেখান থেকেই মানচিত্র দেখে ঢেউয়ের অভিঘাতকে বাঁ দিকে রেখে মূল পাল ও সামনেকার তিন-কোণা পাল উড়িয়ে আমরা খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে লাগলাম। একাধিকবার জাহাজের তলাটা বালির সঙ্গে লেগে গেল (সে সময় জাহাজটা ফুট ছয়েক জলের নীচ দিয়ে চলছিল), কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা ঠিক পথেই এগিয়ে চললাম। শেষ পর্যন্ত জল কমতে লাগলেও কারখানা থেকে তারা একটা ডোঙা পাঠিয়েছিল, আর আমার ক্রুবয় (লাইবেরিয়ার নিগ্রো উপজাতি) নাবিকও দ্বীপের দুশ গজের মধ্যে আমাদের পৌঁছে দিল। সেখানেই আমরা নোঙর ফেললাম, কারণ নিগ্রোটির ভাবভঙ্গী থেকেই বোঝা গেল যে আর এগোবার আশা নেই। সমুদ্রের নীল রং নদীর বাদামী রঙে পরিবর্তিত হয়েছে, এমন কি দ্বীপের আশ্রয়ে পৌঁছেও জলের স্রোত আমাদের গলুইকে ঘিরে কল্‌কল্‌ শব্দে পাক খেতে খেতে ছুটছে। মনে হল নদীতে বান এসেছে, কারণ তালগাছের শেঁকড়গুলো ডুবে গেছে, আর ঘোলা জলের বুকে সবত্রই চোখে পড়ছে বানের জলে ভেসেআসা কাঠের গুঁড়ি ও জঞ্জাল।

যখন বুঝতে পারলাম যে নোঙর ফেলে আমরা নিরাপদেই আছি তখনই ভাবলাম এখনই জলটা তুলে নেওয়া দরকার, কারণ মনে হয় যে জায়গাটা বুঝি জ্বরের ঘোরে কাঁপছে। ভরা নদী, কর্দমাক্ত চকচকে তীরভূমি, জঙ্গলের বিষাক্ত সবুজ রং, বাতাসে ভেজা বাষ্প—যে পড়তে জানে তার কাছে এসবই তো বিপদের সংকেত। সুতরাং দুটো বড় পিপেসহ লম্বা নৌকাটাকে পাঠিয়ে দিলাম; সেণ্ট পল দ্য লোয়াণ্ডা পৌঁছনো পর্যন্ত ওতেই যথেষ্ট কুলিয়ে যাবে। আমি নিজে একটা ডিঙি নিয়ে দ্বীপের দিকে এগিয়ে চললাম, কারণ তালগাছের মাথার উপর দিয়ে ইউনিয়ন জ্যাককে উড়তে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম "আর্মিটেজ অ্যাণ্ড উইলসন"-এর বাণিজ্যকেন্দ্রটা কোথায়।

জঙ্গলটা পার হতেই জায়গাটা ভাল করে নজরে পড়ল, একটা লম্বা, নীচু, চুনকাম-করা বাড়ি, সামনে চওড়া বারান্দা, তার দুই পাশে তেলের পিপের মস্ত স্তূপ। একসারি হাল্কা নৌকো ও ডোঙা জলের ধারে বাঁধা রয়েছে, আর একটিমাত্র ছোট জেটি নদীর মধ্যে ঢুকে গেছে। লাল কোমর-বন্ধ, আঁটা সাদা পোশাক পরা দুটি লোক জেটির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। তাদের একজন বেশ মোটাসোটা, মুখে সাদাটে দাঁড়ি। অপরজন সরু, লম্বা, বিবর্ণ, বিষণ্ণ মুখ মস্ত বড় একটা ব্যাঙের ছাতার মত টুপিতে ঢাকা।

দ্বিতীয়োক্ত লোকটি সাদরে বলল, "আপনাকে দেখে খুব খুসি হলাম। আমি ওয়াকার, 'আমিটেজ অ্যাণ্ড উইলসন'-এর এজেন্ট। ঐ একই কোম্পানির ডাক্তার সেভেরল-এর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এসব অঞ্চলে কোন ব্যক্তিগত নৌকো বড় একটা চোখে পড়ে না।"

আমি বুঝিয়ে বললাম, "ঐ যে 'গেমকক' দেখা যাচ্ছে। আমি ওটার মালিক ও ক্যাপ্টেন—নাম মেলড্রাম।"

"আবিষ্কারে বেরিয়েছেন?" সে প্রশ্ন করল।

"আমি একজন লেপিডপ্টেরিস্ট- প্রজাপতি শিকারী। সেনেগল থেকে শুরু করে গোটা পশ্চিম উপকূলে আমি কাজ করে বেড়াচ্ছি।"

"কাজ ভাল চলছে?" হলদেটে চোখে তাকিয়ে ডাক্তার শুধাল।

"পুরো চল্লিশটা কেস করেছি। এখানে এসেছি জল নিতে, আর দেখতে আমার পক্ষে দরকারী কিছু আপনাদের কাছে আছে কিনা।"

এইসব আলাপ-পরিচয়ে যেটুকু সময় কাটল তারমধ্যেই আমার ক্রুবয় দুজন ডিঙিটাকে দ্রুত চালিয়ে আসছিল। নবপরিচিত দুজনকে দুপাশে নিয়ে আমি তখন জেটি ধরে এগোতে লাগলাম। তারা দুজনই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল, কারণ মাসের পর মাস কোন সাদা মানুষের সঙ্গে তাদের দেখা হয় নি।

আমি যখন পাল্টা প্রশ্ন করতে শুরু করলাম তখন ডাক্তার বলল, "আমরা কি করি? ব্যবসা নিয়েই যথেষ্ট ব্যস্ত থাকি, আর অবসর সময়ে রাজনীতির চর্চা করি।"

"হাঁ, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা যে সেভেরল একজন পাকা চরমপন্থী, আর আমি একজন গোঁড়া ইউনিয়নপন্থী। কাজেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'হোম রুল' নিয়ে আলোচনাতেই আমরা পাকা দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে দেই।"

ডাক্তার বলে উঠল, "আর সেইসঙ্গে কুইনিন-ককটেল পান করি। এখন আমাদের দুজনেরই গা-সহা হয়ে গেছে, কিন্তু গত বছরেও আমাদের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১০৩। নিরপেক্ষ পরামর্শদাতা হিসাবে আমিও আপনাকে এখানে বেশীদিন থাকতে বলব না, অবশ্য আপনি যদি রোগবীজাণু ও প্রজাপতি

দুইই সংগ্রহ করতে চান তো সেটা আলাদা কথা। ওগোওয়াই নদীর মোহানা কোনদিনই একটা স্বাস্থ্য-নিবাস হয়ে উঠবে না।"

সভ্যতার এইসব দূর-দূরান্তের প্রহরীরা যেভাবে তাদের নির্জন জীবনের মধ্যেও কঠোর হাস্যরস নিংড়ে বের করে, যেভাবে জীবনের অনেক ঝুঁকিকে সাহসের সঙ্গে, হাসিমুখে গ্রহণ করতে পারে, তার চাইতে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। সিয়েরা লিওন থেকে ভাটির দিকে সর্বত্রই দেখেছি সেই একই ধোঁয়াচ্ছন্ন জলাভূমি, সেই একই জ্বর-কাতর বিচ্ছিন্ন মানুষের দল, আর সেই একই রুচিহীন ঠাট্টা-তামাশা। নিজের পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠবার এবং দৈহিক দুঃখ-কষ্টের স্মৃতিকে নিয়ে পরিহাস করার কাজে মনকে ব্যবহার করবার এই যে ক্ষমতা মানুষের মধ্যে দেখেছি সে তো প্রায় ঐশ্বরিক ক্ষমতার কাছাকাছি।

ডাক্তার বলল, "ক্যাপ্টেন মেলড্রাম, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিনার তৈরি হয়ে যাবে। ওয়াকার সেই ব্যবস্থা করতেই গেছে, এ সপ্তাহে গৃহস্থালির কাজের ভার তার উপর। ইতিমধ্যে আপনি যদি ইচ্ছা করেন তো চারদিকটা ঘুরে ঘুরে আপনাকে দ্বীপের দৃশ্যাবলী দেখিয়ে আনতে পারি।"

তালগাছগুলির ওপারে সূর্য ডুবে গেছে, আমাদের মাথার উপরে আকাশের বিরাট খিলানটা প্রকাণ্ড বড় ঝিনুকের ভিতরকার মত দেখাচ্ছে, গোলাপী ও রামধনু রঙের বর্ণসমাবেশে ঝিক্‌মিক্ করছে। যেদেশে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো একখণ্ড তোয়ালের ভার এবং তাপও অসহ্য মনে হয় সেদেশে যে কখনও বাস করে নি সে কল্পনাও করতে পারবে না সন্ধ্যার শীতল বাতাস তার কাছে কী পরম আরাম বয়ে নিয়ে আসে। সেই মিষ্টি, অকলুষ হাওয়ায় ডাক্তার ও আমি ছোট দ্বীপটার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, দোকান ঘরটা দেখিয়ে তাদের দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি সে আমাকে বোঝাতে লাগল।

তাদের জীবনের একঘেয়েমি প্রসঙ্গে আমার একটা মন্তব্যের জবাবে সে বলল, "এ জায়গাটার একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। এখানে আমরা যেন একটা বিরাট অজানার একেবারে প্রান্তে বেঁচে আছি।" উত্তর পূর্ব দিকটা দেখিয়ে বলল, "ওই যে ওখানে ঢুকে ডু চাইল্লু গরিলাদের দেশ আবিষ্কার করেছিল। ওটা হল গাবুন-এর দেশ—বড় বড় হনুমান ওখানে থাকে। এদিকটাতে," দক্ষিণ-পূর্ব দিক দেখিয়ে বলল, "কেউ কখনও ভিতরে ঢোকে নি। যে দেশ থেকে এই নদীটা এসেছে সেটা ইওরোপীয়দের কাছে আজও অজানাই রয়ে গেছে। নদীর স্রোতে আমাদের পাশ দিয়ে যেসব কাঠ ভেসে যায় তার প্রতিটি কাঠ আসে কোন না কোন অনাবিষ্কৃত দেশ থেকে। এই দ্বীপের পূব প্রান্তে যেসব বিচিত্র অর্কিড ও অদ্ভুত-দর্শন গাছ গাছালি দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে, আহা! আমি যদি একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী হতাম।"

ডাক্তার যে জায়গাটা দেখাল সেটা একটা ঢালু বাদামী রঙের সৈকতভূমি—নদীর স্রোতে ভেসে-আসা নানা ভাঙা-চোরা জিনিস ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

সৈকত-রেখাটা মাঝে মাঝেই কিছুটা ভেঙে গিয়ে ভিতরে ঢুকেছে, আর সেখানে একটা অল্প জলের উপসাগরের মত গড়ে উঠেছে। সেখানে অনেক উদ্ভি ভাসছে, আর তার ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড কাটা গাছ পড়ে আছে, জলে স্রোত কল্‌কল্‌ শব্দে তার গায়ের উপর এসে আছড়ে পড়ছে।

ডাক্তার বলল, "এসবই এসেছে উজানের দেশ থেকে। আমাদের এই ছোট উপসাগরে সেগুলো আটকে যায়, তারপর নতুন কাঠ-খুটি এসে সেগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে চলে যায়।"

"ওটা কি গাছ?" আমি শুধালাম।

"ওটা একরকম সেগুন গাছ বলে মনে হয়, কিন্তু দেখে মনে হয় একেবারে পচে গেছে। অনেক বড় বড় ভাল জাতের কাঠ এখান দিয়ে ভেসে যায়, আর তালগাছের তো কথাই নেই। এই যে—এখানে একবার আসবেন কি?"

পথ দেখিয়ে ডাক্তার আমাকে একটা লম্বা বাড়িতে নিয়ে গেল, সেখানে প্রচুর পরিমাণে পিপে তৈরির লোহার পাত ও লোহার খুর চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

সে বলল, "এটাই আমাদের কামারশালা। এই পাতগুলো বাণ্ডিল-বাঁধা হয়ে এখানে আসে, আমরাই সেগুলোকে একত্রে জুড়ে নেই। আচ্ছা, এই বাড়িটাকে ঘিরে বিশেষ অমঙ্গলসূচক কিছু কি আপনার চোখে পড়ছে?"

করোগেট-লোহার উঁচু ছাদ, সাদা কাঠের দেয়াল, আর মাটির মেঝে—সব কিছুই তাকিয়ে দেখলাম। এককোণে একটা মাদুর ও একটা কম্বল পড়ে আছে।

"আম তো ভয়ের কিছু দেখছি না", আমি বললাম।

সে বলল, "তবু অসাধারণ কিছু অবশ্যই আছে। ঐ বিছানাটা দেখছেন? দেখুন, আজ রাতে আমি ওখানে ঘুমব। বাহাদুরী দেখাতে আমি চাই না, কিন্তু আমি মনে করি এতে আমার স্নায়ুর একটা ছোটখাট পরীক্ষা হয়ে যাবে।"

"কেন?"

"ওঃ, এখানে সব মজার মজার ঘটনা ঘটে। আপনি আমাদের জীবনের একঘেয়েমির কথা বলছিলেন, কিন্তু ঠিক জানবেন, অনেকসময় আমাদের জীবনেও আশানুরূপ উত্তেজনা দেখা দেয়। এখন বরং বাড়ি ফেরা যাক, কারণ সূর্যাস্তের পরেই জলাভূমির বুক থেকে জ্বর-কুয়াসা উঠে আসে। ঐ দেখুন, নদীর উপর দিয়ে আসছে।"

তাকিয়ে দেখলাম, ঘন সবুজ বনের ভিতর থেকে সাদা বাষ্পের লম্বা শুঁড়গুলো কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসছে, বাদামী নদীর স্রোত-উদ্বেল চওড়া বুকের উপর দিয়ে হামাগুঁড়ি মেরে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস হয়ে উঠল স্যাঁতসেঁতে ও ঠাণ্ডা।

ডাক্তার বলল, "ঐ ডিনারের ঘণ্টা বাজল। এবিষয়ে আপনি যদি আগ্রহ বোধ করেন তো পরে আপনাকে সব বলব।"

আমার খুবই আগ্রহ হল। লোকটি ফাঁকা কামারশালার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার আন্তরিক অথচ চাপা আচরণের মধ্যে এমনকিছু আছে যা আমার কল্পনাকে উদ্দীপিত করে তুলল। ডাক্তার মানুষটি দেখতে বড, অকপট, ও হৃদয়বান, তবু সে যখন আমার দিকে তাকিয়েছিল তখন তার চোখে একটা আশ্চর্য ভাব আমি লক্ষ্য করেছি—সে ভাবকে আমি ভয় বলে বর্ণনা করতে চাইনা, বরং সে ভাব এমন একটি মানুষের যে সদাসতর্ক এবং আত্মরক্ষায় সচেতন।

বাডি ফিরে আমি বললাম, "ভাল কথা, আপনাদের বেশকিছু স্থানীয় লোকের কুডে ঘর আপনি আমাকে দেখালেন, কিন্তু একটি স্থানীয় লোককেও তো দেখতে পেলাম না।"

তীরের দিকে আঙুল বাডিয়ে ডাক্তার বলল, "দূরের ঐ ভাঙা জাহাজে তারা ঘুমোয়।"

"তা বটে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের যে এই কুডে ঘরগুলোর কোন দরকারই হত না। সেকথা ভাবা অবশ্য আমার উচিত হয় নি।"

"আহা, কিছুদিন আগে পর্যন্তও তারা ঐ কুডে ঘরগুলিতেই থাকত। তাদের আত্ম-বিশ্বাস আরও কিছুটা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরাই তাদের ঐ ভাঙা জাহাজে থাকতে বলেছি। ভয়ে তারা আধ-পাগল হয়ে উঠেছিল, তাই আমরা তাদের যেতে দিয়েছি. এখন ওয়াকার ও আমি ছাড়া আর কেউ এ দ্বীপে রাত কাটায় না।"

"কিসে তারা ভয় পেয়েছিল?" আমি শুধালাম।

"দেখুন, তাহলে তো সেই গল্পেই আবার ফিরে যেতে হয়। আশাকরি আপনার এসব কথা শোনায় ওয়াকারের কোন আপত্তি নেই। যদিও ব্যাপারটা খুবই খারাপ. তবু সেটা আমরা গোপন রাখব কেন তা তো আমি বুঝতে পারি না।"

আমার সম্মানে যে চমৎকার ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটা চলাকালে ডাক্তার ব্যাপারটা সম্পর্কে আর কোন কথাই বলল না। খেতে খেতে মনে হল, লোপেজ অন্তরীপ ঘুরে "গেম্‌কক"-এর উঁচু সাদা পালটা চোখে পড়ামাত্রই এই দয়ালু ভদ্রলোক দুটি তাদের বিখ্যাত "লংকা-ফোড়ণ"—পশ্চিম উপকূলের একটা বিশেষ কড়া ঝালের ঝোল—রান্না এবং ওল ও আলু সিদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিল। সিয়েরা লিওন-এর চটপটে বালক-ভৃত্যটির হাতে পরিবেশিত সেই আশানুরূপ স্থানীয় ডিনারে সকলে বসে গেলাম। সবে নিজের মনেই বলতে যাচ্ছিলাম যে অন্য সকলের সঙ্গে এই ছেলেটি অন্তত রাত হলেই পালিয়ে যায় নি, এমন সময় টেবিলে গ্লাস ও মদ রেখে সে পাগড়িতে হাত ঠেকাল।

জানতে চাইল, "আর কোন কাজ আছে মাসা ওয়াকার?"

গৃহকর্তা জবাব দিল, "না, মনে হচ্ছে সবই ঠিক আছে মুসা। অবশ্য আজ আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই, তাই তুমি যদি দ্বীপেই থেকে যাও তো ভাল হয়।"

আফ্রিকাবাসী ছেলেটির মুখে ভয় ও কর্তব্যের একটা সংঘাত আমার চোখে পড়ল। তার চামড়ায় এমন একটা চকচকে গোলাপী রং ফুটে উঠেছে নিগ্রোদের বেলায় যেটাকে পাণ্ডুর বলা যায়, চকিত দৃষ্টিতে সে চারদিক তাকাতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত বলল, "না, না মাসা ওয়াকার, আপনি বরং আমার সঙ্গে জাহাজে চলুন সাহেব। সেখানেই অনেক ভালভাবে আপনার সেবা করতে পারব সাহেব।"

"তা তো হয় না মুসা। সাদা মানুষরা কখনও নিজের ঘাঁটি ছেড়ে পালায় না।"

নিগ্রোটির মুখে আবার সেই সংঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলাম, তার মন থেকে ভয় যায় নি।

সে বলতে লাগল, "পারব না মাসা ওয়াকার সাহেব। আমাকে বাঁচান; একাজ আমি পারব না। যদি গতকাল হত, বা যদি আগামী কালও হত, কিন্তু কাল যে তৃতীয় রাত সাহেব, আমি তার সামনে যেতে পারব না।"

ওয়াকার কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "তাহলে দূর হও। ডাকের নৌকো এলে সিয়েরা লোন এ ফিরে যেয়ো। যে চাকর দরকারের সময় আমাকে ছেড়ে যায় তাকে আমার কোন দরকার নেই। ক্যাপ্টেন মেলড্রাম, আপনার কাছে সবই রহস্যময় ঠেকছে, না কি ডাক্তার আপনাকে সব বলেছে?"

ডাঃ সেভারল বলল, "ক্যাপ্টেন মেলড্রামকে কামারশালাটা দেখিয়েছি, কিন্তু কিছু বলি নি।" সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে খারাপ দেখাচ্ছে ওয়াকার। তোমাকে ভাল করেই ধরবে বলে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, সারা দিন শরীরে কাঁপুনি ছিল, এখনও মাথাটা কামানের গোলার মত ভারী। দশ গ্রেণ কুইনিন খেয়েছি, কানের কাছে যেন কেট্‌লির গান হচ্ছে। কিন্তু আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে কামারশালেই ঘুমতে চাই।"

"নাহে বাপু, না। ও কথা আমি শুনব না। তুমি এক্ষুণি শুতে যাও। এজন্য মেলড্রাম নিশ্চয় তোমাকে মাফ করবেন। আমি কামারশালে ঘুমব, কথা দিচ্ছি, প্রাতরাশের আগেই তোমার ওষুধ নিয়ে ফিরে আসব।"

পরিষ্কার বুঝলাম, পশ্চিম উপকূলের অভিশাপ সান্নিপাতিক জ্বর হঠাৎই প্রবলভাবে ওয়াকারকে আক্রমণ করেছে। তার শুকনো গাল লাল হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো জ্বরে চক্‌চক্ করছে, হঠাৎ বসে বসেই বিকারের ঘোরে সে উঁচু গলায় একটা গান গাইতে শুরু করে দিল।

"চল, চল, তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দি বুড়ো খোকা," বলে আমার সাহায্যে ডাক্তার তাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। দুজনে মিলে তার পোশাক খুলে দিলাম, আর অচিরেই একটা কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে সে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

"রাতের মত সে ঠিকই থাকবে," ডাক্তার বলল। আমরা দুজন আবার গ্লাস ভর্তি করে বসে গেলাম। "কখনও আমার পালা আসে, কখনও তার, কিন্তু সৌভাগ্যবশত কখনও দুজন একসঙ্গে চিৎ হয়ে পড়ি না। এটা ভালই হল, কারণ আজ রাতে আমাকে একটা ছোটখাট রহস্য ভেদ করতে হবে। আপনাকে বলেছি, আজ রাতে কামারশালে শোবার ইচ্ছা আমার আছে।"

"হ্যাঁ, তাই বলেছিলেন।"

"মুখে বলেছিলাম ঘুমব, কিন্তু আসলে দেব পাহারা, কারণ আজ রাতে আমার চোখে ঘুম আসবে না। এখানে এমন একটা আতংক সৃষ্টি হয়েছে যে কোন স্থানীয় লোক সূর্যাস্তের পরে এখানে থাকতে চায় না। তার কারণটা কি, আজ রাতে সেটাই আমি বের করতে চাই, পিপের বেড়গুলো যাতে চুরি না যায় সেজন্য একজন স্থানীয় পাহারাদারই কামারশালায় ঘুমোয়। এটাই অনেকদিনের ব্যবস্থা। এখন, ছদিন আগে যে লোকটি সেখানে ঘুমিয়েছিল সে অদৃশ্য হয়ে যায়, সেই থেকে তার কোন খোঁজ আমরা পাই নি। ঘটনাটা নিশ্চয়ই অসাধারণ। কারণ কোন ডিঙি নেওয়া হয় নি, আর এখানকার জলে এত বেশী কুমীর যে কোন মানুষের পক্ষে সাঁতার কেটে তীরে ওঠা অসম্ভব। লোকটির কি হল, বা কি করে সে দ্বীপ ছেড়ে চলে গেল সেটা সম্পূর্ণই রহস্যময়। ওয়াকার ও আমি শুধু অবাক হলাম। কিন্তু কালো মানুষগুলো আতংকিত হয়ে উঠল, আর তাদের মধ্যে "ভুডু"র বিচিত্র সব গালগল্প ছড়াতে শুরু করল। কিন্তু আসল পলায়ন শুরু হল তিন রাত আগে যখন কামারশালার নতুন পাহারাদারও অদৃশ্য হয়ে গেল।"

"তার কি হল?" আমি শুধালাম।

"দেখুন, সেটা আমরা যে জানি না তাই শুধু নয়, সব ঘটনা বোঝানো যেতে পারে এমন কোন অনুমানও আমরা করতে পারছি না। নিগাররা বলছে, কামারশালায় একটা রাক্ষস থাকে, আর সেইটাই প্রতি তৃতীয় রাতে একটা করে মানুষ খায়। তারা দ্বীপে থাকতে রাজী না, কোন যুক্তি দিয়েই তাদের বোঝানো যাবে না। এমন কি, আপনি তো দেখলেন, মুসার মত বিশ্বস্ত ছেলেও তার জ্বরের রোগী মনিবকে একা রেখে চলে যাবে, কিছুতেই এখানে রাত কাটাবে না। এখানে যদি থাকতে হয় তাহলে নিগারদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতেই হবে, আর নিজে একটা রাত কাটানো ছাড়া সেকাজ সম্পন্ন করার আর কোন পথ আমার জানা নেই। আজই রাত, কাজেই আজই সেকাজ করতে হবে, তাতে যা হয় তা হবে।"

"কোন সূত্রই পান নি?" আমি জানতে চাইলাম। "কোন আক্রমণের চিহ্ন, কোন রক্তের দাগ, কোন পায়ের দাগ—এমন কোন ইঙ্গিত কি পান নি যা থেকে বুঝতে পারেন কোন্ ধরনের বিপদের সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে?"

"কিচ্ছু না। লোকটি উধাও হয়ে গেছে, বাস্, ঐ পর্যন্তই। শেষবার উধাও হয়েছে বুড়ো আলি; এ জায়গায় বসবাসের শুরু থেকেই সে ছিল জাহাজঘাটার রক্ষী। চিরদিনই সে পাথরেব মত স্থির, অন্যায়ভাবে ছাড়া তাকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব নয়।"

আমি বললাম, "দেখুন. এ কাজটা একজনে করতে পারবেন বলে আমি মনে করি না। আপনার বন্ধু তো আফিমে অচেতন, যাই ঘটুক না কেন তার কাছ থেকে আপনি কোন সাহায্যই পাবেন না। কাজেই আপনি আমাকে এখানে থাকতে দিন, এবং একটা বাত কামারশালায় আপনার সঙ্গে কাটাতে দিন।"

টেবিলের উপর দিয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করে সে সানন্দে বলল, "একথা আপনার মহত্ত্বেরই পবিচায়ক মেলড্রাম। আমি এ প্রস্তাব কবতে সাহস পেতাম না, কারণ একজন ক্ষণিকের অতিথির কাছে এটা বড বেশী দাবী করা হত, কিন্তু আপনি যদি সত্যি সত্যি—

"সত্যি এটা আমার মনের কথা। একমুহূর্তের জন্য আমাকে ক্ষমা কবরেন, আমি "গেম্‌কক"-কে জানিয়ে দিয়ে আসি যে আজ রাতে তারা যেন আমার ফেরার আশায় না থাকে।"

ছোট জেটিটার অপর প্রান্ত থেকে যখন আমরা ফিরে এলাম, তখন রাতের চেহারা দেখে দুজনই অবাক হয়ে গেলাম। স্থলভাগের দিকে একটা প্রকাণ্ড নীল-কালো মেঘের স্তূপ জমে উঠেছে. সেখান থেকে গরম হাওয়ার হল্কা এসে কারখানার চুল্লীর ঝাপ্টার মত আমাদের মুখে লাগছে। জেটির নীচে নদীর জল খল্‌খল্ শব্দে পাক খাচ্ছে, আব সাদা ফেনার ফোয়ারা পাটাতনেব উপর আছড়ে পড়ছে।

ডাঃ সেভারল বলল, "বুঝুন ব্যাপারটা! এতসব বিপদেব উপর আজ আবার একটা বন্যা হতে পারে। নদীর জল বাড়া মানেই উজান অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, সে বৃষ্টি একবার শুরু হলে সে যে কোথায় যাবে তা কেউ জানে না। দ্বীপটা অবশ্য সুরক্ষিত করেই রাখা হয়েছে। যাই হোক, এখন তো চলুন, গিয়ে দেখি ওয়াকার সুস্থ হয়েছে কি না, তাবপর আপনি যদি চান তো আমাদের স্বস্থানে গিয়ে আস্তানা পাতব।"

অসুস্থ লোকটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুম থেকে উঠে যদি জ্বরের দরুন তৃষ্ণা পায়, তাই এক গ্লাস লেবুর জল তার পাশে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তারপর সেই ভয়ংকর মেঘের অস্বাভাবিক অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে চললাম। নদীর জল এত বেড়েছে যে দ্বীপের শেষ প্রান্তের যে ছোট

উপসাগরটির কথা বলেছি সেটা ডুবে গিয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মাঝখানের প্রকাণ্ড কালো গাছটাসহ ভেসে-আসা গাছপালার ভেলাটা ফুলেওঠা স্রোতের তোড়ে একবার উঠছে, একবার নামছে।

ডাক্তার বলল, "বন্যার ফলে এই একটা উপকার আমাদের হবে। দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে যত কিছু গাছপালা এসে জমা হয়েছে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এই যে, এই আমাদের ঘর, এখানে কিছু বই আছে, আর আমার তামাকও আছে। যতটা ভালভাবে পারা যায় রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে।"

একটিমাত্র লণ্ঠনের আলোয় মস্ত বড় নির্জন ঘরটাকে বড়ই অন্ধকার ও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। লোহার পাত ও রেডের স্তূপগুলি ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই, শুধু এককোণে ডাক্তারের জন্য একটা মাদুর পাতা রয়েছে। লোহার পাতগুলো পেতে আমরা একটা টেবিল ও দুটো আসন বানিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে বসে পড়লাম। সেভারল আমার জন্য একটা রিভলভার এনেছে, আর নিজের জন্য এনেছে একটা দো-নলা ছররা-বন্দুক। দুটো অস্ত্রেই গুলি ভরে ঘোড়া টেনে হাতের কাছে রেখে দিলাম। আলোর ছোট বৃত্তটা আর মাথার উপরকার কালো কালো ছায়াগুলো এতই বিষণ্ণ দেখাতে লাগল যে আমরা আর একবার বাড়ি গিয়ে দুটো মোমবাতি নিয়ে ফিরে এলাম। কামার-শালার একদিকে কয়েকটা খোলা জানালা থাকায় পাছে বাতিগুলো হাওয়ায় নিভে যায় সেই ভয়ে লোহার পাত দিয়ে সেগুলোকে আড়াল করে দিলাম।

ডাক্তারকে দেখে মনে হয় লোকটির স্নায়ু লৌহকঠিন। সে একটা বই নিয়ে বসেছে, কিন্তু দেখলাম মাঝে মাঝেই বইটাকে হাঁটুর উপর রেখে সে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাচ্ছে। আমি দু একবার পড়বার চেষ্টা করে বুঝলাম, বইতে মন দেওয়া অসম্ভব। এই প্রকাণ্ড ফাঁকা নিঃশব্দ ঘরটা, আর যে অশুভ রহস্যের ছায়া তাকে ঘিরে রেখেছে,— মনটা ঘুরেফিরে সেইদিকেই চলে যাচ্ছে। দুটি লোকের নিরুদ্দেশ হওয়ার একটা সম্ভাবিত কারণ খুঁজতে গিয়ে মাথাটাকে অনেক নাড়াচাড়া দিলাম। একবার মনে হল, তারা চলে গেছে। কিন্তু কেন গেছে বা কোথায় গেছে তার এতটুকু হদিস রেখে যায় নি। আর এখানে সেই একই স্থানে আমরা অপেক্ষা করে আছি—কিন্তু কিসের জন্য অপেক্ষা করছি তার কোন ধারণাই আমাদের নেই। আমি ঠিকই বলেছিলাম, এ-কাজ একজনের নয়। কাজটা এমনিতেই কঠিন, পৃথিবীর কোন শক্তিই একজন সঙ্গী ছাড়া আমাকে এখানে রাখতে পারত না।

কী অনন্ত ও বিরক্তিকর এই রাত! বাইরে শুনতে পাচ্ছি বড় নদীটার গর্জন ও আছড়ে পড়ার শব্দ, আর দুরন্ত বাতাসের শোঁ-শোঁ ধ্বনি। ঘরের ভিতরে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, ডাক্তারের পাতা ওল্টানোর শব্দ, আর মাঝে মাঝে একটা মশার কর্কশ পিন-পিন আওয়াজ ছাড়া শুধুই গভীর নিস্তব্ধতা। একবার সেভারলের বইটা হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল; সেও একটা জানালার উপর চোখ

রেখে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ; আর তা দেখে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা প্রায় মুখের মধ্যে উঠে এল।

"আপনি কি কিছু দেখতে পেয়েছেন মেল্‌ড্রাম ?"

"না। আপনি দেখেছেন ?"

"দেখুন, আবছা মনে হল যেন ওই জানালাটার বাইরে একটা কিছু নড়ে উঠল।" বন্দুকটা হাতে নিয়ে সে এগিয়ে গেল। "না, কিছুই চোখে পড়ছে না, অথচ আমি দিব্যি করে বলতে পারি জানালার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে কি যেন চলে গেল।"

"হয় তো তালের পাতা", আমি বললাম, কারণ প্রতি মুহূর্তেই বাতাসের বেগ বেড়ে চলেছে।

"হয় তো তাই", বলে সে আবার বই নিয়ে বসলেও বার বার সন্দেহের চোখে জানালার দিকে তাকাতে লাগল। আমিও নজর রাখলাম, কিন্তু বাইরে সব চুপচাপ।

হঠাৎ ঝড় উঠে এল, আর তাতেই আমাদের চিন্তারও নতুন মোড় নিল। চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুতের ঝিলিকের পরেই বজ্রের শব্দে বাড়িটা কেঁপে উঠল। বার বার চলল সেই বিদ্যুতের চমক আর বজ্রের গর্জন, যেন বিরাটকায় কোন কামানের মুখ থেকে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে আর গোলার আওয়াজ হচ্ছে। তারপর শুরু হল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বর্ষণ, কামারশালার করোগেট লোহার ছাদের উপর সশব্দে আছড়ে পড়তে লাগল জলধারা। অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে আসতে লাগল নানা শব্দের এক বিচিত্র ঐকতান—গর্‌-গর্‌, ঝর্‌-ঝর্‌, কল্‌-কল্‌, খল্‌-খল্‌, টুপ্‌-টাপ্‌, টিপ্‌-টিপ্‌—বৃষ্টির ধারা-পতন থেকে শুরু করে নদীর গভীর কলোচ্ছ্বাস পর্যন্ত যতরকম তরল শব্দ প্রকৃতি সৃষ্টি করতে পারে সবকিছু মিলে-মিশে একাকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই ক্রমবর্ধমান গর্জনের আর শেষ নেই।

সেভারল বলল, "আমি বলছি, এবারের মত এতবড় বন্যা আর কখনও হয় নি। আরে, ঐ তো ভোর হয়ে আসছে, আর সেটা আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ-স্বরূপ। যেকরেই হোক তৃতীয় রাত্রির কুসংস্কারটাকে তো আমরা ভাঙতে পেরেছি।"

একটা ধূসর আলো ঘরের ভিতরে এসে পড়ল, একমুহূর্ত পরেই দিনের আলো দেখা দেবে। বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু কফি-রঙের নদীটা সমানে গর্জন করে চলেছে একটা জলপ্রপাতের মত। তার প্রচণ্ডতা দেখে "গেম্‌কক"-এর নোঙর নিয়ে আমার মনে ভয় দেখা দিল।

বললাম, "আমাকে বাইরে যেতেই হবে। জাহাজটা যদি একবার স্রোতের টানে সরে যায় তাহলে কিছুতেই আর উজান ঠেলে আসতে পারবে না।"

ডাক্তার বলল, "এই দ্বীপ একটা বাঁধের মত ; স্রোতের বেগ এখানে এসে বাধা পায়। আপনি যদি আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আসেন তো এক কাপ কফি

খাওয়াতে পারি।"

ঠাণ্ডায় আমার অবস্থাও কাহিল, তাই এ-প্রস্তাবে সম্মত হলাম। অপরা কামারশালার রহস্যের সমাধান না করেই সেখান থেকে বেরিয়ে জল কাদা ভেঙে বাড়ির দিকে চললাম।

সেভারল বলল, "ওখানে স্পিরিট ল্যাম্প আছে। আপনি ওটাকে ধরান, আমি ততক্ষণ দেখে আসি সবালে ওয়াকার কেমন আছে।"

স চলে গেল, কিন্তু তখনই ফিরে এল। তার মুখের চেহারা ভয়ংকর।

কর্কশ গলায় বলল, "স চলে গেছে।"

সেকথা শুনে আমার মনেও আতংকের শিহরণ বয়ে গেল। বাতিটা হাতে নিয়ে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে আবার বলল, "সত্যি সে চলে গেছে। দেখবেন আসুন।"

কোন কথা না বলে তাকে অনুসরণ করলাম। শোবার ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেখলাম স্বয়ং ওয়াকার তার বিছানায় গোলগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। পরনে ধূসর রঙের ফ্লানেলের স্লিপিং স্যুট আগের রাতে আমিই তাকে সেটা পরতে সাহায্য করেছিলাম।

"মারা যান নি নিশ্চয়।" হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

ডাক্তার ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ল। হাত দুটো ঝড়ের পাতার মত কাঁপছে।

"বেশ কয়েক ঘণ্টা হল মারা গেছে।"

"জ্বরে?"

"জ্বর? ওর পায়ের দিকে তাকান!"

সদিকে তাকাতেই আমার ঠোঁট থেকে একটা আতংকিত চীৎকার বেরিয়ে এল। একটা পা শুধু যে স্থানচ্যুত হয়েছে তাই নয়, অদ্ভুতভাবে বিকৃত করে সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হয়েছে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "হা ভগবান! কিসে এরকম হল?"

সেভারল মৃত লোকটির বুকের উপর হাতটা রাখল।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল "এখানে হাত দিয়ে দেখুন।"

সেই একই জায়গায় হাত রাখলাম। হাতটা বাধা পেল না। শরীরটা একেবারেই নরম ও কমজোর। মনে হল যেন কাঠের গুঁড়োর তৈরি পুতুলের বুকে হাত রেখেছি।

ভয়ার্ত অনুচ্চ গলায় সেভারল বলল "বুকের পাঁজরার হাড়ই নেই। ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সে আফিমের ঘোরে অচেতন ছিল। মুখ দেখেই বুঝতে পারছেন, ঘুমের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটেছে।"

"কিন্তু একাজ করল কে?"

কপাল মুছে ডাক্তার বলল, যতটা শক্তিতে কুলোয় তা আমি সহ্য করেছি।

আমি যে প্রতিবেশীদের চাইতেও বেশী ভীরু তা মনে করি না, কিন্তু এ ঘটনা আমার সহ্যের অতীত। আপনিও তো 'গেমকক'-এ ফিরে যাচ্ছেন—"

"আপনিও চলুন", আমি বললাম। দুজন বেরিয়ে পড়লাম। আমরা যে দৌড়তে শুরু করি নি তার কারণ আমরা উভয়েই আত্ম-সম্মানের শেষ ছায়াটুকু অন্তত বজায় রাখতে চাইছিলাম। সেই ভরা নদীতে একটা হাল্কা ডিঙিতে চেপে চলাটা খুবই বিপজ্জনক, কিন্তু সেকথা ভাববার মত সময় আমাদের ছিল না। ডাক্তার জল ছেঁচতে লাগল, আমি দাঁড় টানতে লাগলাম, এইভাবে ডিঙিটাকে ভাসিয়ে রেখে আমরা ইয়টের ডেকে পৌঁছে গেলাম। সেখানে সেই অভিশপ্ত দ্বীপ ও আমাদের মাঝখানে দুশ' গজ জলের ব্যবধানে থেকে মনে হল আমরা যেন আবার নিজেদের ফিরে পেয়েছি।

সে বলল, "ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমরা ফিরে যাব। কিন্তু নিজেদের সুস্থির করতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে। এক বছরের মাইনের বিনিময়েও আমার খানিক আগের চেহারাটা নিগারদের আমি দেখাতে চাই না।"

বললাম, "ভাণ্ডারীকে প্রাতরাশ দিতে বলেছি। তারপরে আমরা ফিরব। কিন্তু ডাঃ সেভারল, ঈশ্বরের নামে বলছি, এসবের মানে কি বলুন?"

"এসবই আমার বুদ্ধির অতীত—আমি সম্পূর্ণ হার মানছি। 'জুজু'-র শয়তানির কথা আমি শুনেছি, শুনে অন্য সকলের সঙ্গে হেসেছি। কিন্তু ওয়াকারের মত ভদ্র, ঈশ্বর-ভীরু, ঊনবিংশ শতাব্দীর 'প্রিমরোজ-লীগ'-মার্কা একজন ইংরেজ যে এভাবে মারা যাবে, তার শরীরের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না—এটা আমাকে ভয়ানক নাড়া দিয়েছে। কিন্তু ওদিকে দেখুন তো মেলড্রাম, আপনার ওই লোকটি কি পাগল, না মাতাল, না কি?"

আমার নাবিকদের মধ্যে সবচাইতে বয়স্ক এবং পিরামিডের মত ধীরস্থির বুড়ো প্যাটার্সনকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে গলুইতে, তার হাতে একটা আঁকশি, নদীর স্রোতের টানে যেসব কাঠের গুঁড়ি তীরবেগে ভেসে আসছে আঁকশি দিয়ে সেগুলোকে দূরে ঠেলে দেওয়াই তার কাজ। দুটো বাঁকা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, আর তর্জনীটাকে ভীষণভাবে বাতাসের দিকে ছুঁড়ছে।

আর্তকণ্ঠে বলছে, "ঐ দেখুন! ঐ দেখুন!"

সেইমুহূর্তে আমরাও সেটা দেখতে পেলাম।

একটা প্রকাণ্ড কালো গাছের গুঁড়ি নদীতে ভেসে আসছে, তার চওড়া চকচকে গায়ের উপর ঢেউগুলো ভেঙে পড়ছে। তার সামনে—প্রায় তিন ফুট সামনে—জাহাজের সম্মুখস্থ মূর্তির মত আকাশে মাথা তুলে ঝুলছে একটা ভয়ংকর মুখ—ধীরে ধীরে এ-পাশ থেকে ও-পাশে দুলছে। মুখটা চ্যাপ্টা, হিংস্র, একটা ছোট মদের পিপের মত বড়, ছত্রাকের মত রং, কিন্তু মাথার নীচেকার গলায় হলুদ ও কালোর ছিট। নদীর ঘূর্ণির টানে গাছটা যখন

"গেম্‌কক"-এর পাশ দিয়ে ছুটে গেল তখন দেখলাম গাছের একটা বড় গর্তের ভিতর থেকে দুটো প্রকাণ্ড কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে ; হঠাৎ তার শয়তানি মাথাটা আট কি দশ ফুট উঁচু হয়ে উঠল, আবছা, চামড়া-ঢাকা চোখে ইয়টের দিকে তাকিয়ে রইল। মুহূর্তকাল পরেই গাছটা তীরবেগে আমাদের পাশ কাটিয়ে তার ভয়ংকর যাত্রীটিকে সঙ্গে নিয়ে অতলান্তিক মহাসাগরের পথে ডুবে গেল।

"ওটা কি ?" আমি চীৎকার করে বললাম।

"ওটাই আমাদের কামারশালার রাক্ষস," ডাঃ সেভায়ল বলল, পরমুহূর্তেই সে আগেকার মতই অকপট, আত্মপ্রত্যয়শীল মানুষটি হয়ে উঠল। "হ্যাঁ, ওই শয়তানই আমাদের গোটা দ্বীপকে তাড়া করে ফিরেছে। ওটাই গাবুন-এর বিখ্যাত ময়াল সাপ।"

গোটা ভাঁটি অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে দানবাকৃতি বৃহৎ অজগর, তাদের সাময়িক ক্ষুধা ও তাদের মারাত্মক নিষ্পেষণে মৃত্যুর যেসব কাহিনী সর্বত্রই শুনেছি সে সবই মনে পড়ে গেল। তখনই সব ব্যাপারটা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আগের সপ্তাহেই এখানে একটা বন্যা হয়ে গেছে। সেই বন্যার টানেই প্রকাণ্ড ফাঁপা গাছটা তার বীভৎস দখলদারটিকে নিয়ে ভেসে এসেছিল। গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন্ সুদূর অঞ্চল থেকে সেটা এসেছিল তা কে জানে! দ্বীপের পূব দিকের ছোট উপসাগরে সেটা আটকে পড়ে। কামারশালাটাই সেখান থেকে সবচাইতে কাছে। ক্ষুধার উদ্রেক হতেই দুবার সে পাহারাদারকে টেনে নিয়ে গেছে। কাল রাতেও সে যে আবার এসেছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সেভায়ল সত্যি সত্যি জানালার কাছে একটা কিছুকে নড়তে দেখেছিল, কিন্তু আমাদের আলো দেখেই সে পালিয়ে যায়। এঁকেবেঁকে এগিয়ে যেতে যেতে একসময় সে বেচারি ওয়াকারকে ঘুমের মধ্যেই মেরে ফেলে।

"কিন্তু তাকে বয়ে নিয়ে গেল না কেন ?" আমি শুধালাম।

"নিশ্চয় বজ্র ও বিদ্যুতের ভয়েই পালিয়ে গিয়েছিল। যত তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে দ্বীপে ফিরে যেতে পারি ততই ভাল, অন্যথায় নিগাররা ভাবতে পারে যে আমরাও ভয় পেয়েছি।"

পতঙ্গ-শিকারী

The Beetle-Hunter

এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ডাক্তার বলল। হ্যাঁ বন্ধুগণ, একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। সেরকম অভিজ্ঞতা আর একটা হবে এমন আশা করি না, কারণ একটা মানুষের জীবনকালের মধ্যে এরকম দুটো ঘটনা ঘটা আকস্মিকতার কোন নিয়মমতেই সম্ভব নয়। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন, না-ও করতে পারেন, কিন্তু আমি যেভাবে বলছি ঠিক সেই ভাবেই ঘটনাটা ঘটেছিল।

সবে ডাক্তার হয়েছি, প্র্যাকটিস শুরু করি নি, গাওয়ার স্ট্রীটে ঘর নিয়ে বাস করছি। পরবর্তীকালে ঐ রাস্তার বাড়িগুলোর নতুন করে নম্বর বসানো হয়েছে কিন্তু মেট্রপলিটন স্টেশন থেকে বাঁদিকে নেমে গেলে বাঁ হাতি একটিমাত্র বাড়িতেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি জানালা আছে। গ্যামন মার্চিসন নামে একটি বিধবা বাড়িটা দেখাশুনা করত তখন বাড়িতে ভাড়াটে ছিল তিনটি ডাক্তারি ছাত্র ও একজন ইঞ্জিনীয়ার। সকলের উপরের ঘরটাতে থাকতাম আমি সেটাই ছিল সব চাইতে সস্তা, কিন্তু সস্তা হলেও সেই ভাড়া টানাই তখন আমার পক্ষে শক্ত। যৎসামান্য পুঁজি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে, একটা কাজকর্ম শুরু করা প্রতি সপ্তাহেই অধিকতর জরুরী হয়ে উঠছে। তথাপি সাধারণ প্র্যাকটিসে মন সরছিল না, কারণ আমার মনের টান ছিল বিজ্ঞানের দিকে, বিশেষ করে জীবনবিজ্ঞানের দিকে, তাতেই আমার বিশেষ রুচি। প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে একঘেয়ে ডাক্তারি জীবনকেই বেছে নেব স্থির করেছি, এমন সময় একটা অসাধারণ পথে আমার সংগ্রামের মোড় ঘুরে গেল।

একদিন সকালে "স্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকাটা হাতে নিয়ে তাতে চোখ বুলাচ্ছিলাম। সংবাদ প্রায় ছিলই না, তাই কাগজটা ফেলে দিতে যাচ্ছি এমন সময় ব্যক্তিগত স্তম্ভের একটা বিজ্ঞাপনে আমার চোখ দুটো আটকে গেল। বিজ্ঞাপনের কথাগুলো এইরকম :

"এক বা একাধিক দিনের জন্য একজন চিকিৎসক চাই। তাকে অবশ্যই বলিষ্ঠ দেহ, অচঞ্চল স্নায়ু ও দৃঢ় প্রকৃতির অধিকারী হতে হবে। অবশ্যই কীটতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ হতে হবে—পতঙ্গতত্ত্ববিশেষজ্ঞ অগ্রাধিকার পাবেন। ৭৭বি, ব্রুক স্ট্রীট—এই ঠিকানায় স্বয়ং এসে আবেদন করুন। আজ বেলা বারোটার আগে আবেদন করতে হবে।"

এখন, আগেই বলেছি জীবন-বিজ্ঞানের প্রতিই আমার অনুরাগ। জীবন-

উপরে উঠে দরজার ভারী কড়াটা নাড়লাম।

তকমা-পরা একটি পরিচারক দরজা খুলে দিল। স্পষ্টই বোঝা গেল, ভিতরে যারা আছে তারা ধনবান ও সৌখীন।

"বলুন স্যার?" পরিচারক বলল।

"আমি এসেছি বিজ্ঞাপন দেখে—"

পরিচারক বলল, "ঠিক আছে স্যার। লর্ড লিঙ্কমেযার এখনই লাইব্রেরীতে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।"

লর্ড লিঙ্কমেযার। নামটা শোনা শোনা লাগছে, কিন্তু এইমুহূর্তে তার সম্পর্কে কিছুই মনে করতে পারলাম না। পরিচারককে অনুসরণ করে একটা বড় বইয়ে-ঠাসা ঘরে ঢুকলাম, লেখার টেবিলটার পিছনে একটি ছোটখাট লোক বসে আছে, মুখটা স্মিত, পরিষ্কার, পরিবর্তনশীল, কাঁচা-পাকা লম্বা চুল কপালের উপর থেকে পিছনের দিকে ঠেলে পাট করা। পরিচারকের দেওয়া কার্ডটা ডান হাতে ধরে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী দৃষ্টিতে লোকটি আমাকে আপাদমস্তক দেখতে লাগল। তারপরই তার মুখে হাসি ফুটল, বুঝলাম, অন্তত বহিরঙ্গের বিচারে তার আকাংখিত গুণাবলী আমার আছে।

লোকটি শুধাল, "ডাঃ হ্যামিল্টন, আপনি আমার বিজ্ঞাপন দেখেই এসেছেন তো?'

"হ্যাঁ স্যার।'

"যেসব শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আপনার আছে?"

"আছে বলে তো আমার বিশ্বাস।"

"আপনি শক্তিমান পুরুষ, অন্তত আপনাকে দেখে তো তাই মনে করা উচিত।'

"আমার ধারণা, আমি মোটামুটি শক্তিমান।"

"আর দৃঢ়চিত্ত?"

"আমার সেইরকমই বিশ্বাস।"

"আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হবার কোন অভিজ্ঞতা আছে?"

"না, সে অভিজ্ঞতা এখনও হয় নি।"

"কিন্তু সেরকম অবস্থা দেখা দিলে বেশ তৎপর ও শান্ত থাকবেন বলে মনে করেন কি?"

"আশা করি।"

"হ্যাঁ আমারও তাই বিশ্বাস। একটা নতুন পরিস্থিতিতে পড়লে কি করবেন সেবিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার ভান করেন নি বলেই আপনার উপর আমার বিশ্বাস বেড়ে গেছে। আমার ধারণা হয়েছে, ব্যক্তিগত গুণের বিচারে, যে লোককে আমি খুঁজছি আপনি ঠিক সেই লোক। সেটা যখন মিটে গেল, তখন পরের কথায় যাওয়া যাক।"

"সেটা কি ?"

"পতঙ্গ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন।"

লোকটি ঠাট্টা করছে কি না জানবার জন্য চোখ তুলে তাকালাম, কিন্তু না, বরং ডেস্কের ওপাশ থেকে সে সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে. দুই চোখে উদ্বেগের প্রকাশ।

চেঁচিয়ে বলল, "আমার ভয় হচ্ছে, পতঙ্গদের কথা আপনি জানেন না।"

"বরং বলতে পারেন স্যার, এটাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু যার সম্পর্কে আমি সত্যি কিছু জানি।"

"আপনার কথা শুনে খুব ভাল লাগছে। দয়া করে এবিষয়ে কিছু বলুন।"

বললাম। এবিষয়ে মৌলিক কিছু বলার দাবী করছি না, কিন্তু গুবরে পোকাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম, এবং সাধারণভাবে পতঙ্গ প্রজাতি সম্পর্কেও কিছু বললাম, আর সেই প্রসঙ্গে আমার ছোট্ট সংগ্রহশালার নানা প্রাণীর কথা, এবং "জার্নাল অব্ এণ্টোমোলজিক্যাল সায়ান্স" পত্রিকায় "পতঙ্গের সমাধি" বিষয়ে আমার প্রবন্ধটারও উল্লেখ করলাম।

লর্ড লিঞ্চমেয়ার চেঁচিয়ে বলল, "সে কি ? আপনি নিশ্চয়ই বলেন নি যে আপনি নিজেই একজন সংগ্রহকারী ?" তার চোখ দুটি খুসিতে নাচতে লাগল।

"গোটা লণ্ডনে একমাত্র আপনাকে দিয়েই আমার কাজ হবে। আমি ভেবেছিলাম যে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে এরকম একটি মানুষ নিশ্চয়ই আছে, শুধু তাকে খুঁজে বার করাই শক্ত। আপনাকে পেয়ে নিজেকে অসাধারণ ভাগ্যবান মনে করছি।"

টেবিলের উপরকার ঘণ্টাটা বাজতেই পরিচারক ঘরে ঢুকল।

"লেডি রোসিটারকে দয়া করে এ ঘরে পদার্পণ করতে বল," লর্ডমশায় বলল, আর কয়েকমুহূর্ত পরেই লেডি এসে ঘরে ঢুকল। ছোট খাট, মাঝারি বয়সের মহিলা, দেখতে ঠিক লর্ড লিঞ্চমেয়ারের মতই, সেইরকমই সপ্রতিভ মুখ ও কাঁচা-পাকা চুল। লর্ডের মুখে যে উদ্বেগের চিহ্ন দেখেছি, এর মুখে সে চিহ্ন আরও প্রকট। লর্ড লিঞ্চমেয়ার তাকে আমার পরিচয় দিতেই লেডি আমার দিকে মুখটা ফেরাল. আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তার ডান ভুরুর উপরে দু'ইঞ্চি লম্বা একটা অর্ধেক সেরে-ওঠা ক্ষত। ক্ষতটা প্লাস্টার দিয়ে আংশিক ঢাকা হলেও বুঝতে পারলাম যে ক্ষতটা গুরুতর, আর বেশীদিন আগেরও নয়।

লর্ড লিঞ্চমেয়ার বলল, "ডাঃ হ্যামিণ্টনকে দিয়েই আমাদের কাজ হবে এভ্‌লিন। ইনি সত্যি সত্যি একজন পতঙ্গ সংগ্রহকারী, এবিষয়ের উপর প্রবন্ধও লিখেছেন।"

"সত্যি!" লেডি রোমিটার বলল। "তাহলে আপনি নিশ্চয় আমার স্বামীর নাম শুনেছেন। গুবরে পতঙ্গ সম্পর্কে যারা কিছু খবর রাখে তারা প্রত্যেকেই স্যার টমাস রোমিটার এর নাম শুনতে বাধ্য।"

যে কাজে এখানে এসেছি তার অস্পষ্টতার উপর এই প্রথম একটি ক্ষীণ আলোর রশ্মিপাত হল। এদের সঙ্গে গুবরে পতঙ্গের সম্পর্কটা তাহলে এইখানে। স্যার টমাস রোমিটার—এবিষয়ে পৃথিবীতে তিনিই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। এই নিয়েই তিনি সারাজীবন চর্চা করেছেন। এবিষয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাড়াতাড়ি বললাম যে তার লেখা আমি পড়েছি, আমার ভাল লেগেছে।

"আমার স্বামীকে আপনি দেখেছেন?" লেডি শুধাল।

"না, দেখা হয় নি।"

"কিন্তু হবে," স্থির সংকল্পে লর্ড লিঙ্কমেয়ার বলল।

লেডি ডেস্কের পাশেই দাঁড়িয়েছিল, এবার লর্ডের কাঁধের উপর হাতটা রাখল। দুখানি মুখ একসঙ্গে দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, তারা ভাই বোন।

"সত্যি কি তুমি এজন্য প্রস্তুত চার্লস? এটা তোমার মহত্ত্বেরই পরিচয়, কিন্তু আমার চোখে জল আসছে" ভয়ে তার গলা কেঁপে উঠল, আমার মনে হলো লর্ডও যথেষ্ট বিচলিত, তবে সে ভাব গোপন করতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করছে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বোন, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, সব স্থির হয়ে গেছে, বস্তুত, আমি তো এছাড়া আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।"

"একটা পথ আছে।"

"না, না ইভলিন, তোমাকে আমি ছেড়ে দেব না—কখনও না। সব ঠিক হয়ে যাবে—এই ব্যবস্থার উপর ভরসা রাখ, সব ঠিক হয়ে যাবে, এমন একটি সার্থক যন্ত্র যে আমাদের হাতে এসে পড়বে এটা নিশ্চয়ই বিধাতার হস্তক্ষেপস্বরূপ।"

আমার অবস্থা খুবই হতবুদ্ধিকর, কারণ আমি বুঝতে পারছি যে এই মুহূর্তে তারা আমার উপস্থিতিটাই ভুলে গেছে। কিন্তু লর্ড লিঙ্কমেয়ার হঠাৎই আবার আমাকে নিয়ে কাজের কথায় ফিরে এল।

"ডাঃ হ্যামিল্টন. যেজন্য আপনাকে আমি ডেকেছি সেটা হল—আপনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আমার হাতে তুলে দেবেন। আমার ইচ্ছা, একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে আপনি আমার সঙ্গে যাবেন, সর্বদা আমার পাশে থাকবেন, এবং আমি যা করতে বলব—আপনার কাছে সেটা যতই অযৌক্তিক বলে মনে হোক—কোনরকম প্রশ্ন না করে সেকাজ করবার প্রতিশ্রুতি আমাকে দেবেন।"

"দাবীটা বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে," আমি বললাম।

"দুর্ভাগ্যবশত এর চাইতে পরিষ্কার করে কথাটা বলতে পারছি না, কারণ

অবস্থা যে কোন্‌দিকে মোড় নেবে সেটা আমি নিজেই জানি না। অবশ্য একটা বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আপনার বিবেকে বাঁধে এরকম কোন কাজ করতে আপনাকে বলা হবে না, আপনাকে কথা দিচ্ছি, সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পরে এরকম একটা কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পেরে আপনি গর্ব বোধ করবেন।"

"যদি ভালয়-ভালয় শেষ হয়," লেডি বলল।

"ঠিক তাই, যদি ভালয়-ভালয় শেষ হয়," লর্ডমশায় কথাটা আর একবার বলল।

"আর পারিশ্রমিক?" আমি শুধালাম।

"দৈনিক বিশ পাউণ্ড।"

টাকার অংক শুনে আমি তো হতবাক। সম্ভবত আমার মুখেই সে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

লর্ড লিঙ্কমেয়ার বলল, "বিজ্ঞাপনটা প্রথম পড়েই আপনার নিশ্চয় মনে হয়েছিল যে আমরা যেসব গুণের সমাবেশ চেয়েছি সেটা বিরল, এত বিচিত্র গুণের যিনি অধিকারী তিনি পারিশ্রমিকও নিশ্চয় বেশী চাইবেন, আর একথাও আপনার কাছে গোপন রাখতে চাই না যে আপনার কাজটা খুবই কঠিন, এমন কি বিপজ্জনক। তাছাড়া, এমনও হতে পারে যে কাজটা হয় তো দুই একদিনেই শেষ হয়ে যাবে।"

"ঈশ্বর তাই করুন," বোন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

"তাহলে ডা. হ্যামিল্টন, আপনার সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারি তো?"

আমি বললাম, "নিঃসন্দেহে। আপনি শুধু বলে দিন আমাকে কি করতে হবে?"

"আপনার প্রথম কাজ হবে বাড়ি ফিরে যাওয়া। গ্রামাঞ্চলে কিছুদিন কাটাবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। প্যাডিংটন স্টেশন থেকে আমরা একসঙ্গে যাত্রা করব আজই বিকাল ৩-৮০ এ।"

"অনেক দূরে যেতে হবে কি?'

"প্যাংবোর্ণ পর্যন্ত। বইয়ের দোকানে ৩ ৩০ এ আমার সঙ্গে যোগ দেবেন। টিকিট আমি কিনব। বিদায় ডা. হ্যামিল্টন! ভাল কথা, দুটি জিনিস যদি আপনি সঙ্গে নিয়ে আসেন তাহলে আমি খুব খুসি হব, অবশ্য জিনিস দুটি যদি আপনার থাকে। একটি আপনার পতঙ্গ রাখার বাক্স, আর একটি লাঠি, সেটা যত শক্ত ও ভারি হয় ততই ভাল।"

ব্রুক স্ট্রীট থেকে চলে আসার পর থেকে প্যাডিংটন-এ লর্ড লিঙ্কমেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত এই সময়টুকুর মধ্যে আমাকে যে অনেককিছুই ভাবতে

হয়েছিল সেটা হয়তো আপনারা বুঝতেই পারছেন। গোটা অদ্ভুত ব্যাপারটাকে নিয়ে আমার মাথার মধ্যে নানা বিচিত্র রূপের ও রসের ভাঙা-গড়া চলতে থাকল, ডজনখানেক ব্যাখ্যা মাথার মধ্যে আসা-যাওয়া করল, আর তাদের প্রত্যেকটিই অপরটি অপেক্ষা অদ্ভুতুড়ে ও অসম্ভব একটা কিছুই হবে। শেষ পর্যন্ত কোন সমাধানে পৌছবার আশাই ছেড়ে দিলাম, এবং আমাকে যেসব নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ঠিক ঠিক মত পালন করার কাজে মেতে গেলাম। একটা হাত-ব্যাগ, পতঙ্গের বাক্স ও শিসে-ভর্তি বেতের লাঠি নিয়ে প্যাডিংটন বইয়ের দোকানের সামনে অপেক্ষা করছি এমন সময় লর্ড লিঞ্চমেয়ার এসে হাজির। যেমনটি ভেবেছিলাম লোকটি তার চাইতেও ছোটখাট—দুবল ও রুগ্ন, এখন সকালবেলার চাইতেও একটু বেশী চঞ্চল ও অস্থির। তার পরনে লম্বা, মোটা, ট্র্যাভেলিং আল্‌স্টার, বিশেষকরে লক্ষ্য করলাম তার হাতে কালো-কাঁটার একখানা ভারি লাঠি।

প্ল্যাটফর্মের দিকে যেতে যেতে বলল, "টিকিট আমার কাছে। এই আমাদের ট্রেন। একটা কামরাই ভাড়া করেছি, কারণ পথ চলতে চলতেই দু-একটা বিষয় সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করতে চাই।"

অথচ তার যা বক্তব্য সেটা এক লাইনেই বলা যেত, সে শুধু আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে তাকে রক্ষা করার জন্যই আমি চলেছি, কোন কারণেই এক মুহূর্তের জন্যও আমি তাকে ছেড়ে যাব না। যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই কথাটাই সে বার বার এমনভাবে বলতে লাগল, যাতে বোঝা গেল যে তার স্নায়ুতন্ত্রগুলো একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

আমার কথার চাইতেও আমার দৃষ্টির উত্তরে একসময় সে বলল, "হাঁ, আমার স্নায়ু দুবল ডাঃ হ্যামিল্টন। আগাগোড়াই আমি ভীরু মানুষ, আর আমার দুবল স্বাস্থ্যই সে ভীরুতার কারণ। কিন্তু আমার মন খুব শক্ত, অপেক্ষাকৃত সাহসী মানুষ যে বিপদকে ভয় পায় আমি তার সম্মুখীন হতে ডরাই না। এখন যা করতে চলেছি সেটা বাধ্য হয়ে করছি না, করছি কর্তব্যের খাতিরে, অথচ কাজটার মধ্যে যে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি রয়েছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কপাল যদি মন্দ হয়, তাহলে হয় তো শহীদ হবার দাবীও আমি করতে পারব।'

ওই অন্তহীন গোলকধাঁধা আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। মনে হল, এর উপর ইতি টানা দরকার।

বললাম, "আমার মনে হয়, আপনি যদি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন তাহলেই ভাল হত। আমরা কি কাজ করতে যাচ্ছি, এমন কি কোথায় যাচ্ছি তাও যদি না জানি তাহলে ভালভাবে কাজ করাই যে আমার পক্ষে অসম্ভব।"

সে বলল, "ওঃ, আমরা কোথায় যাচ্ছি সে ব্যাপারে রহস্যের কিছু নেই, আমরা যাচ্ছি স্যার টমাস রোসিটার-এর বাসভবন 'ডেলামেয়ার কোর্ট'-এ, তার

কাজকর্ম সম্পর্কে আপনি তো অবহিতই আছেন। আর আমরা কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছি সেবিষয়ে বলি, এখন আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে সেসব কথা আপনাকে খোলাখুলি বলায় বিশেষ কোন লাভ হবে বলে আমি মনে করি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, একটা পারিবারিক কুৎসাকে রোধ করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা কাজে নেমেছি—'আমরা' কথাটা ব্যবহার করলাম কারণ আমার বোন লেডি রোসিটারও এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত। এ অবস্থায় বুঝতেই তো পারছেন ডাঃ হ্যামিল্টন, একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনরকম কৈফিয়ৎ দিতে আমি অনিচ্ছুক। বর্তমান অবস্থায় আমার প্রয়োজন আপনার সক্রিয় সাহায্য, আর সে সাহায্য আপনি কখন কিভাবে দিতে পারেন সেটা আমিই যথাসময়ে বলে দেব।"

আর কিছু বলার ছিল না। দৈনিক বিশ পাউণ্ডের জন্য গরীব মানুষকে অনেক-কিছুই সহ্য করতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হল লর্ড লিঞ্চমেয়ার আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারই করছে। হাতের লাঠিটার মতই সে আমাকে একটি নিষ্ক্রিয় যন্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করতে চাইছে! তার যেরকম স্পর্শকাতর প্রকৃতি তাতে যেকোনরকম কুৎসাই তার পক্ষে একান্ত ঘৃণার্হ, কাজেই বুঝলাম, একান্ত বাধ্য না হলে সে কখনও আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না। এ রহস্যের সমাধানে আমাকে নির্ভর করতে হবে আমার চোখ-কানেরই উপর, কিন্তু আমার সে নির্ভরতা যে বিফলে যাবে না সে বিশ্বাস আমার আছে।

প্যাংবোর্ণ স্টেশন থেকে ডেলামেয়ার কোর্ট-এর দূরত্ব পাক্কা পাঁচ মাইল ; একটা খোলা গাড়িতেই আমরা সে-পথটা পার হয়ে চললাম। লর্ড লিঞ্চমেয়ার সারাটা সময় চিন্তায় ডুবে রইল, গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি পৌঁছবার আগে সে আর মুখ খুলল না। এবার মুখ খুলে এমন একটা খবর দিল যা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বলল, "আপনি হয় তো জানেন না যে আমিও আপনার মতই একজন চিকিৎসক ?"

"না স্যার, সে খবরটা জানতাম না।"

"হ্যাঁ, অল্প বয়সেই আমি ডাক্তারি পাশ করেছিলাম, তখন আমার আর এই লর্ড-উপাধির মাঝখানে বেশ কয়েকজন জীবিত ছিলেন। ডাক্তারি করবার সুযোগ আমার হয় নি, কিন্তু তাহলেও শিক্ষাটা আমার কাজে লেগেছে। ডাক্তারি পড়তে যে কটা বছর কাটিয়েছি তারজন্য আমি কখনও অনুশোচনা করি নি। ঐ তো ডেলামেয়ার কোর্টের ফটক।"

রাক্ষসাকৃতি কুলচিহ্ন মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো স্তম্ভ, তার ভিতর দিয়ে একটা আঁকা-বাঁকা পথ চলে গেছে। লরেলের ঝোপ ও রডোডেনড্রন গাছের উপর দিয়ে একটা লম্বা, অনেক পাশ-কপালি-সমন্বিত প্রাসাদ চোখে পড়ল ; আতপ্ত, মৃদু আলোর সঙ্গে মিল রেখে আইভি লতাগুলো এঁকেবেঁকে

উঠে গেছে। সপ্রশংস চোখে এই দৃষ্টিনন্দন বাড়িটার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, এমন সময় আমার সঙ্গী ভয়ে-ভয়ে আমার আস্তিনটা চেপে ধরল।

ফিস্ ফিস্ করে বলল, "এই যে স্যার টমাস আসছেন। গুবরে পতঙ্গ সম্পর্কে যা কিছু জানেন বলে যান।"

লরেল ঝোপের ফাঁক দিয়ে একটি শীর্ণ, কুব্জদেহ মূর্তি বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা ছোট কোদাল, ইস্পাতে মোড়া মালিদের দস্তানা পরা। মাথায় একটা চওড়া কোণওয়ালা টুপী থাকায় মুখের উপর ছায়া পড়েছে, তবু মনে হল যে মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর, তাতে এলোমেলো দাড়ি ও কাঠ-কাঠ নাক মুখ-চোখ। গাড়িটা থামতেই লর্ড লিঞ্চমেয়ার লাফিয়ে নেমে পড়ল।

আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, "প্রিয় টমাস, কেমন আছ?"

কিন্তু বিনিময়ে কোন সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার পাওয়া গেল না। জমির মালিক শ্যালকের কাঁধের উপর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, কয়েকটা কাটা-কাটা কথা আমার কানে এল—"অতি-পরিচিত বাসনা অপরিচিত জনের প্রতি ঘৃণা· অনধিকার প্রবেশ· ক্ষমার একান্ত অযোগ্য।" কিছু অস্পষ্ট বাক্য-বিনিময়ের পরে তারা দুজনই গাড়ির পাশে এগিয়ে এল।

লর্ড লিঞ্চমেয়ার বলল, "ডাঃ হ্যামিল্টন, স্যার টমাস রোসিটারের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এখনই দেখতে পাবেন যে আপনাদের দুজনের মধ্যে রুচির অনেক মিল আছে।"

আমি অভিবাদন করলাম। স্যার টমাস শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, চওড়া টুপীর নীচ দিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল।

"লর্ড লিঞ্চমেয়ার আমাকে বলেছেন যে গুবরে-পতঙ্গ সম্পর্কে আপনার কিছু জ্ঞান আছে। আপনি সেবিষয়ে কতদূর কি জানেন?"

"Coboptera বিষয়ক আপনার বইটা পড়ে যা শিখেছি তাই জানি স্যার টমাস," আমি জবাব দিলাম।

"বৃটিশ Scarabai-র অধিক পরিচিত কয়েকটি উপজাতির নাম বলুন তো।"

একটু পরীক্ষা দিতে হবে একটা ভাবি নি, কিন্তু সৌভাগ্যবশত জবাবটা আমার জানা ছিল। বুঝলাম, আমার জবাব তাকে খুশি করেছে, কারণ তার কঠিন মুখটা একটু নরম হল।

স্যার টমাস বলল, "মনে হচ্ছে আমার বইটা পড়ে আপনার লাভই হয়েছে স্যার। এসব বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত উৎসাহ আছে এমন কোন লোকের দেখা তো কদাচিৎ মেলে। খেলাধূলা বা সভাসমিতির মত বাজে কাজ করার সময় লোকে পায়। কিন্তু গুবরে পতঙ্গরাই উপেক্ষিত। আপনাকে জোর গলায় বলতে পারি, দেশের এতদঞ্চলের অধিকাংশ বোকারাই জানে না যে আমি একটা বই লিখেছি— অথচ আমিই প্রথম লোক যে elytra-র প্রকৃত কাজকে বর্ণনা করতে পেরেছি। আপনাকে দেখে আমি খুসি হয়েছি স্যার, আপনাকে এমন কিছু

প্রাণী দেখাব যা আপনার ভাল লাগবে।" সেও গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলতে চলতেই স্ত্রী-পাখির শরীর সংস্থান বিষয়ে তার কিছু সাম্প্রতিক গবেষণার কথা আমাকে বোঝাতে লাগল।

আগেই বলেছি, স্যার টমাস রোসিটারের মাথার মস্তবড় টুপিতে তার ভুরু দুটো ঢাকা পড়েছে। হলে ঢুকে টুপিটা খুলতেই টুপির নীচে লুকনো একটা অদ্ভুত চিহ্ন আমার নজরে পড়ল। তার কপালটা স্বাভাবিকভাবেই বেশ উঁচু, চুল উঠে যাওয়ায় সেটা আরও উঁচু দেখায়, সেই কপালটা অনবরত নড়াচড়া করছে। কোনরকম স্নায়বিক দুর্বলতা বশতঃ পেশীগুলো অবিরাম আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হচ্ছে, ফলে কপালটা কখনও ঈষৎ কুঞ্চিত হচ্ছে। আবার কখনও এমন অদ্ভুত ভাবে চক্রবৎ ঘুরছে যা আমি আগে কখনও দেখি নি। পড়ার ঘরে ঢুকে সে যখন আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল তখন সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে নজরে পড়ল, কম্পমান দুটো ভুরুর নীচ থেকে তাকিয়ে-থাকা দুটো কঠোর, স্থির, ধূসর চোখের সঙ্গে তুলনায় সেটা আরও বেশী বিশিষ্ট হয়ে চোখে পড়ল।

সে বলল, "লেডি রোসিটার স্বয়ং উপস্থিত থেকে আপনাদের অভ্যর্থনা করতে আমাকে সাহায্য করতে পারছেন না বলে আমি দুঃখিত। ভাল কথা চার্লস, তার ফিরে আসার কোন তারিখ কি ইভলিন বলে দিয়েছে?"

লর্ড লিঞ্চমেয়ার বলল, "তার ইচ্ছা আরও কয়েকটা দিন শহরেই কাটায়। জানই তো, কিছুদিন গ্রামে কাটালেই মহিলাদের সামাজিক কর্তব্যগুলো স্তূপ হয়ে জমে ওঠে। বর্তমানে আমার বোনটির অনেক পুরনো বন্ধু লণ্ডনে আছেন।"

"দেখ, সেই তার নিজের অভিভাবিকা, তার ইচ্ছার কোন পরিবর্তন করতে আমি চাই না, কিন্তু আবার তার দেখা পেলেই আমি খুসি হব। সে কাছে না থাকলে এ জায়গাটা বড়ই নির্জন লাগে।"

"তোমার যে নির্জন লাগছে সে ভয় আমার হয়েছিল। আর খানিকটা সেই কারণেই আমি ছুটে এসেছি। যে বিষয়টিকে তোমার জীবনের ব্রত করে নিয়েছ সেদিকে আমার যুবক বন্ধু ডাঃ হ্যামিল্টনের আগ্রহও খুব বেশী বলেই ভাবলাম যে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে তুমি কিছু মনে করবে না।"

গৃহকর্তা বলল, "আমি অবসর জীবন যাপন করছি ডাঃ হ্যামিল্টন, তাই অপরিচিত লোক সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণা আমার মনে বাসা বেঁধেছে। অনেক-সময়ই মনে হয়, আমার স্নায়ুগুলি যত ভাল ছিল এখন আর তা নেই। যৌবনে গুবরে পতঙ্গের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অনেক ম্যালেরিয়াবহুল অস্বাস্থ্যকর স্থানে আমাকে যেতে হয়েছে। কিন্তু আপনার মত একজন পতঙ্গবিশেষজ্ঞ ভাই আমার কাছে সর্বদাই সুস্বাগত। আপনি যদি আমার সংগ্রহশালাটা একবার দেখেন তাহলে আনন্দিত হব। অতিশয়োক্তি না করেই বলছি, আমার সংগ্রহশালাটিকে ইওরোপের শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যাত করতে পারি।"

নিঃসন্দেহে কথাটা সত্য। একটা প্রকাণ্ড ওক কাঠের আলমারিতে ছোট ছোট দেরাজ বসানো, আর তাতেই শ্রেণী-বিভাগ করে পরিষ্কার টিকিট লাগিয়ে রাখা হয়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সংগৃহীত গুবরে পতঙ্গ— কালো, বাদামী, সবুজ ও ছিট-ছিট রঙের। সারির পর সারি দিয়ে সাজানো কাঁটায় আটকে রাখা কীট-পতঙ্গগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে মাঝে মাঝে এক একটি বিরল প্রাণীকে অত্যন্ত মূল্যবান কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর মত একান্ত যত্নে ও শ্রদ্ধায় তুলে ধরে তার নানা বৈশিষ্ট্য ও কি পরিস্থিতিতে সেটাকে সংগ্রহ করা হয়েছিল সেসব কথা আমাকে সে বুঝিয়ে বলতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল, একজন সহানুভূতিশীল শ্রোতা পাওয়া তার পক্ষে একটি অসাধারণ ঘটনা। সে কথার পর কথা বলতে লাগল। বসন্তের সন্ধ্যা ঘন হয়ে রাত নামল। ঘণ্টার শব্দ শুনে বোঝা গেল ডিনারের জন্য তৈরি হবার সময় হয়েছে। সারাক্ষণ লর্ড লিঙ্কমেয়ার একটা কথাও বলে নি, শ্যালকের পাশেপাশেই থেকেছে, আর অনবরত বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছে। তার নিজের মুখে ফুটে উঠতে দেখেছি আবেগ, আশংকা, সহানুভূতি ও প্রত্যাশার একটা ঘোরালো মিশ্র আভাষ। সেসবই যেন আমি পড়তে পারছিলাম। বেশ বুঝতে পারছি, লর্ড লিঙ্কমেয়ার একটা কিছুর জন্য ভয় পাচ্ছেন, একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন, কিন্তু সেই কিছুটা যে কি হতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারছি না।

সন্ধ্যাটা শান্তিতে ভালভাবেই কাটল। লর্ড লিঙ্কমেয়ারের মনের উপর যে অনবরত একটা চাপ রয়েছে সেটা দেখতে পাচ্ছি বলেই আমারও একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, নইলে আমি বেশ ভালই থাকতাম। পরিচয় হবার পরে গৃহকর্তার আচরণের কিন্তু অনেক উন্নতি দেখা গেল। সে অনবরত বলে যেতে লাগল অনুপস্থিত স্ত্রীর কথা, আর যে ছেলেকে সম্প্রতি স্কুলে পাঠানো হয়েছে তার কথা। বলল, তারা না থাকায় বাড়িটাই বদলে গেছে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা না থাকলে কি নিয়ে যে তার দিন কাটত তা তিনি বুঝতে পারছেন না। ডিনারের পরে বিলিয়ার্ড-রুমে বসে আমরা কিছুক্ষণ ধূমপান করলাম। তারপর সকাল সকাল শুতে গেলাম।

আর তখনই সর্ব প্রথম আমার মনে সন্দেহ জাগল যে লর্ড লিঙ্কমেয়ার একটি পাগল। গৃহকর্তা চলে যাবার পরে সে আমার পিছু পিছু এসে আমার শোবার ঘরে ঢুকল।

নীচু গলায় তাড়াতাড়ি বলল, "ডাক্তার, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমার শোবার ঘরে আপনাকে রাতটা কাটাতে হবে।"

"আপনি কি বলছেন?"

"সবকথা আপনাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এটা আপনার কর্তব্যের একটা অংশ। আমার ঘরটা পাশেই, সকালে চাকর আপনাকে ডাকবার

আগেই নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারবেন।"

"কিন্তু কেন?" আমি শুধালাম।

"কারণ একলা থাকলে আমার ভয় করে। কারণ যদি জানতেই চান তো এটাই কারণ।"

এ তো পাড় উন্মাদের লক্ষণ, কিন্তু ঐ বিশ পাউণ্ডের জোরে আমার সব আপত্তি খণ্ডিত হয়ে গেল। তার সঙ্গে তার শোবার ঘরে গেলাম।

বললাম, "দেখছেন, বিছানায় মাত্র একজনের মত জায়গা রয়েছে।"

"কেবল একজনই ওটা দখল করবে", সে বলল।

"অপর জন?"

"পাহারা দেবে।"

"কেন?" আমি বললাম। "লোকে ভাববে আপনি আক্রমণের ভয় করছেন।"

"হয় তো করছি।"

"সেক্ষেত্রে দরজায় তালা লাগাচ্ছেন না কেন?"

"কারণ আমি আক্রান্ত হতেই চাই।"

উন্মাদের লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যাই হোক, সবকিছু মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে শূন্য অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটা হাতল-চেয়ারে বসে পড়লাম।

"আমাকে তাহলে পাহারায় থাকতে হবে?" বিদ্বেষের সুরে বললাম।

"রাতটাকে আমরা ভাগাভাগি করে নেব। আপনি যদি দুটো পর্যন্ত পাহারা দেন, বাকি সময়টা আমি দেব।"

"খুব ভাল।"

"তাহলে দুটোয় আমাকে ডাকবেন।"

"ডাকব।"

"কান খাড়া রাখবেন, কোনরকম শব্দ শুনলেই তৎক্ষণাৎ আমাকে জাগিয়ে দেবেন—তৎক্ষণাৎ, শুনলেন তো?"

"সেটুকু ভরসা করতে পারেন", মুখটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম।

"আর—ঈশ্বরের দোহাই, যেন ঘুমিয়ে পড়বেন না", -এইকথা বলে শুধু কোটটা খুলে কম্বল চাপা দিয়ে সরাতের মত বিশ্রাম নিল।

সে এক বিষণ্ণ জাগরণ, ব্যাপারটা অর্থহীন বলেই আরও খারাপ লাগছে। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে স্যার টমাস রোসিটারের বাড়িতে কোনরকম বিপদের আশংকা করবার কারণ লর্ড লিঙ্কমেয়ারের আছে, তাহলে সে দরজায় তালা লাগিয়ে আত্মরক্ষা করছে না কেন? আক্রান্ত হতেই চাই বলে যে জবাব সে দিয়েছে সেটা তো অবাস্তব। আক্রান্ত হতে সে চাইবে কেন? আর তাকে আক্রমণ করতে চায়ই বা কে? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লর্ড লিঙ্কমেয়ার একটা

অদ্ভুত ভ্রান্ত বিশ্বাসে ভুগছে, আর তার ফলে একটা অর্থহীন অজুহাত তুলে আমার রাতের ঘুমের দফা রফা করছে। তবু, যত অবাস্তবই হোক, যতক্ষণ তার চাকরিতে আছি ততক্ষণ তার নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই স্থির করলাম। সুতরাং শূন্য অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে বারান্দার কোথাও একটা বড় ঘড়ির জোরালো টিক্‌টিক্ শব্দ শুনতে লাগলাম। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ঘড়িটা সশব্দে বেজে চলল। অন্তহীন প্রতীক্ষা। সেই একটিমাত্র ঘড়ির শব্দ ছাড়া প্রকাণ্ড বাড়িটাতে এক অখণ্ড নীরবতার রাজত্ব। আমার কনুইয়ের কাছে একটা ছোট বাতি জ্বলছে. তার আলো চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়েছে আমার চেয়ারের চারদিকে, ঘরের কোণগুলো ছায়ায় ঢাকা। বিছানায় লর্ড লিঙ্কমেয়ার শান্তিতে শ্বাস নিচ্ছেন। তার শান্ত ঘুমকে আমার ঈর্ষা হতে লাগল, বার বার চোখের পাতা ঢলে পড়ছে, কিন্তু প্রতিবারই কর্তব্যবোধ আমার সহায় হল, উঠে বসলাম, চোখ দুটি মুছে আমার এই যুক্তিহীন পাহারার শেষ দেখবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞায় অপেক্ষা করতে লাগলাম।

করলামও তাই। বারান্দা থেকে দুটো বাজার শব্দ এল, ঘুমন্ত লোকটির কাঁধে হাত রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে বসল. তার মুখে তীব্র আগ্রহের আভাষ।

"কিছু শুনেছেন কি?"

"না স্যার। দুটো বাজল।"

"খুব ভাল। আমি পাহারা দেব। আপনি ঘুমতে পারেন।"

তার মতই কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার শেষ স্মৃতিতে রইল শুধু একটা আলোর বৃত্ত। একটি ছোট কুঁজো মূর্তি, আর তার মাঝখানে লর্ড লিঙ্কমেয়ারের উৎকণ্ঠিত মুখখানি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। কিন্তু আস্তিনে একটা জোর টান পড়ায় হঠাৎ জেগে উঠলাম। ঘর অন্ধকার, কিন্তু তেলের একটা গরম গন্ধই আমাকে বলে দিল যে বাতিটা এইমাত্র নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"শিগ্‌গির! শিগ্‌গির!" লর্ড লিঙ্কমেয়ারের গলা আমার কানে কানে বলল।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলাম, সে তখনও আমার হাত ধরে টানছে।

"এখানে!" ফিস্‌ফিস্ করে কথাটা বলেই সে আমাকে ঘরের কোণে টেনে নিয়ে গেল। "চুপ! ঐ শুনুন!"

রাতের নিস্তব্ধতায় আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, বারান্দা পেরিয়ে কে যেন আসছে। পা ফেলছে চুপি চুপি, আল্‌তো করে, থেমে থেমে, যেন প্রতিটি পদক্ষেপের পরেই কেউ সতর্কতার সঙ্গে থামছে। কখনও আধ মিনিট কোন শব্দ নেই, তারপরেই আবার খস্-খস্ খচ্-খচ্ শব্দ শুনে বোঝা গেল সে আবার এগিয়ে আসছে। আমার সঙ্গী উত্তেজনায় কাঁপছে। আমার আস্তিন-ধরা

হাতটা ঝঞ্ঝাহত বৃক্ষশাখার মত এঁকেবেঁকে যাচ্ছে।

"ওটা কি?" আমি ফিসফিস্ করে বললাম।

"সে!"

"স্যার টমাস?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কি চান?"

"চুপ! আমি না বলা পর্যন্ত কিছুই করবেন না।"

বুঝতে পারলাম, কেউ দরজা খোলার চেষ্টা করছে। হাতলের একটা অস্বচ্ছ খটখট শব্দ হল, আর তখনই একটা আবছা আলোর রেখা চোখে পড়ল। বারান্দায় অনেক দূরে কোথাও একটা আলো জ্বলছিল, সেই আলোতেই আমাদের ঘরের অন্ধকারের ভিতর থেকে বাইরেটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। ধূসর আলোর রেখাটা একটু একটু করে বড় হতে লাগল, আর তারপরেই সেই আলোর মধ্যে দেখলাম একটি মানুষের কালো মূর্তি। সে উবু হয়ে বসে হামাগুড়ি দিচ্ছে- একটি মোটা, বিকৃতদেহ বামনের সিলুয়েট। ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল, আর সেই ফ্রেমে আঁটা পড়ল এই বিপজ্জনক মূর্তিটি। তারপর, মুহূর্তের মধ্যে সেই ন্যুব্জ দেহটা খাড়া হয়ে দাঁড়াল, একটা বাঘ যেন ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। ধপ্, ধপ্, ধপ্- কোন ভারী জিনিসের প্রচণ্ড আঘাত পড়ল বিছানার উপর।

বিস্ময়ে এতদূর পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম যে নিশ্চল দাঁড়িয়ে হাঁ করে শুধু দেখছিলাম। সঙ্গীর মুখ থেকে সাহায্যের চীৎকার শুনে অকস্মাৎ সে ঘোর কেটে গেল। খোলা দরজা দিয়ে যতটা আলো আসছিল তাতেই সব কিছু মোটামুটি দেখতে পেলাম। ক্ষীণ তনু লর্ড লিঙ্কমেয়ার শ্যালকের গলা জড়িয়ে ধরে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে, যেন শিকারী বুলটেরিয়ার দাঁত বসিয়েছে ডিয়ার হাউণ্ডের বুকে। দীর্ঘদেহ শক্ত হাড়ের লোকটি চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, আক্রমণকারীকে বাগে আনবার জন্য শরীরটাকে দুমড়াচ্ছে, মোচড়াচ্ছে, আর অপরজন তখনও পিছন থেকে তাকে চেপে ধরেই আছে, তার ভয়ার্ত কর্কশ চীৎকার শুনেই বোঝা যাচ্ছে সে মোটেই সমকক্ষ যোদ্ধা নয়। এক লাফে আমি তার সাহায্যে এগিয়ে গেলাম, দুজনে মিলে অনেক কষ্টে স্যার টমাসকে মাটিতে ফেলে দিলাম, যদিও আমার কাঁধে দাঁত বসাতে সে ছাড়ল না। আমার যৌবন, দেহের ওজন ও শক্তি সত্ত্বেও প্রচণ্ড লড়াই না করে তাকে বাগে আনতে পারলাম না। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার ড্রেসিং-গাউনের কোমরের দড়ি দিয়েই তার হাত দুটো বেঁধে ফেলা গেল। আমি তার পা দুটো চেপে ধরে আছি, আর লর্ড লিঙ্কমেয়ার বাতিটা

জালাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় বারান্দায় অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেল। চীৎকার শুনে ভয় পেয়ে খানসামা ও দুটি পরিচারক ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তাদের সাহায্যে বন্দীকে শায়েস্তা করতে আর কোনরকম বেগ পেতে হল না। সে তখন মেঝেতে পড়ে রাগে গজরাচ্ছে। তার মুখের দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় সে একটি বিপজ্জনক বদ্ধ পাগল আর বিছানার পাশেই যে ছোট হাতুড়িটা পড়ে আছে সেটা দেখলে বোঝা যায় যে খুন করাই ছিল তার অভিপ্রায়।

লোকটিকে ধরে তুলতেই লর্ড লিঞ্চমেয়ার বলল, "কোনরকম মাথা ধোর করবেন না। এই উত্তেজনার পরে কিছুক্ষণ সে অচৈতন্য হয়ে থাকবে। আমার বিশ্বাস সেটাই শুরু হয়ে গেছে।" তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটির কাঁপুনি কমে এল, মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়ল, যেন সে ঘুমে ঢলে পড়েছে। বারান্দা দিয়ে বয়ে নিয়ে তাকে তার নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সেখানে অচেতন অবস্থায় সে বড় বড় করে শ্বাস টানতে লাগল।

"তোমরা দুজন ওকে দেখো," লর্ড লিঞ্চমেয়ার বলল। "ডাঃ হ্যামিল্টন, এবার আপনি যদি আমার সঙ্গে আমার ঘরে আসেন, তাহলে কুৎসার ভয়ে যেকথা বলতে বড় বেশী দেরি করেছি সেসব কথা আপনাকে খুলে বলতে পারি। যাই ঘটুক না কেন, আজ রাতের কাজে আপনার গুণের জন্য আপনাকে কোনদিনই পরিতাপ করতে হবে না।

আমরা গিয়ে নির্জনে বসলে সে শুরু করল, "মাত্র কয়েকটি কথা বললেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার ভগ্নিপতিটি পৃথিবীর একজন সেরা মানুষ, প্রেমময় স্বামী, শ্রদ্ধাভাজন পিতা, কিন্তু এমন একটা বংশে তার জন্ম যা পাগলামির কলংকে মসীলিপ্ত। একাধিকবার তারমধ্যে দেখা দিয়েছে নরহত্যার আক্রোশ, সেটা আরও বেশী বেদনাদায়ক এইজন্য যে, যাকে সে সবচাইতে বেশী ভালবাসে তাকেই আক্রমণ করার প্রবণতা তারমধ্যে দেখা দেয়। এই বিবাদ এড়াবার জন্যই ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর আক্রমণের চেষ্টা হল আমার বোন তার স্ত্রীর উপর, আহত হয়ে কোনক্রমে সে বেঁচে গেল, লণ্ডনে তার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখন হয় তো সে ক্ষত আপনার চোখে পড়েছে। একটা কথা মনে রাখবেন, সুবুদ্ধি ফিরে এলে সেসব কিছুই তার মনে থাকে না, তখন যদি তাকে বলা হয় যে যাদের সে এত ভালবাসে তাদেরই আঘাত করে, তাহলে সেকথা সে হেসেই উড়িয়ে দেয়। আপনি তো জানেন, এ রোগের এটাই লক্ষণ; সে যে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে সে-কথা তাকে বোঝানো একেবারেই অসম্ভব।

"অবশ্য আমাদের বড়ই ইচ্ছা ছিল যে রক্তে হাত কলংকিত করা

আগেই তাকে নিয়ন্ত্রণে আনব, কিন্তু সেটা খুবই শক্ত। একলা থাকাই তার স্বভাব, কিছুতেই কোন ডাক্তারের কাছে তাকে নেওয়া যায় নি। তাছাড়া, আমাদের দিক থেকে এটা একান্তই প্রয়োজন ছিল যে একজন ডাক্তার তার উন্মাদ রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এইরকম কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ছাড়া সে তো আপনার-আমার মতই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাগ্যের কথা, এই ধরনের রোগাক্রমণের ঠিক আগে কতকগুলি বিশেষ পূর্ব-লক্ষণ তারমধ্যে প্রকাশ পায়, সেগুলো যেন বিধাতার বিপদ-সংকেত, তাই দেখে আমরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নিতে পারি। তারমধ্যে প্রধান হচ্ছে কপালের স্নায়ুতন্তুর আকুঞ্চন, সেটা তো আপনিও লক্ষ্য করেছেন। পাগলামির আক্রমণের তিন চার দিন আগে এই লক্ষণটা প্রকাশ পায়। সেটা দেখতে পেয়েই তার স্ত্রী একটা ওজুহাত দেখিয়ে শহরে চলে আসে এবং আমার লক স্ট্রীটের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

"তখন আমার কাজ হল স্যার টমাসের পাগলামি সম্পর্কে একজন ডাক্তারের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মানো, তা না হলে তো তাকে সবরকম ক্ষতির বাইরে রাখা অসম্ভব। তখনই মনে পড়ল তার গুবরে পতঙ্গের প্রতি আগ্রহ এবং তার সমরুচির লোকের প্রতি তার ভালবাসার কথা। কাজেই বিজ্ঞাপন দিলাম এবং সৌভাগ্যক্রমে ঠিক যে মানুষটিকে চাই তাকে আপনার মধ্যেই পেয়ে গেলাম। একজন শক্ত সমর্থ সঙ্গীর দরকার ছিল, কারণ আমি জানতাম যে একমাত্র মারাত্মক আক্রমণের ভিতর দিয়েই তার পাগলামিটা প্রমাণ করা সম্ভব, আর একথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আমার ছিল যে আক্রমণটা আমার উপরেই হবে, কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় সে আমাকে প্রগাঢ়ভাবে ভালবাসে। মনে হয়, নিজের বুদ্ধি দিয়েই আপনি বাকিটা বুঝে নিতে পারবেন। আক্রমণটা যে রাতেই হবে সেটা আমি জানতাম না, কিন্তু সেটাই আমার কাছে সম্ভব বলে মনে হয়েছিল, যেহেতু সাধারণত শেষ রাতের দিকেই এসব রোগ চরমে পৌঁছে। আমি নিজে খুবই ভীরু স্বভাবের মানুষ, কিন্তু আমার বোনের জীবন থেকে এই ভয়ংকর বিপদকে দূর করবার আর কোন পথ আমার চোখে পড়ে নি। তার পাগলামির কাগজপত্রে সই করতে আপনি ইচ্ছুক কি না সে প্রশ্ন আর আপনাকে করতে চাই না।"

"নিঃসন্দেহে করব। কিন্তু দুটো স্বাক্ষর তো দরকার।"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি নিজেও একজন ডাক্তারি ডিগ্রিধারী। এখানকার একটা টেবিলেই কাগজপত্রগুলো আছে, কাজেই আপনি যদি দয়া করে এখনই সেগুলোতে সই করে দেন, তাহলে কাল সকালেই আমরা রোগীকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারি।"

সুতরাং 'বিখ্যাত গুবরে পতঙ্গ শিকারী স্যার টমাস রোসিটারের সঙ্গে এই-

ভাবেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল, আর সেটাই আমার জীবনে সাফল্যের সোপানে প্রথম পদক্ষেপ, কারণ সেই থেকেই লর্ড বোসিটার ও লর্ড লিঙ্কমেয়ার আমার গুণগ্রাহী বন্ধু হয়ে উঠেছে তাদের প্রয়োজনকালে তারা কখনই আমার কথা ভুলে যান না। স্যার টমাস এখন মুক্ত শুনেছি তার রোগ সেরে গেছে, কিন্তু আমি এখনও ভাবি যে আবও একটা রাত যদি আমাকে দেলামেয়ার কোর্টে কাটাতে হয় তাহলে আমার দরজায় ভিতর থেকে তালা দিতেই আমি চাইব।

চামড়ার ফোঁদল

The Leather Funnel

আমার বন্ধু লায়নেল ডেকার প্যারিসের এভেন্যু ছ ওয়াগ্রামে বাস করত। তার বাড়িটা ছোট, আর্ক দ্য ত্রায়ম্পে (বিজয় তোরণ) থেকে নীচের দিকে নেমে গেলে বাঁদিকে পড়ে, সামনে লোহার রেলিং ও ঘাসে ঢাকা খানিকটা জমি। আমার মনে হয় বড় রাস্তাটা তৈরি হবার অনেক আগে থেকেই বাড়িটা ওখানে ছিল, কারণ ধূসর টালিগুলোতে ঘন শ্যাওলা পড়েছে, আর জীর্ণ দেয়ালগুলো ছাতা পড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। রাস্তা থেকে বাড়িটাকে খুব ছোট দেখায়, যতদূর মনে পড়ে বাড়ির সামনের দিকে পাঁচটি জানালা আছে, কিন্তু পিছন দিককার একটিমাত্র ঘর বেশ লম্বা। আর সেই ঘরেই ছিল ডেকারের সেই নিগূঢ় অলৌকিক ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও আশ্চর্য সব পুরাবস্তুর সংগ্রহশালা। তার কাছে ছিল নেশার খোরাক আর তার বন্ধুদের কাছে ছিল উপভোগের সামগ্রী। বন্ধুটি বিত্তশালী, রুচি মার্জিত অথচ খামখেয়ালী, নিজের জীবন ও সম্পত্তির অনেকটাই সে ব্যয় করেছে ইহুদি সংহিত, গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও যাদুবিদ্যার এমনসব গ্রন্থের একটি অনবদ্য সংগ্রহ গড়ে তুলতে যার অনেকগুলোই যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনই মূল্যবান। যা কিছু বিস্ময়কর ও বিকট তার প্রতিই তার মনের টান বেশী। শুনেছি অজানাকে নিয়ে তার পরীক্ষা। নিরীক্ষা সভ্যতা ও সৌজন্যের সব সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। ইংরেজ বন্ধুদের কাছে সে কখনও এসব জিনিসের কথা উল্লেখ করে না, তাদের সঙ্গে কথা বলে একজন ছাত্র ও পুরাবস্তু সংগ্রাহকের সুরে কিন্তু তার সমরুচির জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক আমাকে নিশ্চিত করে বলেছে যে, তার ভর্তি বইয়ের সারি ও পুরাবস্তু ভর্তি বাক্সে সাজানো সেই প্রকাণ্ড উঁচু হলটাতে যাদুবিদ্যার অত্যন্ত আপত্তিকর সব অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়েছে।

ডেকারের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে এইসব আত্মা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার তীব্র আগ্রহ যতটা আধ্যাত্মিক তার চাইতে অনেক বেশী বুদ্ধিগত। তার ভারী মুখটাতে সন্ন্যাসের রেখামাত্র নেই, কিন্তু গম্বুজাকৃতি প্রকাণ্ড খুলিটার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে প্রচুর মানসিক শক্তি। পাণ্ডিত্যের চাইতে তার জ্ঞান বেশী, চরিত্রের চাইতে বেশী শক্তি। মাংসল মুখের মধ্যে ঢুকে-থাকা ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখ দুটি বুদ্ধিতে ও জীবনের প্রতি অতৃপ্ত কৌতূহলে ঝিকমিক করছে, কিন্তু সে দুটি চোখ একজন ইন্দ্রিয়াসক্ত আত্মসর্বস্ব মানুষের। কিন্তু মানুষটির কথা থাক, কারণ আজ সে মৃত, বেচারি, যেসময়ে সে নিশ্চিত হল যে মৃত সঞ্জীবনী অমৃত সে আবিষ্কার করতে পেরেছে ঠিক সেইসময়ই তার মৃত্যু হল। তার জটিল চরিত্রের কথা বলতে আমি বসি নি; '৮২ সালের গোড়ার দিকে যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন যে বিচিত্র ব্যাখ্যাতীত ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল সেই কথাই বলতে চাই।

ডেকারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ইংলণ্ডে। যেসময় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের আসিরীয় কক্ষে আমার গবেষণার কাজ করছিলাম তখন সেও চেষ্টা করছিল ব্যাবিলনের শিলালেখগুলির মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় গোপন অর্থ আবিষ্কার করতে, আর দুজনের সেই আগ্রহের মিলই আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিল। আকস্মিক দু-একটা কথা থেকে প্রাত্যহিক আলাপের সূত্রপাত, এবং তার থেকেই বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠা। তাকে কথা দিয়েছিলাম, পরে যখনই প্যারিস যাব তার সঙ্গে দেখা করব। সেই কথামত যখন প্যারিসে গেলাম তখন আমার বাসা ছিল ফঁতেঁব্লুতে একটা কুটিরে, আর যেহেতু সান্ধ্য ট্রেনগুলি খুব সুবিধাজনক নয় সেজন্য রাতটা তার বাড়িতেই কাটিয়ে যেতে সে আমাকে অনুরোধ করল।

ঘরের একটা চওড়া সোফা দেখিয়ে সে বলল, "ঐ একটিমাত্র বাড়তি কোচই আমার আছে; আশাকরি ওতেই তুমি আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে।"

একজনের মত একটা শোবার ঘর, উঁচু দেয়ালজোড়া বাদামী রঙের বইয়ের সারি, আমার মত একজন বই-পোকার কাছে এর চাইতে মনের মত আসবাব আর কিছু হতে পারে না; আর পুরনো বই থেকে যে অস্পষ্ট, ক্ষীণ, ধোঁয়াটে গন্ধ বের হয় আমার নাকের পক্ষে আর কোন গন্ধই তার চাইতে প্রীতিপদ হতে পারে না। তাকে বললাম, এর চাইতে মনোরম ঘর ও সুবিধাজনক পরিবেশ আম চাই না।

চারদিককার তাকের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "ঘরের জিনিসপত্রগুলি সুবিধাজনকও নয়, প্রথাসিদ্ধও নয়। তোমার চারদিকে যেসব জিনিস দেখতে পাচ্ছ তারজন্য আমি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করেছি। পুঁথি, অস্ত্রশস্ত্র, মণিমুক্তা, খোদাইয়ের কাজ, বুটীদার কাপড়, মূর্তি—এখানে

এমন একটি জিনিসও নেই যার একটা ইতিহাস নেই, আর সে ইতিহাস বলার মতই।"

কথা বলতে বলতে সে খোলা অগ্নিকুণ্ডের একপাশে গিয়ে বসল, আর আমি অন্য পাশে। পড়ার টেবিলটা তার ডান দিকে। তার উপরকার জোবালো বাতি থেকে সোনালী আলোর একটা সুস্পষ্ট বৃত্ত তার উপর চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝখানে রয়েছে অর্ধেক জড়ানো একটা তুবার লেখা পাণ্ডুলিপি, আর তার চারপাশে নানারকম বিচিত্র সব পুরাবস্তু। তার মধ্যে ছিল একটা বড় চামড়ার ফোঁদল, মদের পিপে ভর্তি করার জন্য যেরকমটা ব্যবহার করা হয়। দেখে মনে হল ফোঁদলটা কালো কাঠের তৈরি, বিবর্ণ পিতলের পাত দিয়ে কানাটা মোড়া।

আমি বললাম, "জিনিসটা তো অদ্ভুত। ওটার কি ইতিহাস?"

সে বলল, "আঃ, এই প্রশ্নটাই তো আমি নিজেকেও কতবার করেছি। সেটা জানবার জন্য আমি অনেককিছু দিতে রাজী আছি। ওটা হাতে নিয়ে পরীক্ষ করে দেখ।"

তাই করলাম। দেখলাম যাকে আমি কাঠ বলে ভেবেছিলাম সেটা আসলে চামড়া, যদিও শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। ফোঁদলটা বেশ বড়, এক কোয়ার্ট মাল ধরতে পারে। চওড়া মুখের দিকটা ঘুরিয়ে একটা পিতলের পাত লাগানো, কিন্তু সরু দিকটাও ধাতুতে মোড়া।

"এটা দেখে কি মনে হচ্ছে?" ডেকার শুধাল।

আমি বললাম, "মনে হয় এটার মালিক ছিল মধ্যযুগের কোন মদ বা সুরাসার প্রস্তুতকারক। আমি ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর চামড়ার পানপাত্র দেখেছি—সেগুলিকে বলা হত 'ব্ল্যাক জ্যাক'—ঠিক এইরকমই রং এইরকমই শক্ত।"

ডেকার বলল, "আমারও নিশ্চিত ধারণা তারিখটা ওইরকমই হবে, আর নিঃসন্দেহে এটাও মদ ঢালবার জন্যই ব্যবহার করা হত। আমার সন্দেহ যদি ঠিক হয় তাহলে যে মদ প্রস্তুতকারক এটা ব্যবহার করত সে এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ, আর যে পিপেতে মদ ভর্তি করা হত সেটাও ছিল অদ্ভুত। দেখ তো, ফোঁদলের নলের দিকটাতে একটা অদ্ভুত কিছু নজরে পড়ে কি না।"

সেটাকে আলোর সামনে ধরে দেখলাম। চামড়ার ফোঁদলটার সরু গলাও ঠিক উপরকার পিতলের পটিটার ইঞ্চি পাচেক উপরে অনেক আঁচড়ের দাগ, যেন একটা ভোতা ছুরি দিয়ে সেটার উপর কেউ খাঁজ কেটেছে। ফোঁদলটার কালো গায়ে একমাত্র সেই জায়গাটাই এবড়ো-খেবড়ো।

"কেউ এই নলটা কেটে ফেলতে চেষ্টা করেছিল।"

"এটাকে কি কাটা দাগ বলে মনে কর?"

"কাটা-ছেঁড়া করা হয়েছে। যন্ত্রটা যাই ব্যবহার করা হয়ে থাকুক, এ

রকম একটা শক্ত পদার্থের উপর এভাবে দাগ কাটতে বেশ শক্তির দরকার হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়েছে? এটা বলতে পারি যে, তুমি মুখে যা বলছ তার চাইতে অনেক বেশী জান।"

ডেকার হাসতে লাগল: ছোট চোখ দুটিতে অনেককিছু জানার গর্ব ঝিলিক দিতে লাগল।

সে জানতে চাইল, "স্বপ্ন-মনস্তত্ত্ব কি তোমার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত?"

"সেরকম কোন মনস্তত্ত্ব আছে বলেই আমি জানি না।"

"দেখ বাবা, মুক্তোর বাক্সটার উপরকার ঐ যে তাকটা দেখছ ওতে 'আলবার্টাস ম্যাগ্‌নাস' থেকে শুরু করে যত বই ঠাসা রয়েছে তাতে ও বিষয় ছাড়া অন্য কোন আলোচনা নেই। এটাও তো একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞান।"

"হাতুড়েদের বিজ্ঞান।"

"হাতুড়েরাই সবসময় পথ দেখায়। জ্যোতিষ থেকে এসেছে জ্যোতির্বিদ্যা, স্পর্শমণিতত্ত্ব থেকে রসায়ন শাস্ত্র, আর মেস্মর বিদ্যা (Mesmerism) থেকে পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব। গতকালের হাতুড়েই আগামীকালের অধ্যাপক। স্বপ্নেরমত এমন যে সূক্ষ্ম ও পতালক ঘটনা তাও একদিন নিয়ম ও শৃংখলের বাঁধনে ধরা দেবে। সেদিন যখন আসবে তখন ঐ বইয়েব তাকে বন্দী আমার বন্ধুদের গবেষণা আর রহস্যবাদীদের খোরাক থাকবে না, হয়ে উঠবে বিজ্ঞানের ভিত্তি।"

"ধর তাই যদি হয়, তবু স্বপ্ন-বিজ্ঞানেব সঙ্গে একটা বড়, কালো, পিতলের পাত-বসানো ফোঁদলের কি সম্পর্ক?"

'সেটাই বলছি। তুমি জান, আমাব একজন প্রতিনিধি আছে যে সব সময় আমার সংগ্রহশালার জন্য দুষ্প্রাপ্য পুরাবস্তু খোঁজ করে বেড়ায়। কিছু-দিন আগে সে খবর পায়, কোয়ার্তিয়ের লাতিন-এর অন্তর্গত রু মাথুঁর্যার পিছন দিকে অবস্থিত একটা পুরনো বাড়ির কাবার্ডের মধ্যে পাওয়া কিছু পুরনো বাজে মাল জনৈক পুরাবস্তুব্যবসায়ীর হাতে এসে পড়েছে। সেই পুরনো বাড়িটার খাবার ঘরে সাজানো রয়েছে চামড়ার উপর অংকিত কুলচিহ্নের নিদর্শনচিত্র, সৈন্যবিভাগের সম্মানচিহ্ন স্বরূপ বিশেষ অলংকার ও এমনকিছু জিনিস যা নিয়ে অনুসন্ধান করে জানা গেছে সেটা রাজা চতুর্দশ লুইয়ের একজন পদস্থ কর্মচারীর নিকলাস দলা রেনি-র ঢাল। কাজেই কাবার্ডের মধ্যে পাওয়া অন্য জিনিসগুলোও যে ঐ রাজাব প্রথম দিককার সময়ের সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে এ এসব জিনিসই ছিল এই নিকলাস দলা রেণির সম্পত্তি, আর আমি যতদূর জেনেছি সেযুগের কঠোর ড্রাকোনীয় আইনের রক্ষা ও প্রয়োগ ছিল এই ভদ্রলোকের বিশেষ কাজ।"

"তারপর?"

"তোমাকে অনুরোধ করছি, আর একবার এই ফোঁদলটা হাতে নিয়ে ওর উপরের পিতলের পাতটা পরীক্ষা করে দেখ। তার উপর কোন অক্ষর দেখতে পাচ্ছ কি?"

সেটার উপর কিছু দাগ নিশ্চয়ই ছিল, সময়ের ছোয়ায় তা প্রায় মুছে গেছে দেখলে সাধারণভাবে কয়েকটা অক্ষর বলেই মনে হয়, আর শেষ অক্ষরটার সঙ্গে B অক্ষরের কিছুটা মিল আছে।

"এটাকে B বলে মনে করছ তো?"

"তা করছি।"

"আমিও তাই মনে করি। বস্তুত, এটা যে B সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু তুমি যে সম্ভ্রান্ত লোকটির কথা বললে তার আদ্য অক্ষর তো R হওয়া উচিত।"

"ঠিক তাই! সেখানেই তো মজা। এই আশ্চর্য জিনিসটির মালিক সে, অথচ এতে সে খোদাই করিয়েছে অন্যের আদ্য অক্ষর। কেন সে একাজ করেছিল?"

"আমি কল্পনা করতে পারছি না, তুমি পার?"

"দেখ, আমি হয় তো অনুমান করতে পারি। পাতটা বরাবর কিছু দূরে আর একটা জিনিস আঁকা দেখতে পাচ্ছ?"

"মনে হচ্ছে একটা মুকুট।"

"নিঃসন্দেহে একটা মুকুট, কিন্তু উজ্জ্বল আলোয় লক্ষ্য করে দেখলে বুঝতে পারবে এটা সাধারণ মুকুট নয়। এটা নগর-ঘোষকের মুকুট পদমর্যাদার স্মারক চিহ্ন, এতে চারটে মুক্তো ও স্ট্রবেরি পাতা পর পর সাজানো আছে; কোন মার্কুইসের মর্যাদার প্রতীক। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি, যে লোকটির আদ্য-অক্ষর B-তে শেষ হয়েছে সেই এই মুকুট পরবার অধিকারী।"

"তাহলে এই সাধারণ চামড়ার ফোঁদলটা ছিল জনৈক মার্কুইসের সম্পত্তি?"

ডেকারের ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল।

"অথবা মার্কুইসের পরিবারের কোন লোকের সম্পত্তি," সে বলল। "এই পাতাটার লেখা থেকে এ পর্যন্ত আমরা পরিষ্কার জানতে পেরেছি।"

"কিন্তু এ সবের সঙ্গে স্বপ্নের সম্পর্কটা কি?" ডেকারের মুখের দিকে তাকিয়ে, নাকি তার আচরণের কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত থেকে জানি না, সেই গিঁট-পাকানো পুরনো চামড়ার তালটার দিকে চোখ পড়তেই একটা বিতৃষ্ণার অনুভূতি, একটা অকারণ ত্রাস যেন আমাকে অভিভূত করে ফেলল।

তার প্রিয় গুরুমশায়গিরির ভঙ্গীতে আমার সঙ্গীটি বলতে লাগল, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে একাধিকবার আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি। এখন আমি একটা নিয়মই করে ফেলেছি যে, যখনই কোন বিশেষ ব্যাপারে

মনে সন্দেহ জাগে তখনই ঘুমবার সময় সেই বস্তুটিকে পাশে রেখে দেই, আর আশা করি যে একটা কিছু আলোকপাত হবেই। পদ্ধতিটা আমার কাছে খুব দুর্বোধ্য মনে হয় না, যদিও প্রথাসিদ্ধ বিজ্ঞানের আশীর্বাদ এখনও এর কপালে জোটে নি। আমার মতবাদ অনুসারে, কোন বস্তু যদি মানব মনের কোন চরম আবেগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে তাহলে সেই বস্তু এমন একটা পরিমণ্ডল বা অনুষঙ্গকে ধরে রাখবেই যা অন্য কোন স্পর্শকাতর মনে সঞ্চারিত করা সম্ভব। স্পর্শকাতর মন বলতে আমি কোন অস্বাভাবিক মনের কথা বলছি না, আমি বলছি তোমার-আমার মত একটা নিয়ন্ত্রিত ও শিক্ষিত মনের কথা।"

'দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তুমি বলতে চাও যে দেয়ালের ওই তরবারখানাকে পাশে রেখে আমি যদি ঘুমাই তাহলে এমন একটা রক্তক্ষয়ী ঘটনার স্বপ্ন দেখা আমার পক্ষে সম্ভব যে ঘটনায় ঐ তরবারিখানা অংশগ্রহণ করেছিল, এই তো?'

"চমৎকার দৃষ্টান্ত, কারণ বাস্তবক্ষেত্রে ওই তরবারিখানাকে আমি ওই ভাবেই ব্যবহার করেছিলাম, আর স্বপ্নে দেখেছিলাম একটা খণ্ডযুদ্ধে ওর মালিকের মৃত্যু হল, ঘটনাটা ঠিক কখন ঘটেছিল আমি ধরতে পারি নি, তবে ফ্রণ্ডেদের যুদ্ধের সমসাময়িক ঘটনা বলেই আমার মনে হয়েছিল। এটা নিয়ে যদি চিন্তা কর তাহলে দেখবে যে আমাদের কিছু কিছু লৌকিক অনুষ্ঠানে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই ব্যাপারটাকে স্বীকার করেছেন, যদিও জ্ঞানের অহংকারে আমরা এটাকে আজ কুসংস্কারের দলে ফেলে দিয়েছি।"

"যেমন?"

'ধর, বিয়ের কনের বালিশের নীচে পিঠে রেখে দেওয়া হয় যাতে সে ভাল স্বপ্ন দেখে। আমি এবিষয়ে যে ছোট বইটা লিখছি তারমধ্যে অন্যান্য দৃষ্টান্তের সঙ্গে এটারও উল্লেখ দেখতে পাবে। কিন্তু এবার আসল কথায় যাই। একদিন রাতে এই কোদলটাকে পাশে নিয়ে আমি ঘুমিয়েছিলাম, আর এমন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যাতে এটার ব্যবহার ও তৈরির ব্যাপারে একটা আশ্চর্যরকমের আলোকপাত করেছিল।"

"কি স্বপ্ন দেখেছিলে?"

"স্বপ্ন দেখেছিলাম—" সে থামল, তার চোখেমুখে একটা তীব্র আগ্রহ ফুটে উঠল। "ভাভের দাহাই, ভাল কথা মনে পড়েছে তো", সে বলল। "এটা তো সত্যি একটা খুব চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা হবে। মানসিক পরীক্ষার ব্যাপারে তুমি নিজেই তো একটা ভাল আধার- তোমার স্নায়ুর উপর যেকোন ধারণার প্রভাবই অতি অনায়াসে পড়বে।"

"সে ভাবে তো নিজেকে কখনও পরীক্ষা করে দেখিনি।"

"তাহলে আজ রাতেই তোমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা চালাব। তোমার কাছে একটা বড়রকমের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি, আজ রাতে যখন এই

কোচটায় শোবে তখন এই পুরনো ফোঁদলটাকে তোমার বালিশের পাশে নিয়ে ঘুমবে কি ?”

অনুরোধটা আমার কাছে খুবই কিম্ভুত মনে হল, কিন্তু যা কিছু কিম্ভুত, যা কিছু অদ্ভুত তার প্রতি একটা আকর্ষণ তো আমার নিজের জটিল চরিত্রের মধ্যেই আছে। ডেকারের মতবাদে আমার তিলমাত্র বিশ্বাস ছিল না, বা এ ধরনের পরীক্ষার সাফল্যও আমি আশা করি নি, তবু পরীক্ষা ব্যাপারটাই আমার কাছে বেশ মজাদার মনে হয়েছিল। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ডেকার একটা ছোট ত্রিপদী আমার সেটিটার মাথার কাছে টেনে এনে ফোঁদলটা তার উপর রেখে দিল। তারপর সামান্য কিছু কথাবার্তার পরে আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে সে চলে গেল।

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে ধূমপান করতে করতে কিছুটা সময় কেটে গেল, যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল এবং যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে—সেই চিন্তাই মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। আমি বিশ্বাস না করলেও ডেকারের বলার মধ্যে এমন একটা নিশ্চয়তার জোর ছিল যার ফলে এবং আমার এই অসাধারণ পরিবেশ, চারদিকে বিচিত্র বিভীষিকাময় সব জিনিস ঝোলানো এই মস্ত বড় ঘরের মধ্যে শুয়ে আমার মনেও একটা ভাবের সৃষ্টি হল। শেষ পর্যন্ত পোশাক বদলে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ এ পাশ ও-পাশ করে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে যে দৃশ্য আমাকে দেখা দিল তার বিবরণ যথাসম্ভব যথাযথভাবেই দিতে চেষ্টা করছি জাগ্রত দৃষ্টিতে যা কিছু দেখেছি তার চাইতে অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে সে দৃশ্য আজও আমার স্মৃতিতে জেগে আছে।

ঘরটা দেখতে একটা ভূগর্ভ-কক্ষের মত। চার কোণ থেকে ত্রিভূজাকৃতি তিনটি স্তম্ভ উঠে সোজা মিলেছে পেয়ালাকৃতি ছাদের সঙ্গে। স্থাপত্য মোটা দাগের, কিন্তু খুব মজবুত। এটা যে একটা বড় বাড়ির অংশবিশেষ সেটা বোঝা যায়।

লাল কার্পেট পাতা মঞ্চের উপর একসারিতে বসে আছে তিনটি কালো পোশাক পরা মানুষ, মাথায় বিচিত্র উঁচু কালো ভেটের টুপি। বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছে দুটি লম্বা গাউনপরা মানুষ, তাদের হাতে কাগজপত্রে ভর্তি দপ্তর। ডানদিকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে একটি সুন্দরী নারী, হাল্কা নীল রঙের দুটি চোখ তার—যেন কোন শিশুর চোখ। প্রথম যৌবন পেরিয়ে এলেও এখনও তাকে মধ্যবয়স্কা বলা যায় না। শক্ত-সমর্থ চেহারা, আচরণে গর্ব ও প্রত্যয় আভাষিত। মুখখানি বিবর্ণ কিন্তু প্রশান্ত। একটু অদ্ভুত ধরনের মুখ, সুন্দর অথচ মার্জারসদৃশ, ছোট মুখ ও মোটা চোয়ালে একটা নিষ্ঠুরতার আভাষ। পরনে সাদা ঢিলে গাউন। পাশে দাঁড়িয়ে একজন শুকনো চেহারার

পুরোহিত তার কানে কানে কি যেন বলছে আর অনবরত একটা ক্রুশ তার চোখের সামনে তুলে ধরছে। মেয়েটি মাথা ঘুরিয়ে ক্রুশটাকে পেরিয়ে কালো পোশাক পরা লোক তিনটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমার মনে হল, ওরা তিনজন বিচারক।

আমার উন্মুখ দৃষ্টির সম্মুখে লোক তিনটি উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলল। বুঝতে পারলাম যে মাঝখানের লোকটিই কথা বলছে, কিন্তু তার একটা কথাও আমি বুঝতে পারলাম না। তারপর তারা সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কাগজপত্র হাতে লোক দুটিও তাদের অনুসরণ করল। ঠিক সেই মুহূর্তে ভারী কুর্তাপরা কয়েকটি বদখত চেহারার লোক হৈ-হৈ করে প্রথমে কার্পেটটা সরিয়ে নিল, তারপর মঞ্চের কাঠগুলো সরিয়ে নিয়ে ঘরটাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। সেটা সরাবার পরে তার পিছনকার কিছু অদ্ভুত আসবাব চোখে পড়ল। একটা আসবাব দেখতে খাটের মত, তার দুই প্রান্তে কাঠের বোলার ও সেটার দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করার উপযোগী একটা চরকি-কল লাগানো। আর একটা কাঠের ঘোড়া। আরও কিছু অদ্ভুত জিনিস সেখানে ছিল, আর ছিল অনেকগুলো কপিকল থেকে ঝোলানো দড়ি। দেখতে অনেকটা আধুনিক ব্যায়ামশালার মত।

ঘরটা পরিষ্কার করা হয়ে গেলে সেখানে আবির্ভূত হল একটি নতুন মূর্তি। একটি ক্ষীণকায় লম্বা লোক, পরনে কালো পোশাক, অস্থিসার কঠিন মুখ। তাকে দেখেই আমি শিউরে উঠলাম। ছিট-ছিট দাগ লাগা তার তেল চিটচিটে পোশাকটা ঝলমল করছে। ঘরে ঢোকা মাত্রই যেন সবকিছুর কর্তৃত্ব সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে এমনি ধীর, মর্যাদাসম্পন্ন তার পদক্ষেপ। চেহারা যতই কঠোর হোক, পোশাক যতই জঘন্য হোক, এখন থেকে সেই নাটের গুরু, ঘরের অধিকর্তা, সবকিছুরই নির্দেশদাতা। তার বাঁহাতে পাকানো হাল্কা দড়ির একটা কুণ্ডলি। মহিলাটি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকে আপাদমস্তক দেখল, কিন্তু তাতে তার নিজের মুখের কোন পরিবর্তন ঘটল না। সে মুখ প্রত্যয়ে দৃঢ় এমন কি উদ্ধতও। কিন্তু পুরোহিতের মুখটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। তার মুখ অসম্ভব পাণ্ডুর, উঁচু গড়ানে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। প্রার্থনার ভঙ্গীতে দুই হাত উপরে তুলে সে নীচু হয়ে মহিলাটির কানে কানে বেপরোয়াভাবে কি যেন বলে চলেছে।

কালো পোশাকপরা লোকটি এবার এগিয়ে গেল, বাঁ হাত থেকে একটা দড়ি নিয়ে মহিলাটির দুই হাত এক করে বাঁধল। মহিলাটিও দুটি হাত তার দিকে বাড়িয়ে ধরল। তারপর কঠিন মুঠিতে তার হাত ধরে লোকটি তাকে কাঠের ঘোড়াটার কাছে নিয়ে গেল। ঘোড়াটা তার কোমর থেকে একটু উঁচু। মহিলাটিকে তুলে ঘোড়ার উপর শুইয়ে দেওয়া হল, তার মুখটা রইল সিলিং-এর দিকে, ত্রাসে কাঁপতে কাঁপতে পুরোহিত ছুটে ঘর থেকে

বেরিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটির ঠোঁট দুটো দ্রুত নড়তে লাগল ; কিছু শুনতে না পেলেও বুঝতে পারলাম সে প্রার্থনা করছে। ঘোড়ার দুই পাশে তার পা দুটি ঝুলে আছে, আর গুণ্ডাপ্রকৃতির চাকরগুলো তার গোড়ালির সঙ্গে দড়ি বেঁধে অন্য প্রান্তগুলি মেঝের লোহার আংটার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে।

এইসব অশুভ উদ্যোগ-আয়োজন দেখে আমার বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল, তবু সে আতংকের যে একটা আকর্ষণ আছে তাকে এড়াতে পারলাম না। সেই আশ্চর্য দৃশ্য থেকে কিছুতেই চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না। দুই হাতে একটা করে জলের বালতি নিয়ে একটা লোক ঘরে ঢুকলো। তার পিছনে আর একজন এল তৃতীয় বালতিটা নিয়ে। কাঠের ঘোড়ার পাশে সেগুলি রেখে দিল। দ্বিতীয় লোকটির অন্য হাতে ছিল একটা কাঠের বাটি—লম্বা হাতওয়ালা একটা বাটি। কালো পোশাকপরা লোকটির হাতে সে হাতটা তুলে দিল। আর ঠিক সেইসময় বদখত লোকগুলোর একজন হাতে একটা কালোমত জিনিস নিয়ে এগিয়ে এল। স্বপ্নের মধ্যেও সে জিনিসটাকে দেখে আমার বেশ পরিচিত বলে মনে হল। সেটা একটা চামড়ার ফাঁদল। সাংঘাতিক জোরের সঙ্গে সেটাকে সে ঢুকিয়ে দিল—কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। আতংকে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল আমি কুঁকড়ে যেতে লাগলাম, অনেক চেষ্টা করলাম, ঘুম ভেঙে গেল, আর্তনাদ করে নিজের জীবনে ফিরে এলাম, দেখলাম প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ঘরটাতে শুয়ে ভয়ে কাঁপছি, আর জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে উল্টো দিকের দেয়ালে কালো-রুপোলি আল্পনা এঁকেছে। আঃ, কী শান্তি—আবার ফিরে এসেছি ঊনবিংশ শতাব্দীতে—মধ্যযুগীয় সেই ভূগর্ভ-কক্ষ থেকে ফিরে এসেছি সেই জগতে যেখানে মানুষের বুকের মধ্যে হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে। কোচের উপর উঠে বসলাম, সারা শরীর কাঁপছে, মনের মধ্যে যুগপৎ স্বস্তি ও আতংকের আসা যাওয়া। এরকমটা যে ঘটতে পারে—পিশাচরা এমন কাজ করতে পারে অথচ ঈশ্বর তাদের আঘাতে আঘাতে মেরে ফেলে না—এও কি ভাবা যায়। এর সবটাই কি অলীক কল্পনা, নাকি পৃথিবীর ইতিহাসের কোন এক কালো, নিষ্ঠুর সময়ে সত্যি এমন কিছু ঘটেছিল? মাথার ভিতরটা দপ্ দপ্ করতে লাগল, দুই হাতের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিলাম। আর তখনই হঠাৎ মনে হল বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা থেমে গেছে, এত বেশী ভয় পেয়ে গেছি যে চীৎকার করতেও পারছি না। ঘরের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কে যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

আতংকের উপর এই আতংক মানুষের মনকে ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট কোনরকম বিচার করতে পারছি না, প্রার্থনা করতে পারছি না ; শুধু একটা জমাট মূর্তির মত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছি, বড় ঘরটা পার হয়ে একটা কালো

মূর্তি এগিয়ে আসছে। তারপর মূর্তিটা চাঁদের আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল, আমিও আবার নিঃশ্বাস ফেললাম। মূর্তিটা ডেকারের। তার মুখ দেখে মনে হল সেও আমার মতই ভয় পেয়েছে।

"তাহলে তুমি? ঈশ্বরের দোহাই, বল ব্যাপার কি?" ফ্যাঁস-ফেঁসে গলায় সে শুধাল।

"আরে ডেকার, তোমাকে দেখে কী ভালই লাগছে! আমি যেন নরকে নেমে গিয়েছিলাম। সে কী ভয়ংকর।"

"তাহলে তুমিই আর্তনাদ করেছিলে?"

"ঠিক তাই।"

"সে আর্তনাদ সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। চাকররা খুব ভয় পেয়েছে।" দেশলাই জ্বেলে সে বাতিটা ধরাল। অগ্নিকুণ্ডে কয়েকখণ্ড কাঠ ফেলে দিয়ে আবার বলল, "মনে হচ্ছে আবার আগুনটা জ্বালানো দরকার। আরে, তোমার মুখটা যে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন ভূত দেখেছ।"

"সত্যি দেখেছি—বেশ কয়েকটা ভূত।"

"চামড়ার ফোঁদলটা তাহলে কাজ করেছে?"

"যত টাকাই দাও আর আমি ঐ নারকীয় বস্তুটি পাশে রেখে ঘুমাচ্ছি না।"

ডেকার মুচকি হাসল।

বলল, "আশা করেছিলাম তোমার রাতটা বেশ প্রাণবন্ত ও ভালভাবেই কাটবে। এখন দেখছি তুমি আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছ। কারণ সকাল দুটোর সময় ঐ চীৎকার মোটেই সুখকর নয়। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভয়ংকর ব্যাপারটা তুমি আগাগোড়াই দেখেছ।"

"কোন্ ভয়ংকর ব্যাপার?"

"জল যন্ত্রণা—'লি বয় সোলীল'-এর সেই সুন্দর কালে যাকে বলা হত 'অসাধারণ জিজ্ঞাসা'। শেষ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছ কি?"

"না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেটা শুরু হবার আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেল।"

"আঃ! তোমার কপাল ভাল। আমি তৃতীয় বালতি পর্যন্ত দেখেছিলাম। দেখ, গল্পটা পুরনো, এখন তারা সকলেই কবরে শুয়ে আছে, কাজেই কেমন করে তারা সেখানে গেল তাতে আর কি আসে-যায়? কি দেখলে সে সম্পর্কে বোধহয় তোমার কোন ধারণাই নেই?"

"কোন অপরাধীর উপর নির্যাতন। যে শাস্তি স্ত্রীলোকটিকে দেওয়া হল তার অপরাধ যদি তদনুরূপ হয়ে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই একজন ভয়ংকর অপরাধী।"

ড্রেসিং-গাউনটাকে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে অগ্নিকুণ্ডের আরও কাছে ঘেঁসে ডেকার বলল, "দেখ, সেটুকু শান্ত্বনা আমাদের আছে। অপরাধ তার

শাস্তিরই সমানুপাতিক। অবশ্য মহিলাটিকে যদি আমি ঠিক-ঠিক ধরতে পেরে থাকি।"

"কেমন করে তুমি তাকে সঠিক ধরতে পারবে?"

জবাব দেবার জন্য ডেকার তাকের উপর থেকে পুরনো চামড়া-কাগজের একটা বই নামিয়ে আনল।

বলল, "যা বলছি মন দিয়ে শোন। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী ভাষায় লেখা, তবে আমি মোটামুটি তর্জমা করেই বলছি। রহস্যের সমাধান করতে পেরেছি কিনা সেটা তুমিই বিচার করো।"

"পিতা মাস্টাপ ক্রস্ত্র দ্য' অব্রে এবং দুই ভ্রাতা যথাক্রমে সিভিল লেফ্‌টেন্যাণ্ট ও পার্লামেণ্টের কাউন্সেলর এম-এম দ্য' অব্রেকে হত্যার অভিযোগে বন্দিনীকে হাজির করা হল ন্যায়াধীশের আসনে অধিষ্ঠিত গ্র্যাণ্ড চেম্বার ও পার্লামেণ্টের তুর্ণেলেসের সম্মুখে। তাকে দেখে বুঝবার উপায় নেই যে এ ধরনের দুষ্কর্ম সত্যি সে করেছে, কারণ তার মুখখানি কোমল। চেহারা ছোটখাট, চামড়া ফর্সা, চোখ দুটি নীল। তথাপি আদালত তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তার কাছ থেকে সহযোগীদের নাম বের করবার জন্য তাকে এই দণ্ড দিল যে প্রথমে তাকে সাধারণ ও অসাধারণ সব জেরার সম্মুখীন হতে হবে এবং তারপরে একটা গাড়িতে চড়িয়ে 'প্লেস দ্য গ্রেভ'-এ নিয়ে গিয়ে তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে, তার দেহটা পুড়িয়ে দেওয়া হবে, এবং তার ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হবে।"

"এই বিবরণের তারিখ জুলাই ১৬, ১৬৭৬।"

আমি বললাম, "বিবরণ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই নারী যে একই ব্যক্তি তা তুমি কেমন করে প্রমাণ করবে?"

"সে কথাতেই আসছি। জেরার উত্তরে স্ত্রীলোকটির আচরণের কথাও বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে। জল্লাদ যখন তারদিকে এগিয়ে এল তখন তার হাতের দড়ি দেখে সে তাকে চিনতে পারল আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একটি কথাও না বলে সে হাত দুটি তারদিকে বাড়িয়ে দিল।' কি মনে কর?"

"হ্যাঁ, ঠিক সেই ঘটনাই।"

"যে কাঠের ঘোড়াটি এবং আংটাগুলি তার সবগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মুচড়ে দিয়েছে, যন্ত্রণায় তার মুখ থেকে আর্তনাদ বের করেছে। নিসংকোচে সে এক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তার জন্য প্রস্তুত করে রাখা তিন বালতি জলের দিকে চোখ পড়তেই সে একটু হেসে বলল, 'নিশ্চয় আমাকে ডুবিয়ে মারবার জন্যই এইসব জল আনা হয়েছে মঁসিয়। আমার বিশ্বাস, আমার মত একটি ছোটখাট মানুষকে সবটা জল গেলাতে পারবেন একথা নিশ্চয় আপনি ভাবেন নি।' নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণটি পড়ব কি?"

"না, ঈশ্বরের দোহাই, পড়ো না।"

"এই যে বাক্যটি আছে তা থেকে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে এখানে যে দৃশ্যটির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ঠিক সেই দৃশ্যটিই তুমি আজ রাতে দেখেছ। 'তার প্রায়শ্চিত্তাধীন বন্দিনীকে যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে সেটা কল্পনা করতে না পেরে ভাল মানুষ মঠাধ্যক্ষ পাইরো দ্রুত সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।' এবার বিশ্বাস হচ্ছে ?"

"সম্পূর্ণভাবে। এটা যে সেই একই ঘটনা তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু এই যে মহিলাটি যার চেহারা এত আকর্ষণীয় অথচ যার পরিণাম এত ভয়ংকর, সে কে ?"

জবাব দেবার জন্য ডেকার আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার বিছানার পার্শ্ববর্তী টেবিলের উপর বাতিটা রাখল। অপয়া ফোঁদলটাকে তুলে নিয়ে তার পিতলে মোড়া মুখের দিকটা পুরো আলোর দিকে ধরল। এইভাবে দেখার ফলে খোদাই-করা অক্ষরগুলো আগের রাতের চাইতে স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

সে বলল, "আমরা আগেই একমত হয়েছি যে এটা কোন মার্কুইস অথবা মার্কুইস-পত্নীর পরিচয় চিহ্ন। আমরা আরও জেনেছি যে শেষ অক্ষরটি B।"

"নিঃসন্দেহে।"

"এখন আমি বলতে চাই, বাঁদিক থেকে ডানদিকে বাকি অক্ষরগুলো হচ্ছে M. M, একটা ছোট d, A, ছোট d, আর শেষ অক্ষর B,"

"হ্যাঁ, তোমার কথা যে ঠিক সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত। দুটো ছোট ছোট d আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

ডেকার বলল, "আজ রাতে তোমাকে যা পড়ে শোনালাম সেটা মার্কুইস দ্য ব্রাভিলিয়েস-এর পত্নী মারি মাদলেঁ দ্য অব্রের বিচারের সরকারী বিবরণ। মহিলাটি বিখ্যাত বন্দী ও সর্বকালের খুনীদের অন্যতমা।"

ঘটনাটির অসাধারণত্ব এবং যে সুসম্পূর্ণ প্রমাণের সাহায্যে ডেকার ঘটনাটির তাৎপর্যকে তুলে ধরেছে তাতে অভিভূত হয়ে আমি নিঃশব্দে বসে রইলাম। স্ত্রীলোকটির জীবনের অনেক ঘটনা—বল্গাহীন লাম্পট্য, দীর্ঘদিন ধরে রুগ্ন বাবাকে ঠাণ্ডা মাথায় নির্যাতন, ক্ষুদ্র লাভের উদ্দেশ্যে ভাইদের হত্যা - সবকিছুই অস্পষ্টভাবে মনে পড়তে লাগল। আরও মনে পড়ল, জীবনে যে ছিল ভয়ংকরী, জীবনের শেষ পরিণতির সময় তারই অসম সাহসিকতা সেই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছিল, তার ফলে সারা প্যারিসের লোক যারা তাকে নরঘাতিনীরূপে অভিশাপ দিয়ে এসেছে তারাই মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধানে তার শেষ মুহূর্তগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল, শহিদরূপে তাকে আশীর্বাদ করেছিল। একটি আপত্তি, মাত্র একটি, আমার মনে দেখা দিল।

"ফোঁদলটার উপরে সেই মহিলার আদ্য-অক্ষর ও মর্যাদাসূচক প্রতীকচিহ্ন এল কেমন করে ? নিশ্চয়ই বংশমর্যাদার প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে নির্যাতনের যন্ত্রপাতিগুলোর উপরে তাদেরই নাম ও উপাধি তারা খোদাই করে নি ?"

ডেকার বলল, "এই সমস্যাটা নিয়ে আমিও ধাঁধায় পড়েছিলাম, কিন্তু এরও একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে। তৎকালে এই ঘটনাটি জনসাধারণের মনে এত বেশী আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল যে পুলিশের বড়কর্তা লা রেনীর পক্ষে এই ফোঁদলটাকে একটা নির্মম স্মারক হিসাবে রক্ষা করার বাসনা খুবই স্বাভাবিক। ফ্রান্সের একজন মার্কুইস পত্নীর এমন অসাধারণ ভেদা ও নির্যাতন তো সচরাচর ঘটে না। তাই অন্য সব লোকের অবগতির জন্য ফোঁদলটার উপর মহিলাটির আদ্য অক্ষরগুলি খোদাই করে দেওয়াটা তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।"

"আর এটা?" চামড়ার নলটার উপরকার দাগগুলো দেখিয়ে আমি বললাম।

খেতে খেতেই ডেকার বলল, "মহিলাটি ছিলেন সত্যিকারের বাঘিনী। আমি তো মনে করি এটা খুবই স্পষ্ট যে অন্য সব বাঘিনীর মতই তার দন্তপাতিও ছিল যেমন জোরালো তেমনি ধারালো।"

লেডি স্যানক্স-এর কাহিনী

The Case of Lady Sannox

কি সৌখীন মহল, কি বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান— উভয় ক্ষেত্রেই ডগলাস স্টোন ও কুখ্যাত লেডি স্যানক্স-এর সম্পর্কটা অত্যন্ত সুপরিচিত, মহিলাটি সৌখীন মহলের একটি উজ্জ্বল তারকা এবং বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলির খ্যাতিমান পরামর্শদাতাদের অন্যতমা। সুতরাং একদা প্রভাতকালে যখন ঘোষণা করা হল যে মহিলাটি চিরদিনের মত সম্পূর্ণভাবে অবগুণ্ঠনবতী হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ আর কোনদিন তাকে দেখতে পাবে না, তখন স্বভাবতই সর্বত্র একটা ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হল। এই গুজবের সঙ্গে সঙ্গেই যখন নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে ইস্পাত-কঠিন স্নায়ুর অধিকারী বিখ্যাত অস্ত্রোপচারকারী সার্জনটির খানসামা সকাল বেলায় দেখতে পায় যে তার মনিব ব্রীচেসের একদিকে দুটো পা একত্র করে ঢুকিয়ে বিছানার একপাশে বসে মিটমিট করে হাসছে আর তার গুরু মস্তিষ্কটি পরিজভতি টুপির মত হয়ে উঠেছে, তখন যেসব মানুষ কখনও আশা করে নি যে তাদের ক্লান্ত স্নায়ু এত বড় একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে সহ্য করতে পারবে তারাও আগ্রহে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

জীবনের সেরা দিনগুলিতে ডগলাস স্টোন ছিল ইংলণ্ডের অত্যন্ত খ্যাতিমান লোকদের একজন। বস্তুত, সে যে তখন খ্যাতির শিখরে উঠেছে একথাও বলা চলে না। কারণ এই ছোট ঘটনাটির সময় তার বয়স ছিল উনচল্লিশ বছর।

যারা তাকে ভালভাবে চিনত তারাই জানে যে সার্জন হিসাবে খ্যাতিমান হলেও জীবনের আরও ডজনখানেক জীবিকার যেকোন একটিতেও সে অধিকতর দ্রুত গতিতে সাফল্যের শিখরে উঠতে পারত। সৈনিক হিসাবে সে খ্যাতির শিখরে উঠবার পথ করে নিতে পারত, আবিষ্কারক হিসাবে পেত খ্যাতির সন্ধান, আদালতে জোর করে ছিনিয়ে নিতে পারত খ্যাতির শিরোপা, অথবা যন্ত্রবিদ হিসাবে পাথরে ও লোহায় গড়ে নিতে পারত খ্যাতির মূর্তি। বড় হবার জন্যই তার জন্ম, কারণ সে যে পরিকল্পনা করতে পারত তা অন্য কারও সাহসেই কুলোত না। আবার সে এমন কাজ করতে পারত যা অন্য কেউ ভাবতেই পারত না। সার্জারিতে কেউ তার কাছেও ঘেঁসতে পারত না। তার স্নায়ু, তার বিচারশক্তি, তার বোধি, সে এক আলাদা জিনিস। তার হাতের ছুরি বার বার মৃত্যুকে কেটে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তা করতে গিয়ে জীবনের উৎসকেই খুলে দিয়েছে, আর শেষ পর্যন্ত তার সহকর্মীরাও ভয়ে রোগীর মতই ফ্যাকাসে মেরে গেছে। তার কর্মশক্তি, তার দুঃসাহস, তার তেজঃপূর্ণ আত্ম-প্রত্যয় এসব কিছুর স্মৃতি কি আজও মেরিলিবোন রোডের দক্ষিণ থেকে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের উত্তর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ হয়ে নেই?

তার দোষগুলিও তার গুণের মতই চমৎকার, এবং অনেক বেশী মনোহর। তার আয় ছিল প্রচুর, লণ্ডনের সব বৃত্তিজীবী মানুষের মধ্যে উপার্জনের দিক থেকে তার স্থান ছিল তৃতীয়, কিন্তু সে উপার্জনও ছিল তার বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মাপকাঠির অনেক নীচে। তার জটিল চরিত্রের গভীরে ছিল ইন্দ্রিয়াসক্তির একটি প্রবল রক্তবাহী শিরা, আর তার লীলার বেদীমূলে সে উৎসর্গ করেছিল জীবনের সর্বস্বধন। চোখ, কান, স্পর্শ, স্বাদ—এরাই ছিল তার জীবনের নিয়ন্তা। আঙ্গুরলতার গুচ্ছ, বিদেশের বিরল গন্ধদ্রব্য, ইওরোপের সুন্দরতম বাসনপত্রের রং ও গড়ন—এই সবেতেই রূপান্তরিত হল তার চঞ্চলগতি স্বর্ণ-স্রোত। তারপরেই এল লেডি হ্যানক্স-এর প্রতি তার আকস্মিক উন্মাদ আবেগ। দুটি মাত্র দৃষ্টিপাতের আহ্বান ও একটি মাত্র অস্ফুট বাণীর এক ক্ষণিকের সাক্ষাতেই তার অন্তর যেন জ্বলে উঠল। লণ্ডনের সে রমণীয়তমা নারী—তার কাছে একমাত্র নারী। আর ডগলাস স্টোন ছিল লণ্ডনের সুদর্শনতম পুরুষদের অন্যতম, কিন্তু লেডি হ্যানক্স-এর কাছে একমাত্র পুরুষ নয়। সে ভালবাসত নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা, যে পুরুষ তাকে চাইত তাকেই সে করুণা করত। লর্ড হ্যানক্স-এর বয়স মাত্র চল্লিশ হলেও তাকে পঞ্চাশ বছরের মত দেখায়—এটাই তার কারণ হতে পারে, অথবা কার্যও হতে পারে।

এই লর্ডটি ছিল শান্ত, নিঃশব্দ ও নির্বিকার ধরনের মানুষ, পাতলা ঠোঁট, ভারী চোখের পাতা, তার সখ বাগানের, স্বভাব-চরিত্রে পুরোপুরি গৃহস্থ। একসময় তার অভিনয়ের সখ ছিল, এমন কি লণ্ডনের একটা রঙ্গমঞ্চও ভাড়া নিয়েছিল, আর সেখানেই তার প্রথম দেখা হয়েছিল মিস্ মেরিয়ন

ডসন-এর সঙ্গে তার পাণিগ্রহণ করল। নিজের উপাধিতে তাকে ভূষিত করল, দান করল জমিদারির এক-তৃতীয়াংশ। বিয়ের পর থেকেই প্রথম জীবনের সখের প্রতি বিরক্তি দেখা দিল। এমন কি পারিবারিক রঙ্গমঞ্চেও তাকে দিয়ে আর কখনও অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দেওয়ানো গেল না, অথচ সে প্রতিভা যে তার ছিল তার পরিচয় সে আগে অনেকবার দিয়েছে। একটা ছোট কোদাল ও জলের পাত্র হাতে নিয়ে অর্কিড ও ক্রিসান্থিমামের বাগানে ঘুরে বেড়াতেই তার বেশী সুখ।

তার কি সত্যি সত্যি কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, না কি সাহসেরই শোচনীয় অভাব, সেটাই সকলের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিল। তার লেডির চাল-চলনের খবর কি সে রাখে, এবং সেসব মাফ করে চলে, নাকি সে একেবারেই কানা, ভীমরতিগ্রস্ত? আরামদায়ক ছোট ছোট বসবার ঘরে চায়ের আসরে অথবা ক্লাব-ঘরের ধনুকাকৃতি জানালার পাশে এ নিয়ে অনেক আলোচনা চলল। লর্ডের আচরণ নিয়ে খোলাখুলি তিক্ত মন্তব্য করা হল। কেবল একটিমাত্র লোক ছিল তার স্বপক্ষে, আর সেই ছিল ধূমপান ঘরের সবচাইতে নীরব সদস্য। সে নিজের চোখে লর্ডকে দেখেছে একটা ঘোড়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়তে, আর তা থেকে তার মনের উপর একটা ছাপ পড়েছে।

কিন্তু ডগলাস স্টোন যখন প্রিয় হয়ে উঠল তখন লর্ড স্যানক্স-এর জ্ঞান বা অজ্ঞানতা সম্পর্কে সব সন্দেহের চূড়ান্ত অবসান ঘটল। স্টোন সম্পর্কে কোন ফাঁকির অবকাশ ছিল না। উদ্ধত আবেগের সঙ্গে সব সতর্কতা ও সুবিবেচনাকে সে উড়িয়ে দিল। কেলেংকারিটা উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠল। একটি গুণীজন প্রতিষ্ঠান জানিয়ে দিল, সহ-সভাপতির তালিকা থেকে তার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। দুটি বন্ধু তাকে বৃত্তিগত সুনাম রক্ষা করতে অনুরোধ জানাল। তিনজনকেই অভিশাপ দিতে দিতে সে চল্লিশ গিনি খরচ করে একটা বালা কিনে মহিলাটির কাছে চলে গেল। প্রতি সন্ধ্যায় সে মহিলাটির বাড়ি যেত, আর মহিলাটিও প্রতি অপরাহ্ণে তার গাড়ি চেপে বেড়াত। তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে লুকোচুরির কোন চেষ্টা দুজনের একজনও করত না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা ছোট ঘটনায় তারা বাধা পেল।

শীতের এক ভীষণ রাত, যেমন ঠাণ্ডা তেমনই ঝড়ো হাওয়া, শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে চিমনির ভিতর দিয়ে, আছড়ে পড়ছে জানালার শার্সির উপর। বাতাসের প্রতিটি ঝাপ্‌টার সঙ্গে বৃষ্টির ধারা কাঁচের গা বেয়ে সশব্দে ঝরে পড়ছে, আর মুহূর্তের জন্য কার্ণিশ থেকে ঝরে-পড়া জলের একঘেয়ে শব্দকে ঢেকে দিচ্ছে। ডগলাস স্টোন সবে ডিনার শেষ করেছে; সবুজ টেবিলের উপর এক গ্লাস দামী পোর্ট নিয়ে পড়ার ঘরে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আছে। গ্লাসটাকে ঠোঁটের কাছে তুলতে গিয়ে একবার বাতির আলোর

সামনে ধরল, ভিতরে ভাসমান ছোট ছোট তলানির টুকরোগুলোকে দেখতে লাগল শিল্পানুরাগীর চোখ দিয়ে। আগুনের শিখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার সুস্পষ্ট, সুডোল মুখ, বিস্ফারিত ধূসর চোখ, পুরু দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট ও চৌকো চোয়াল; শক্তিতে ও বাস্তবতায় সারা মুখে কিছুটা রোমক চরিত্রের আভাষ। বিলাসবহুল চেয়ারে হেলান দিয়ে সে মাঝে মাঝে হাসতে লাগল। সত্যি খুশি হবার অধিকার তার আছে, কারণ ছয়জন সহকর্মীর পরামর্শকে উপেক্ষা করে আজই সে এমন একটি অস্ত্রোপচার করেছে যে-ধরনেব কাজ আজ পর্যন্ত আর মাত্র দুটি করা হয়েছে, আর তার ফলও হয়েছে আশাতীত ভাল। এরকম একটি দুঃসাহসিক কাজের কথা লণ্ডনের অন্য কোন মানুষ ভাবতেও পারত না, সে কাজ সম্পন্ন করার সাহসও কারও হত না।

কিন্তু সে কথা দিয়েছে সেই সন্ধ্যায়ই লেডি স্যানক্স-এর সঙ্গে দেখা করবে. এদিকে সাড়ে আটটা বেজে গেছে। গাড়ি আনবার হুকুম দিয়ে ঘণ্টার দিকে হাত বাড়াতেই কড়া নাড়ার শব্দ কানে এল। মুহূর্তকাল পরেই হল-এ পায়ের শব্দ ও দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল।

খানসামা বলল, "রোগী দেখার ঘরে একজন রোগী এসেছেন স্যার।"

"নিজের জন্য ?"

"না স্যার; মনে হচ্ছে আপনাকে নিয়ে যেতে চান।"

ডগলাস স্টোন বিরক্ত হয়ে বলল, "অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি যেতে পারব না।"

"এই তার কার্ড স্যার।"

খানসামা একটি সোনাব থালাব উপর কাডটা রাখল, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী থালাটা তার মনিবকে দিয়েছে।

"হামিল আলি, স্মার্না।' হুম! মনে হচ্ছে একজন তুর্কী।"

"হ্যাঁ স্যার। মনে হচ্ছে তিনি বিদেশ থেকে এসেছেন স্যাব। তার অবস্থা সাংঘাতিক।"

"ধ্যুৎ! আমার কাজ আছে। অন্য এক জায়গায় যেতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করব। লোকটিকে ভিতরে নিয়ে এস পিম।"

একটু পরেই খানসামা দরজাটাকে হাট করে খুলে দিয়ে একটি ক্ষুদ্রকায় জীর্ণদেহ লোককে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল; ক্ষীণ দৃষ্টি মানুষের মত সে পিঠটা বাঁকিয়ে মুখটাকে সামনে ঠেলে দিয়ে চোখ মিট-মিট করে এগিয়ে এল। তার মুখটা কালো, চুল ও দাড়ি ঘন কালো। তার এক হাতে লাল ডোরা-টানা সাদা মসলিনের একটা পাগড়ি, অন্য হাতে স্যাময়-চামড়ার একটা ব্যাগ।

খানসামা দরজাটা বন্ধ করে দিলে ডগলাস স্টোন বলল, "শুভ সন্ধ্যা। মনে হচ্ছে আপনি ইংরেজি বলতে পারেন ?"

"হ্যাঁ স্যার। আমি এসিয়া মাইনর থেকে আসছি, কিন্তু ধীরে ধীরে ইংরেজী

বলতে পারি।”

“শুনলাম আপনি আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চান?”

“হ্যাঁ স্যার। আমার খুব ইচ্ছা, আমার স্ত্রীকে আপনি একবার দেখেন।”

“সকালে যেতে পারি, কিন্তু আগে থেকে একজায়গায় যাবার কথা থাকায় আজ রাতে আপনার স্ত্রীকে দেখতে যেতে পারছি না।”

তুর্কীটি অদ্ভুত জবাব দিল। স্যাময়-চামড়ার ব্যাগের মুখের দড়িটাকে একটানে খুলে একরাশ সোনা টেবিলের উপর ঢেলে দিল।

বলল, “এখানে একশ পাউণ্ড আছে, আপনাকে কথা দিচ্ছি একঘণ্টাও লাগবে না। দরজায় আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।”

ডগলাস স্টোন ঘড়ি দেখল। লেডি স্যানকস্ক-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবার পক্ষে একঘণ্টায় খুব বেশী দেরী হবে না। আরও পরেও সে সেখানে গেছে তাছাড়া ফিটাও পাওয়া যাচ্ছে অসাধারণ রকমের বেশী। ইদানীং পাওনাদারর বড়ই চাপ দিতে শুরু করেছে। তাই এরকম একটা সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। সে যাবে।

“রোগটা কি?” সে শুধাল।

“ওঃ, সে বড়ই দুঃখের কথা! বড়ই দুঃখের কথা! আপনি হয় তো ‘আল্‌মোহাদেসের ছুরি’র কথা শোনেন নি?”

“কখনও শুনি নি।”

“সেগুলো একধরনের প্রাচ্যদেশীয় ছুরি, অনেক প্রাচীনকালের আর আকারটাও অদ্ভুত, যাকে আপনারা ঘোড়ার রেকাব বলেন সেইরকম হাতল জানেন তো আমি পুরাবস্তুর ব্যবসা করি, আর সেইজন্যই স্মার্ণা থেকে ইংলণ্ডে এসেছি, পরের সপ্তাহেই ফিরে যাব। অনেক জিনিস নিয়ে এসেছিলাম সঙ্গে করে, এখনও তার কিছু অবশিষ্ট আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার একটি হচ্ছে ঐ ধরনের ছুরি।”

সার্জন বিরক্ত হয়ে বলল, “আমার যে এক জায়গায় যাবার কথা আছে সেটা নিশ্চয় আপনার স্মরণ আছে স্যার, দয়া করে শুধু দরকারী কথাটা বলুন।”

“এখনই বুঝতে পারবেন যে এটাই দরকারী। যে ঘরে আমার মালপত্র থাকে আমার স্ত্রী আজ সেই ঘরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। আর এই অভিশপ্ত আল্‌মোহাদেসের ছুরিতে লেগে তার নীচের ঠোঁটটা কেটে যায়।”

ডগলাস স্টোন দাঁড়িয়ে বলল, “বুঝেছি। আপনি চান আমি তার ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেই?”

“না, না, ব্যাপারটা অনেক বেশী খারাপ।”

“আবার কি?”

“ঐ ছুরিগুলো বিষাক্ত।”

“বিষাক্ত!”

"হাঁ, আর প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন দেশের কোন লোকই বলতে পারে না সেটা কি বিষ আর তার প্রতিকারই বা কি। কিন্তু যতটা যা জানা যায় তা আমিও জানি, কারণ আমার বাবাও এই ব্যবসাতে ছিলেন, আর এই বিষাক্ত অস্ত্রগুলো নিয়ে আমাদের অনেক নাড়াচাড়া করতে হয়েছে।"

"লক্ষণগুলো কি?"

"গভীর ঘুম এবং ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু।"

"আপনি বলতে চান যে কোন প্রতিকার নেই। তাহলে এত মোটা ফি আমাকে দিচ্ছেন কেন?"

"ওষুধে কোন প্রতিকার হবে না, কিন্তু ছুরির সাহায্যে হতে পারে।"

"কেমন করে?"

"বিষটা কাজ করে খুব ধীরে। কয়েকঘণ্টা পর্যন্ত ক্ষতস্থানেই থেকে যায়।"

"তাহলে তো ধুয়ে দিলেই বিষটা চলে যেতে পারে?"

"সাপে কাটলে যতটা যেতে পারে তার চাইতে বেশী নয়। বিষটা যেমন সূক্ষ্ম তেমনই মারাত্মক।"

"তাহলে ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচার করতে হবে?"

"ঠিক ধরেছেন। যদি আঙুলে হয় তো আঙুলটা কেটে ফেল---এই কথাই বাবা সবসময় বলতেন। কিন্তু ক্ষতটা কোথায় হয়েছে ভাবুন, আর তিনি আমার স্ত্রী। কী ভয়ংকর!"

কিন্তু এ ধরনের ভয়ংকর ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয় থাকলে মানুষের সহানুভূতি বেশী পাওয়া যায় না। ডগলাস স্টোনের কাছে এটা একটা আকর্ষণীয় রোগীর ব্যাপার, তাই স্বামীর মৃদু আপত্তিকে সে অবান্তর বিবেচনা করে ঠেলে সরিয়ে দিল।

সংক্ষেপে বলল, "ঐ কাজই করতে হবে, নইলে আর কিছুই করার নেই। একটা জীবন হারানোর চাইতে একটা ঠোঁট হারানো অনেক ভাল।"

"আঁা, হাঁ, আমি বুঝি আপনি ঠিকই বলেছেন। ঠিক আছে, এই যখন কিসমৎ তখন এর মুখোমুখি হতেই হবে। সঙ্গে গাড়ি আছে, আমার সঙ্গে চলুন, যা করার করুন।"

ডগলাস স্টোন টানা থেকে তার ছুরি-কাঁচির বাক্সটা নিল এবং একটা ব্যাণ্ডেজও লিন্ট-কাপড়সহ সেটাকে পকেটে পুরল। লেডি স্যানস্ক-এর সঙ্গে দেখা করতে হলে আর সময় নষ্ট করা চলে না।

ওভারকোটটা তুলে নিয়ে বলল, "আমি তৈরি। এই ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরুবার আগে আপনি কি এক গ্লাস মদ খাবেন?"

সে বলল, "আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি একজন মুসলমান ও পয়গম্বরের খাঁটি অনুগামী। কিন্তু আমাকে বলুন, সবুজ কাঁচের যে বোতলটা আপনি পকেটে ভরলেন সেটা কি?"

"এটা ক্লোরোফর্ম।"

"ওঃ, ওটাও আমাদের কাছে নিষিদ্ধ। এটাও একধরনের মাদকদ্রব্য, ও রকম কোন জিনিস আমরা খাই না।"

"কী! কোনরকম অবেদনিক (anesthetic) ওষুধ ছাড়াই কি আপনার স্ত্রীর দেহে অস্ত্রোপচার করতে দেবেন?"

"আহা, সে বেচারি তো কিছুই বুঝতে পারবে না। এরই মধ্যে সে তো সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে, সেটাই তো এ বিষের প্রথম ক্রিয়া। তাছাড়া, স্মার্ণাব আফিমও তাকে খাইয়ে দিয়েছি। চলে আসুন স্যার, ইতিমধ্যেই একটি ঘণ্টা কেটে গেছে।"

দুজন অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়াল, বৃষ্টির ঝাপ্টা এসে লাগল তাদের মুখে, শ্বেত পাথরের নারীমূর্তির হাতে ঝোলানো হল-ঘরের বাতিটা দপ্ করে নিভে গেল। খানসামা পিম বাতাসের বিরুদ্ধে কাঁধ দিয়ে ঠেলে ভারী দরজাটা বন্ধ করে দিল, আর এই দুটি মানুষ অপেক্ষমান গাড়িটার হলুদ আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই গড়্ গড়্ শব্দে তাদের যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

"অনেক দূরে কি?" ডগলাস স্টোন শুধাল।

"না, না। ইউস্টন রোড থেকে খুব সামান্য কিছুটা নির্জন পথ পার হতে হবে মাত্র।"

সার্জন তার রিপিটার-ঘড়ির স্প্রিং-এ চাপ দিয়ে টুং-টাং শব্দ শুনে বুঝতে পারল ক'টা বেজেছে। সওয়া নটা বাজে। সে মনে মনে বাকি দূরত্বের এবং একটা সাধারণ অস্ত্রোপচার করতে যেটুকু সময় লাগবে তার হিসাব করল। দশটার মধ্যে লেডি স্যানক্স-এর কাছে পৌঁছতেই হবে। কুয়াশা-মলিন জানালার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে গ্যাসের অস্পষ্ট বাতিগুলো নাচতে নাচতে পিছনে সরে যাচ্ছে, কখনও বা দোকানের সামনে কিছুটা চওড়া আলোর রেখা। গাড়ির চামড়ার ছাদের উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে একটানা শব্দ হচ্ছে, জল-কাদার মধ্যে চাকাগুলো কোনরকমে ঘুরে চলেছে। উল্টোদিকে সঙ্গীটির সাদা পাগড়ি ঈষৎ ঝিল্‌মিল্ করছে। সার্জন পকেটে হাত ঢুকিয়ে সূঁচ, ব্যাণ্ডেজ ও সেফ্টি-পিনগুলো ঠিকঠাক করে রাখল, যাতে পৌঁছে আর কোনরকম সময় নষ্ট না হয়। অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে সে মেঝেতে পা বাজাতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত গতি কমিয়ে গাড়িটা থামল। মুহূর্তের মধ্যে ডগলাস স্টোন বেরিয়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে স্মার্ণার বণিকও তার পিছু নিল।

কোচয়ানকে বলে গেল, "তুমি অপেক্ষা করতে পার।"

সংকীর্ণ জঘন্য রাস্তায় একটা বাজে দেখতে বাড়ি। লণ্ডন শহরকে সার্জন ভালই চেনে, অন্ধকারে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই চোখে পড়ল না—দোকান নয়, লোক-চলাচল নয়, শুধু দুই সারি একঘেয়ে চওড়া-মুখ বাড়ি ছাড়া কিছু নেই, বহুদূর প্রসারিত দুই সারি পাথরের টালি বাতির আলোয় চিকচিক করছে, আর দুটো নর্দমার জলস্রোত একযোগে

কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে। সামনের দরজাটা কালো কালো ছিট পড়ে বিবর্ণ দেখাচ্ছে, উপরের ঘুলঘুলির অস্পষ্ট আলোয় বোঝা যাচ্ছে তার উপর কত ধুলো আর ময়লা জমেছে। উপরের শোবার ঘরের একটা জানালা থেকে একটা আবছা হলুদ আলোর রেখা চোখে পড়ছে। বণিক সজোরে কড়া নাড়ল, তারপর কালো মুখটা আলোর দিকে ফেরাতেই ডগলাস স্টোন দেখতে পেল তার মুখটা উৎকণ্ঠায় কুঁচকে গেছে। হুড়কো তুলে মোমবাতি হাতে একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক দরজায় দাঁড়াল, পাকানো হাত দিয়ে সে আলোটাকে বাতাসের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

"সব ভাল তো?" বণিক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

"আপনি যেভাবে রেখে গিয়েছেন তেমনই আছেন স্যার।"

"কোন কথা বলে নি?"

"না, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।"

বণিক দরজা বন্ধ করে দিল, সরু বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডগলাস স্টোন সবিস্ময়ে চারদিকে তাকাতে লাগল, কোন অয়েল-ক্লথ নেই, মাদুর নেই, টুপি রাখার র‍্যাক নেই। সর্বত্রই তার চোখে পড়ল পুরু ধূসর ধুলো আর মাকড়শার জালের ভারী পতাকা। স্ত্রীলোকটির পিছন পিছন ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে তার দৃঢ় পদক্ষেপ নির্জন বাড়িটার সর্বত্র কর্কশ শব্দে ধ্বনিত হতে লাগল। সিঁড়িতে কার্পেটও ছিল না।

শোবার ঘরটা দ্বিতীয় চাতালের উপর। বুড়ি নার্সকে অনুসরণ করে ডগলাস স্টোন সেই ঘরে ঢুকল, তার পিছনে বণিক নিজে। এখানে অন্তত আসবাবপত্র আছে, কিছু বাড়তিই আছে। মেঝেতে ও ঘরের কোণে ইতস্তত ছড়িয়ে ও স্তূপীকৃত হয়ে আছে তুর্কী আলমারি, খোদাই-করা টেবিল, নানা বর্ম চর্ম, বিচিত্র পাইপ ও অদ্ভুত সব অস্ত্র-শস্ত্র। দেয়ালের ব্র্যাকেটের উপর একটি মাত্র ছোট বাতি। সেটাকে নামিয়ে এনে ডগলাস স্টোন বাজে জিনিসপত্রের ভিতর দিয়ে পথ করে কোণের একটা কোচের দিকে হেঁটে গেল। কোচের উপর বোরখা ও ওড়নায় তুর্কী প্রথায় সজ্জিত একটি স্ত্রীলোক শুয়ে আছে। মুখের নীচের দিকটা খোলা। নীচের ঠোঁট বরাবর একটা খাজ-কাটা ক্ষতের দাগ সার্জনের চোখে পড়ল।

তুর্কী ভদ্রলোক বলল, "বোরখাটার জন্য ক্ষমা করবেন। প্রাচ্য দেশে নারীদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকোণ তো আপনি জানেন।"

সার্জন কিন্তু বোরখাটার কথা ভাবছিল না। তার চোখে এ ত আর কোন স্ত্রীলোক নয়, এতো রোগী। নীচু হয়ে সযত্নে সে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করতে লাগল।

বলল, "আক্ষেপের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। যতক্ষণ লক্ষণগুলো প্রকাশ না পায় ততক্ষণ অস্ত্রোপচারটা বন্ধ রাখা যেতে পারে।"

নিয়ন্ত্রণাতীত উত্তেজনায় স্বামীটি দুই হাত মোচড়াতে লাগল।

চেঁচিয়ে বলল, "ওঃ! স্যার, স্যার, সময় নষ্ট করবেন না। আপনি জানেন না। এটা মারাত্মক, আমি জানি বলেই জোর দিয়ে বলছি অস্ত্রোপচার একান্তই দরকারী। একমাত্র একখানা ছুরিই একে বাঁচাতে পারে।"

"তবু আমি অপেক্ষা করতে চাই," ডগলাস স্টোন বলল।

তুর্কী ভদ্রলোক রেগে বলে উঠল, "যথেষ্ট হয়েছে। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রীকে মরতে দিতে পারি না। এখন আমার পক্ষে একমাত্র করণীয় এখানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বড় বেশী বিলম্ব ঘটার আগেই অপর কোন সার্জনকে নিয়ে আসা।"

ডগলাস স্টোন ইতস্তত করতে লাগল। একশ' পাউণ্ড ফিরিয়ে দেওয়াটা সুখকর ব্যাপার নয়। কিন্তু রোগীকে ছেড়ে গেলে তো টাকাটা ফেরৎ দিতেই হবে। আর তুর্কী লোকটির কথাই যদি ঠিক হয়, স্ত্রীলোকটি যদি মারা যায়, তাহলে তো করোনারের সামনে তার অবস্থা হবে হতবুদ্ধিকর।

"এই বিষ সম্পর্কে আপনার কি কোনরকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে?" সে প্রশ্ন করল।

"আছে।"

"আর আপনি নিশ্চিত করে বলছেন যে অস্ত্রোপচার খুবই প্রয়োজন?"

"যা কিছু পবিত্র তার নামে শপথ করেই বলছি।"

"কিন্তু মুখের বিকৃতি হবে ভয়ংকর।"

"মুখটা যে চুমো খাবার মত সুন্দর থাকবে না তা আমি বুঝি।"

ডগলাস স্টোন হিংস্রভাবে লোকটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এ যে পশুর মত কথা। কিন্তু তুর্কীদের কথা ও চিন্তার নিজস্ব ধরণ থাকতে পারে, তা নিয়ে বাক-বিতণ্ডার সময় নেই। ডগলাস স্টোন তার বাক্সের ভিতর থেকে একটা ছুরি বের করল, সেটার ফলাটা খুলে তর্জনী দিয়ে তার ধার পরীক্ষা করল। তারপর বাতিটাকে বিছানার আরও কাছে নিয়ে গেল। বোরখার ফাঁকের ভিতর দিয়ে দুটি কালো চোখ তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখের সবটাই সাদা, চোখের তারা প্রায় দেখাই যায় না।

"আফিমটা বড় বেশী মাত্রায় দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, মাত্রাটা বেশ ভালই দেওয়া হয়েছে।"

সার্জন আবার সেই কালো চোখ দুটির দিকে তাকাল, সে চোখের দৃষ্টিও তার দিকেই স্থিরনিবদ্ধ। চোখ দুটি ভাষাহীন, অনুজ্জ্বল, কিন্তু হঠাৎই সে চোখে একটা ক্ষণিকের ঝিলিক ফুটে উঠল, আর ঠোঁট দুটিও নড়ে উঠল।

"ইনি তো পুরোপুরি অচেতন নন", সে বলল।

"অচেতন অবস্থাতেই ছুরিটা চালালে কি ভাল হত না?"

সার্জেনের মনেও সেই একই চিন্তা উঁকি দিল। ফরসেপ দিয়ে কাটা ঠোঁটটাকে

চেপে ধরে ছুরির ছুটো দ্রুত টানে একটা V আকারের চওড়া টুকরো কেটে বের করে আনল। গর্‌গর্‌ শব্দে চেঁচিয়ে স্ত্রীলোকটি কোচের উপর উঠে বসল। মুখের উপর থেকে আবরণটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এ মুখ সাজনের চেনা। মনে ওঠা উপরের ঠোঁট এবং রক্তাক্ত লালা সত্ত্বেও এ মুখ সে চিনতে পারল। চাপা জায়গায় হাতটা রেখে স্ত্রীলোকটি চীৎকার করতে লাগল। ছুরি ও করসেক হাতে নিয়ে ডগলাস স্টোন কাচের পায়ের দিকটায় বসে পড়ল। ঘরটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। মনে হল তার কানের পিছন দিকে যেন একটা ক্ষতস্থানের সেলাই খুলে যাচ্ছে। পাশে কেউ থাকলে বলত, দুজনের মধ্যে তার মুখটাই বেশী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। যেন স্বপ্ন দেখছে, অথবা দেখছে কোন নাটকের একটি দৃশ্য। সেখানে পরচুলা ভুরু ভদ্রলোকের চুল ও দাড়ি টেবিলের উপর পড়ে আছে আর লর্ড স্যানক্স দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে নিঃশব্দ হাসি। এক্ষণে চীৎকার থেমে গেছে, কাদাবার মাথাটা আবার বালিশের উপর এলিয়ে পড়েছে, কিন্তু ডগলাস স্টোন নিশ্চল হয়ে বসে আছে, আর লর্ড স্যানক্স আপন মনেই নিঃশব্দে মুচকি মুচকি হাসছে।

সে বলে উঠল, "এটা মেরিয়নের পক্ষে খুবই দরকার ছিল—মানে এই অস্ত্রোপচারের কথাই আমি বলছি তবে দরকারটা দৈহিক না, নৈতিক, বুঝলেন তো, নৈতিক।"

ডগলাস স্টোন সামনের দিকে ঝুঁকে বিছানার চাদরের একটা কোণ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। ছুরিটি হাত থেকে ঠং করে নীচে পড়ে গেল, কিন্তু করসেফ ও অন্য জিনিসটা হাতেই রয়ে গেল।

লর্ড স্যানক্স সবিনয়ে বলল, "অনেকদিন থেকেই একটা ছোট দৃষ্টান্ত স্থাপনের ইচ্ছা আমার ছিল। আপনার বুধবারের চিঠিটা ব্যর্থ হয়েছে, সেটা আমার এই পকেট বইটার মধ্যেই আছে। পরিকল্পনামত কাজটা করতে আমাকে কিছুটা কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। ভাল কথা, কোন বিপজ্জনক কিছু নয়, আমার মামা কিং আংটিটা দিয়েই ক্ষতটা সৃষ্টি করা হয়েছে।"

নীরব সঙ্গীটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে তার কোটের পকেটের মধ্যেই ছোট রিভলভারটাকে নাচাতে লাগল। কিন্তু ডগলাস স্টোন এখনও বিছানার চাদরটা নিয়েই নাড়াচাড়া করছে।

লর্ড স্যানক্স বলল, "দেখলেন তো, শেষ পর্যন্ত পূর্ব ব্যবস্থা মত আপনি এখানে ঠিকই এসেছেন।"

এ কথায় ডগলাস স্টোন হাসতে শুরু করল। উচ্চস্বরে অনেকক্ষণ হাসল। কিন্তু লর্ড স্যানক্স এখন হাসছে না। ভয়ের মত একটা কিছুর ফলে তার মুখখানা যেন কঠিন হয়ে উঠল। ঈষৎ হেসে সে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুড়িটা বাইরেই অপেক্ষা করছিল।

"তোমার কর্ত্রীঠাকরুণ জাগলে তার দেখাশোনা করো," লর্ড স্যানক্স বলল।

তারপর সে রাস্তায় নেমে গেল। গাড়িটা দরজায়ই দাঁড়িয়ে ছিল কোচয়ান হাতটা তুলে টুপিতে ছোঁয়াল।

লর্ড স্যানক্স বলল, "জন, তুমি প্রথমে ডাক্তারকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস মনে হচ্ছে, একতলা থেকে তাকে ধরে উপরে তুলতে হবে। তার খানসামাকে বলো, একজন রোগী দেখতে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"তারপর লেডি স্যানক্সকে বাড়ি নিয়ে যেয়ো।"

"আর আপনি স্যার ?"

"ওহো, এখন মাসকয়েক আমার ঠিকানা হবে হোটেল ডি রোমা, ভেনিস। চিঠিপত্র সব পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। স্টিভেন্সকে বলে দিও, আগামী সোমবারে সব লাল ক্রিসান্থিমামগুলোকে যেন প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দেয় এবং ফলাফল আমাকে জানায়।"

ব্রাজিলের বিড়াল

The Brazilian Cat

ব্যয়বহুল রুচি আছে, ভবিষ্যতের অনেক আশা আছে, অভিজাত আত্মীয়স্বজন আছে, অথচ পকেটে পয়সা নেই এবং এমন কোন কাজ নেই যাতে পয়সা উপার্জন করা যায়—যেকোন যুবকের পক্ষে এটা বড়ই মন্দ ভাগ্যের কথা। আসলে আমার বাবা ছিলেন আরামপ্রিয়, আশাবাদী, ভালমানুষ, আর তার দাদা অকৃতদার লর্ড সাদার্টন-এর সম্পত্তি ও উদারতার উপর এতবেশী ভরসা ছিল যে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, তার একমাত্র পুত্র হিসাবে আমাকে জীবিকার জন্য কখনও কাজকর্ম করতেই হবে না। তিনি ভেবেছিলেন, এত বড় সাদার্টন জমিদারিতে যদি আমার একটা চাকরি নাও জোটে, কূটনৈতিক দপ্তরে একটা চাকরি অবশ্যই জুটবে, কারণ সে দপ্তরটা এখনও আমাদের মত সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্যই বিশেষভাবে সংরক্ষিত। তার এই হিসাবটা যে বড় মিথ্যা সেটা বুঝবার আগেই বাবা মারা গেলেন। জেঠামশায় বা সরকার কেউই আমার কথা ভাবল না, অথবা আমার জীবিকার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাল না। আমি যে অটওয়েল ভবনের এবং দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ জমিদারির উত্তরাধিকারী সেকথা স্মরণ করিয়ে দিতে মাঝে মাঝে শুধু উপহার আসত একজোড়া পাখী অথবা একঝুড়ি খরগোস। ইতিমধ্যে একজন অবিবাহিত নাগরিক হিসাবে আমি বাস করতে লাগলাম গ্রসভেনর ম্যানসন্স-এর একটা স্যুইটে; আমার কাজের মধ্যে কাজ শুধু পায়রা শিকার আর হার্লিংহাম-এ পলো খেলা; বড়ই

মাস যেতে লাগল ততই আমার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। সামনে আসন্ন সর্বনাশ, প্রতিদিন সে সর্বনাশের ছবি স্পষ্টতর ও অনিবার্য হয়ে উঠছে।

লর্ড সাদার্টনের প্রভূত সম্পত্তি ছাড়াও আমার অন্য সব আত্মীয়স্বজনরাও বেশ বড়লোক হওয়াতেই আমার দারিদ্র্য যেন আরও বেশী করে মনে লাগত। এইসব আত্মীয়দের মধ্যে নিকটতম হল এভ্রার্ড কিং, আমার বাবার বোন-পো-আমার ভাই, ব্রাজিল-এ দুঃসাহসিক জীবন কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরে নিজের সম্পত্তি নিয়ে বসবাস শুরু করেছে। সে যে কি করে এত টাকা করল আমরা জানি না, কিন্তু দেখেশুনে মনে হয় সে প্রচুর টাকা করেছে, কারণ সাফোক-এর অন্তর্গত ক্লিপ্‌টন-অন্‌-দি-মার্শ-এর নিকটবর্তী গ্রেল্যাণ্ডস্ জমিদারিটা সে কিনে নিয়েছে। ইংলণ্ডে বসবাস শুরু করে প্রথম বছরে সেও কিপ্টে জেঠার মত আমার কোন খোঁজ খবর নিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্মকালের এক সকালে তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে যেমন খুশি হলাম, তেমনই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। চিঠিতে লিখেছে, আমি যেন সেইদিনই রওনা হয়ে গ্রেল্যাণ্ডস্ কোর্ট-এ কিছুদিন কাটিয়ে আসি। সেইসময়ে "দেউলে আদালতে" দীর্ঘদিন কাটাবার আশংকায় আমার দিন কাটছিল, কাজেই এই অঘটন ঈশ্বরের দান হয়েই দেখা দিল। এই অজ্ঞাত আত্মীয়টির সঙ্গে যদি একটা বোঝাপড়া করে নিতে পারি তাহলে হয়তো এখনও বাঁচবার একটা পথ পাব। পারিবারিক সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই সে আমাকে একেবারে উচ্ছন্নে যেতে দিতে পারবে না। খানসামাকে বললাম আমার ব্যাগটা গুছিয়ে দিতে, আর সেদিন সন্ধ্যায়ই ক্লিপ্‌টন-অন-দি-মার্শ-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

ইপ্স্‌উইচ-এ গাড়ি বদল করার পরে ছোট লোকাল ট্রেনটা আমাকে পৌছে দিল একটা জনবিরল ছোট স্টেশনে। চারিদিকে ঢেউ-খেলানো ঘাসে-ঢাকা গ্রামাঞ্চল, দুইদিকে পলি জমে-যাওয়া উঁচু তীরের ভিতর দিয়ে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে একটা ক্ষীণস্রোতা নদী এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। আমাকে নেবার জন্য কোন গাড়ি আসে নি (পরে জেনেছিলাম, আমার টেলিগ্রামটা দেরিতে পৌছেছিল), কাজেই স্থানীয় সরাইখানা থেকে একটা এক-ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলাম। কোচয়ানটি চমৎকার লোক, আমার আত্মীয়টির প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, তার কাছ থেকেই জানলাম, মিঃ এভ্রার্ড কিং ইতিমধ্যেই সে অঞ্চলের একজন নমস্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের নেমন্তন্ন খাইয়েছে, অতিথিদের জন্য বাড়ির দরজা খোলা রেখেছে, দুই হাতে দান খয়রাৎ করছে—এককথায়, তার দাক্ষিণ্যের মাত্রা এতই বেশী যে কোচয়ানটি পর্যন্ত ধরে নিয়েছে যে পার্লামেন্টের সদস্য হবার বাসনা নিশ্চয় তার মনে জেগেছে।

রাস্তার পাশে টেলিগ্রাফের খুঁটিতে একটা ভারি সুন্দর পাখি দেখতে

পাওয়ায় আমার মনোযোগ কোচয়ানের গুণকীর্তন থেকে সেইদিকে আকৃষ্ট হল প্রথমে ভেবেছিলাম একটা "জা" পাখি, কিন্তু এ পাখিটা আরও বড় এব পালকগুলো আরও উজ্জ্বল। সঙ্গে সঙ্গে কোচয়ান জানিয়ে দিল যে যার বাড়িতে আমরা চলেছি সেই ঐ পাখিটাকে এ দেশে আমদানি করেছে। বুঝতে পারলাম, বিদেশ থেকে জীবজন্তু এনে এখানকার আবহাওয়ায় খাপ খাওয়ানো তার একটা নেশা। ... থেকে বেশকিছু পশু পাখি এনে সেগুলিকে ... লালন পালন করার চেষ্টা করছে। গ্লে্যাণ্ডস পার্ক-এর ফটক পার হবার প... এই ... আরও অনেক পাবচ.ই পেলাম। কয়েকটা ছিটছিট ... হরিণ, একধরনের অদ্ভুত বনো শুয়োর, ঝকঝকে পালকওয়ালা ... গায়ক পাখি, একরকমের মার্কিন আর্মাডিলো, খুব মোটা ব্যাঙাচির মত ... একটা অদ্ভুত প্রাণী—আঁকাবাঁকা পথ ধরে যেতে যেতে এমন অনেক জীবজন্তু আমাদের চোখে পড়ল।

আমার অপরিচিত ভাই মি. এভরাড কি নিজেই বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল। অনেক দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই সে বুঝেছিল যে আমি আসছি। তার চেহারা সাদামাঠা, উদারভামাখা, ছোটখাট মজবুত গড়ন, বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, গোলাকার হাসিখুশি মুখ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সূর্যের তাপে বাদামী রং, অজস্র বলীরেখায় আকীর্ণ! খাঁটি উপনিবেশবাসীর মত পরনে সাদা সুতীর পোশাক, ঠোঁটের ফাঁকে একটা চুরুট, মাথার পিছনদিকে ব... পানামা হ্যাট বসানো। এ-ধরনের মূর্তি বারান্দাওয়ালা বাংলোতেই মানা... ভালো। প্রবেশমুখে পাল্লাডিও-স্তম্ভসমন্বিত নিরেট গড়নের ইংলিশ-ধাঁচের এ... প্রশস্ত পাথুরে অট্টালিকার সামনে তাকে যেন বড়ই বেমানান লাগল।

ঘাড়টা বেঁকিয়ে সে হাঁক দিল, "ওগো শুনছ, আমাদের অতিথি এসে গেছে স্বাগত, গ্রেল্যাণ্ডস্-এ তোমাকে স্বাগত জানাই! তোমার সঙ্গে পরিচয়ে... সুযোগ পেয়ে বড় খুশি হলাম মার্শাল ভাই। তুমি যে এখানে এসে আমাদে... এই ঘুমন্ত ছোট পল্লীকে সম্মানিত করেছ এতে আমার প্রতি তোমার অনুরাগ... প্রকাশ পেয়েছে।"

এর চাইতে ভাল ব্যবহার তার কাছ থেকে আশাই করা যায় না; তাই সেইমুহূর্তে আমারও বেশ স্বস্তি বোধ হল। কিন্তু তার ডাক শুনে ... ঢ্যাঙা কুৎসিত স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে এল তার সেই স্ত্রীর আড়ষ্টতা, এমন ... রূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তার এই সহৃদয়তা বোধ হয় একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় ছিল। যদিও মহিলাটি চমৎকার ইংরেজীতেই কথা বলছিল তবু আমার বিশ্বাস সে ব্রাজিলেরই মেয়ে, আর তাই আমাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কথা ভেবেই আমি তার ব্যবহারকে ক্ষমা করে নিলাম। আমি যে গ্রেল্যাণ্ডস্ কোর্ট-এ মোটেই স্বাগত অতিথি নই একথাটা কিন্তু সে তখন বা পরবর্তীকালেও মোটেই গোপন করে নি। মুখে

সে ভদ্রতাই দেখাল, কিন্তু তার দুটি অর্থপূর্ণ কালো চোখে আমি যেন স্পষ্টই পড়তে পারলাম যে প্রথম থেকেই সে আন্তরিকভাবে চাইছে আমি যেন লণ্ডনে ফিরে যাই।

যাই হোক, ঋণের বোঝা তখন আমার ঘাড়ে একেবারে চেপে বসেছে, আর এই ধনী আত্মীয়টির উপর আমার ভরসা তখন এতই বেশী যে তার এই বদরাগী স্ত্রীর জন্য তাকে আমি ভণ্ডুল হতে দিতে পারি না। কাজেই স্ত্রীর শীতল ব্যবহারকে উপেক্ষা করে ভাইয়ের এবং তার সাদর অভ্যর্থনাকেই গ্রহণ করলাম ও তার প্রতিদান দিলাম। আমার আরামের জন্য তার চেষ্টার কোনরকম ত্রুটি নেই। আমার ঘরটি চমৎকার। আমাকে মিনতি করে বলল, আমার সুখের জন্য যে কিছু দরকার সব যেন আমি অসংকোচে তাকে জানাই। একখানা টাকার অংকহীন চেকই যে আমার সুখের পক্ষে যথেষ্ট এ কথাটা জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু তখনই মনে হল, আমাদের পরিচয়ের বর্তমান স্তরে সেটা বলা বড়ই তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। রাতের খাবারের ব্যবস্থাও চমৎকার। খাওয়া শেষ করে আমরা হাভানা চুরুট ও কফি নিয়ে বসলাম। পরবর্তীকালে তার কাছেই শুনেছিলাম কফিটাও তার বাগানে তৈরি। সেই রাতে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হল, কোচম্যান তার যে প্রশংসা শুনিয়েছে সেটা ঠিকই। তার মত উদারহৃদয় ও আতিথিবৎসল লোক আমি আর কখনও দেখি নি।

কিন্তু সদা প্রফুল্ল স্বভাব সত্ত্বেও সে ছিল প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন রাগী মেজাজের মানুষ। পরদিন সকালেই তার একটা নমুনা পেলাম। আমার প্রতি মিসেস এভ্‌বার্ডএর একটা অদ্ভুত বিরূপতা প্রথম থেকেই আমার চোখে পড়েছে কিন্তু প্রাতরাশের সময় তার আচরণ হয়ে উঠল রীতিমত আপত্তিকর স্বামী ঘর থেকে চলে যেতেই তার মনের ভাবটা অভ্রান্তভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

মহিলাটি বলল, "বারোটা কুড়ির ট্রেনটাই দিনের সবচাইতে ভাল ট্রেন।"

"কিন্তু আমি আজ যাবার কথা ভাবছিনা", খোলাখুলি, এমন কি একটু উদ্ধত ভঙ্গীতেই বললাম, কারণ আমি ভেবেই নিয়েছিলাম যে এই স্ত্রীলোকটির তাড়া খেয়ে এখান থেকে পালাব না।

"ওঃ, অবশ্য সেটা যদি আপনার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে" এইটুকু বলেই দুই চোখে একটা বিদ্বেষ ফুটিয়ে তুলে মহিলাটি থেমে গেল।

আমি বললাম, "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমি যদি প্রয়োজনের চাইতে বেশীদিন এখানে থাকি তাহলে মিঃ এভ্‌বার্ড কিংই সেকথা আমাকে বলবেন।"

"কি হল? কি হল?" বলতে বলতে আমার ভাই ঘরে ঢুকল। আমার শেষের কথাগুলি সে শুনতে পেয়েছে, আর আমাদের মুখ দেখেই বাকিটা বুঝতে পারল। মুহূর্তের মধ্যে তার ফোলা-ফোলা খুশিভরা মুখটা তীব্র

হিংস্রতায় জ্বলে উঠল।

"দয়া করে তুমি কি একটু বাইরে যাবে মার্শাল?" সে বলল। (এখানে বলা দরকার যে আমার নাম মার্শাল কিং।")

আমি বেরিয়ে আসতেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। পরমুহূর্তেই শুনতে পেলাম, পুঞ্জীভূত ক্রোধে চাপা গলায় সে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। আতিথেয়তা লংঘনের এই ঘটনাটা তার নরম মনটাকে আঘাত করেছে। আড়িপাতা আমার স্বভাব নয়, তাই আমি লনের দিকে এগিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যেই পিছন থেকে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, মহিলাটি এগিয়ে আসছে, তার মুখ উত্তেজনায় পাণ্ডুর, চোখ দুটি অশ্রুজলে রক্তিম।

চোখ নামিয়ে আমার সামনে দাড়িয়ে সে বলল, "মিঃ মার্শাল কিং, আমার স্বামী বলেছে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে।"

"দয়া করে আর একটি কথাও বলবেন না মিসেস কিং।"

আমার দিকে তাকিয়ে তার কালো চোখ দুটি সহসা জ্বলে উঠল।

"কী বোকা!" উন্মত্ত বিদ্বেষে হিসহিস করে কথাটা বলেই সে দ্রুতপায়ে আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

এই নির্মম, অসহ্য অপমানে হতবাক হয়ে আমি মহিলাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরেই গৃহকর্তা সেখানে এল। আবার সেই আগেকার হাসিখুশি মানুষটি।

বলল, "আশা করি বোকার মত কথা বলার জন্য আমার স্ত্রী তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।"

"ওঃ, হ্যাঁ—হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

আমাকে জড়িয়ে ধরে সে বাগানে পায়চারি করতে লাগল।

বলতে লাগল, "এ ব্যাপারটাকে কোনরকম গুরুত্ব দিও না। তুমি যদি এখানে থাকার সময়টা একঘণ্টাও ছাঁটাই কর তাহলে আমি অবর্ণনীয় কষ্ট পাব। আসল কথা কি জান—আত্মীয়ের মধ্যে কোন কথা গোপন করার কোন কারণ থাকতে পারে না—আমার স্ত্রীটি অবিশ্বাস্য রকমের ঈর্ষাপরায়ণা। আমাদের দুজনের মাঝখানে কোন পুরুষ বা নারী কাউকেই সে সহ্য করতে পারে না। তার আদর্শ বাসস্থান এমন একটা নির্জন দ্বীপ যেখানে আমরা দুজন অনন্তকাল মুখোমুখি বসে কাটাব। এ থেকেই তার আচরণের কারণটা তুমি বুঝতে পারছ, অবশ্য আমি স্বীকার করছি যে এ ব্যাপারে তার আচরণ প্রায় পাগলামিরই সামিল। আমাকে কথা দাও, এ ব্যাপারটা তুমি মনে রাখবে না।"

"না, না, নিশ্চয় রাখব না।"

"তাহলে এই চুরুটটা ধরিয়ে আমার সঙ্গে চল—আমার সখের চিড়িয়াখানাটা দেখবে।"

সারাটা বিকাল কেটে গেল চিড়িয়াখানা দেখে ; বিদেশ থেকে অনেক পাখি, পশু, এমন কি সরিসৃপ এনে সেখানে সে জমা করেছে। কতক ছাড়া রয়েছে, কতক আছে খাঁচায়, আবার কিছু কিছু তো বাড়িতেই রাখা হয়েছে। মহা উৎসাহে সে তার সাফল্য ও পরাজয়, জন্ম ও মৃত্যুর কাহিনী বলতে লাগল, হাঁটতে হাঁটতে যখনই কোন ঝকঝকে পাখি ঘাসের উপর থেকে উড়ে গেল, অথবা কোন বিচিত্র জন্তু আড়ালে চলে গেল, তখনই সে স্কুলের ছেলের মত খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত বাড়ির এককোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত বারান্দা ধরে সে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। বারান্দার শেষ প্রান্তে ঠেলা পাল্লাওয়ালা একটা ভারী দরজা বসানো, তার পাশেই দেয়াল থেকে বের করা একটা লোহার হাতল, আর সেই হাতলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটা চাকা ও একটা পিপে। বারান্দা বরাবর একসারি শক্ত লোহার শিক লাগানো রয়েছে।

সে বলল, "আমার সংগ্রহশালার সেরা জিনিসটি এবার তোমাকে দেখাব। সারা ইওরোপে এ ধরনের জীব আর মাত্র একটিই আছে, কারণ রোটারডাম-এর বাচ্চাটা সম্প্রতি মারা গেছে। এটা ব্রাজিলের বিড়াল।"

"কিন্তু অন্য বিড়াল থেকে এর তফাৎটা কি ?"

সে হেসে বলল, "সেটা এখনই দেখতে পাবে। ওই পাল্লাটা টেনে একটু ভিতরে তাকাবে কি ?"

তাই করলাম, চোখের সামনে একটা মস্ত বড় ফাঁকা ঘর, টালির পাথরে বাঁধানো মেঝে, ওপাশের দেয়ালে গরাদে দেওয়া ছোট ছোট জানালা। ঘরের ঠিক মাঝখানে একঝলক সোনালী রোদের মধ্যে টান-টান হয়ে শুয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড জন্তু, বাঘের মত বড়, কিন্তু আবলুস কাঠের মত কালো ও মসৃণ। ভাল ভাবে লালিত-পালিত খুবই প্রকাণ্ড একটা কালো বিড়াল, অন্য বিড়ালের মতই হলুদে আলোর মাঝখানে কুণ্ডুলি পাকিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। জন্তুটা এতই মনোরম, সবলদেহ, এতই শান্ত ও ভীষণ সুন্দর যে আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না।

"খুব চমৎকার, নয় ?" গৃহকর্তা উৎসাহের সঙ্গে বলল।

অপূর্ব ! এরকম প্রাণী আগে কখনও দেখি নি।"

"অনেকেই একে পুমা অর্থাৎ মার্কিন বাঘ বলে। কিন্তু এটা মোটেই পুমা নয়। লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত ওটার দৈর্ঘ্য প্রায় এগারো ফুট। চার বছর আগে এটা ছিলো কালো লোমের একটা ছোট বলের মত, তাতে দুটো হলুদে চোখ জুল্‌জুল্‌ করে তাকিয়ে থাকত। রিও নেগ্রোর উৎস-মুখের বন্য অঞ্চল থেকে এটাকে যখন কিনেছিলাম তখন একেবারেই সদ্যজাত একটা বাচ্চা। ডজনখানেক লোককে মেরে ফেলবার পরে ওরা এটার মাকে বর্শা বিঁধিয়ে মেরেছিল।"

"এরা তাহলে খুবই হিংস্র ?"

"পৃথিবীর সবচাইতে হিংস্র ও রক্তপিপাসু জীব। দূরবর্তী অঞ্চলের যেকোন

ইণ্ডিয়ানকে ব্রাজিলের বিড়ালের কথা বললেই সে লাফিয়ে উঠবে। এরা মানুষ শিকার করতেই ভালবাসে। ইনি এখনও রক্তের স্বাদ পান নি, কিন্তু একবার সে স্বাদ পেলেই ভয়ংকর হয়ে উঠবে। বর্তমানে একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ এ-ঘরে ঢুকলে ও সহ্য করতে পারে না। এমন কি সহিস বল্ড্উইন পর্যন্ত ওর কাছে যেতে সাহস করে না। আর আমি, আমি তো একাধারে ওর বাবা ও মা।"

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে সে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার গলা শুনেই সেই প্রকাণ্ড নমনীয় জীবটি উঠে দাঁড়াল, হাই তুলল, তারপর গোল,কালো মাথাটাকে আদর করে মনিবের শরীরের সঙ্গে ঘসতে লাগল, আর মনিবও আদর করে তার পিঠটা চাপড়াতে লাগল।

বলল, "টমি এবার খাঁচায় ঢোক!"

দানবীয় বিড়ালটি ঘরের একপাশে হেঁটে গিয়ে একটা ঝাঁঝরির নীচে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। এড্ওয়ার্ড কিং বেরিয়ে এসে পূর্বোল্লেখিত লোহার হাতলটা নিয়ে সেটাকে ঘোরাতে লাগল। তার ফলে বারান্দার লোহার শিকগুলো দেয়ালের একটা ফাঁকডের ভিতর দিয়ে ঢুকে গিয়ে ঝাঁঝরির সামনের দিকটাকে এমনভাবে বন্ধ করে দিল যাতে একটা মজবুত খাঁচা তৈরি হয়ে গেল। সেটা ঠিক হয়ে গেলে সে আর একবার দরজাটা খুলে আমাকে ভিতরে ডাকল। মাংসাশী জন্তুটার উৎকট দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

সে বলল, "এইভাবেই আমরা কাজ চালাই শরীরটাকে নাড়াচড়া করাবার জন্য পুরো ঘরটাই ওকে ছেড়ে দেই, তারপর রাতে এই খাঁচায় আটকে রাখি। বারান্দা থেকে হাতলটা ঘুরিয়েই ওকে বের করে দেওয়া যায়, আবার দেখলেই তো ঠিক সেইভাবেই খাঁচায় ভরেও দেওয়া যায়। না, না, তুমি ও-কাজ করতে যেয়ো না।"

জন্তুটার চকচকে পিঠে হাত বুলিয়ে দেবার জন্য আমি শিকের ভিতর দিয়ে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। সে মুখ গম্ভীর করে হাতটা টেনে সরিয়ে দিল।

"আবার বলছি, ও কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। কল্পনাও করো না যে ওকে নিয়ে আমি যা করতে পারি অন্য কেউ তা পারবে। বন্ধুর ব্যাপারে ও ভারী এক চোখো—তাই না টমি? আঃ, ওর লাঞ্চ আসার শব্দ ও শুনতে পেয়েছে তাই নয় বাপু?"

পাথর-বাঁধানো বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। জন্তুটা লাফ দিয়ে পায়ের উপর দাঁড়াল, ছোট খাঁচার মধ্যে এ দিক ও-দিক হাঁটতে লাগল। হলুদ চোখ দুটো জ্বলছে; করাতের মত একসারি সাদা দাঁতের উপর লাল জিভটা কাঁপতে কাঁপতে ওঠা-নামা করছে। ট্রেতে করে একদাগা মাংস নিয়ে সহিস ঢুকল, শিকের ভিতর দিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে দিল। জন্তুটা আস্তে সেটার উপর লাফিয়ে পড়ে এককোণে নিয়ে গেল; দুই থাবার মধ্যে মাংসটাকে

ধরে সেটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মোচড়াতে লাগল, আর রক্তাক্ত ঠোঁট তুলে বার বার আমাদের দেখতে লাগল। সে দৃশ্য যেমন ভয়ংকর, তেমনই আকর্ষণীয়।

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গৃহকর্তা আমাকে বলল, "ওকে যে আমি এত ভালবাসি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কি বল? বিশেষত যদি ভেবে দেখ যে আমিই ওকে এতটা বড় করে তুলেছি। দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে ভিতর থেকে ওকে এখানে নিয়ে আসা বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু এখানে এসে ও নিরাপদে আছে, সুস্থ আছে, আর আগেই তো বলেছি, সারা ইওরোপে এরকম দ্বিতীয়টি পাবে না। চিড়িয়াখানার লোকেরা তো ওকে নেবে যাবার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে, কিন্তু আমি ওকে ছাড়ব না। আরে, আমার এই নেশার ঝোঁকে তোমাকে বড় বেশী সময় আটকে রেখেছি। এখন চল, টমির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরাও লাঞ্চের জন্য পা বাড়াই।

আমার দক্ষিণ আমেরিকার আত্মীয়টি তার বাগান ও তার বাসিন্দাদের নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত যে তার বাইরে অন্য কোন বিষয়ে যে তার আগ্রহ থাকতে পারে সেটা আমার মনেই হয় নি। কিন্তু তাও আছে, এবং বেশ ভালরকমই আছে, অচিরেই তার প্রমাণও পেলাম তার কাছে প্রত্যহ যত টেলিগ্রাম আসে তার সংখ্যা দেখে। সারাদিনই টেলিগ্রাম আসে, আর অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্বেগের সঙ্গে প্রতিটি টেলিগ্রাম সে নিজের হাতেই খোলে। কখনও ভাবতাম এগুলো ঘোড় দৌড়ের ব্যাপার, আবার কখনও ভাবতাম স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যাপার, কিন্তু ব্যাপার যাই হোক না কেন যেসব জরুরী কাজকর্ম নিয়ে সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে তা যে সাধারণ এব মাঠের ব্যাপার নয় সেটা নিশ্চিত। যে ছটা দিন আমি সেখানে ছিলাম তখন দিনে অন্তত তিন চারটে টেলিগ্রাম এসেছে, কখনও বা সাত আটটাও এসেছে।

এই ছটা দিন এতই ভালভাবে কাটল যে শেষের দিকে ভাইটির সঙ্গে আমার খুব মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। প্রত্যেকদিন আমরা অনেক রাত পর্যন্ত বিলিয়ার্ড রুমে বসে কাটিয়ে দিতাম, সে অনবরত বলে যেত আমেরিকায় তার দুঃসাহসিক অভিযানের সব অসাধারণ কাহিনী—সেসব কাহিনী এতই বেপরোয়া ও সংকট-সংকুল যে আমার সামনেকার এই ছোটখাট হাসিখুশি বাদামী লোকটির সঙ্গে সেগুলিকে জড়ানো খুবই শক্ত ব্যাপার। জবাব হিসাবে আমিও আমার লণ্ডনের জীবনের কিছু কিছু স্মৃতিকথা তাকে শোনালাম, সেগুলো তার এতই ভাল লেগে গেল যে ভাইটি আমাকে কথা দিল, গ্রস্‌ভেনর ম্যানসন্স-এ গিয়ে আমার সঙ্গে কিছুদিন বাস করবে। নগরের দ্রুতগতি জীবনটাকে দেখবার আগ্রহ জাগল তার মনে, আর আমার মুখ থেকে বেরুলেও একথা ঠিক যে এ ব্যাপারে আমার চাইতে ভাল পথ-প্রদর্শক সে আর একজন পাবে না। সেখানে থাকার একেবারে শেষ দিনের আগে তাকে আমার মনের কথাটা জানাতে পারি নি। আমার আর্থিক দুরবস্থার কথা, আসন্ন সর্বনাশের কথা, সবই তাকে খুলে

বললাম, তার পরামর্শ চাইলাম—যদিও পরামর্শের চাইতেও বাস্তব কিছুই আমি তার কাছ থেকে আশা করছিলাম। চুরুটে টান দিতে দিতে মন দিয়ে সব কথা সে শুনল।

বলল, "কিন্তু একথা তো ঠিক যে তুমি আমাদের আত্মীয় লর্ড সাদার্টনের উত্তরাধিকারী ?"

"সেকথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ অবশ্যই আছে, কিন্তু তিনি কানাদনই আমার জন্য একটা স্থান করে দেবেন না।'

'না, না, তার কৃপণ স্বভাবের কথা আমিও শুনেছি। আহা, মার্শাল, তোমার অবস্থা দেখছি খুবই খারাপ। ভাল কথা, লর্ড সাদার্টনের বর্তমান স্বাস্থ্যের কোন খবর কি তুমি রাখ ?

"আমার শৈশব থেকেই তো তার অবস্থা খারাপই দেখে আসছি।

"ঠিক বলেছ—মরচে ধরা কব্জার ব্যাপার আর কি। তোমার উত্তরাধিকার লাভ করতে অনেক দেরি আছে। সত্যি, কী বেকায়দায়ই তুমি পড়েছ'

"আমি অবশ্য আশা করেছিলাম, সব ঘটনা জেনে তুমি যদি কিছু আগাম দিতে'

একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সে বলে উঠল, "উঁহু, এবিষয়ে আর একটি কথাও নয় যাতে এ নিয়ে কথা হবে তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার পক্ষে যা সম্ভব সবই করা হবে।

চলে যাবার সময় এসেছে জেনে আমার দুঃখ হয় নি, কারণ বাড়ির একজন মানুষ সাগ্রহে চাইছে যে আমি চলে যাই—এটা বড়ই অপ্রীতিকর অনুভূতি। মিসেস কিং এর বিবর্ণ মুখ ও ভ্রূকুটিকুটিল চোখ ক্রমেই আমার পক্ষে অসহ্য ঠেকছিল। এখন সে আমার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে না—স্বামীর ভয়েই তা করতে পারে না, কিন্তু উন্মত্ত ঈর্ষার বশে সে আমাকে উপেক্ষা করে চলে, আমার সঙ্গে কথা বলে না, গ্রল্যাণ্ডস্-এ আমার বাসকে যতদূর সম্ভব অপ্রীতিকর করে তুলতে চেষ্টা করে। শেষ দিনটিতে তার ব্যবহার এতদর আপত্তিকর হয়ে উঠেছিল যে সন্ধ্যাবেলায় গৃহস্বামী যদি আমার হৃত সৌভাগ্য পুনরুদ্ধারের আশ্বাস না দিত তাহলে আমি হয়তো তখনই বাড়ি থেকে চলে যেতাম।

ঘটনাটা ঘটল অনেক রাতে সেদিন আত্মীয়টি অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশী টেলিগ্রাম পেয়েছিল বলে ডিনার শেষ করেই তার পড়ার ঘরে চলে গিয়েছিল, আর সেখান থেকে বেরিয়ে এল সকলে ঘুমতে যাবার পরে। রাতের প্রথামত সবগুলো ঘরে তালা লাগিয়ে সে বিলিয়ার্ড-রুমে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার পরনে একটা ড্রেসিং-গাউন, পায়ে গোড়ালি-বিহীন লাল তুর্কী চটি। একটা হাতল-চেয়ারে বসে সে এক গ্লাস জল মেশানো মদে চুমুক দিতে লাগল, জলের তুলনায় মদের পরিমাণ যে অনেক বেশী

ছিল সেটা আমার নজর এড়াল না।

সে বলল, "সত্যি বলছি! কী রাত আজকের!"

সত্যি তাই। বাতাস যেন বাড়িটাকে ঘিরে হাহাকার করে ফিরছে। জাফরি-কাটা জানালাগুলো সশব্দে কাঁপছে। হলুদ বাতির উজ্জ্বলতা ও চুরুটের গন্ধ যেন সেই পরিবেশে আরও উজ্জ্বল, আরও সুগন্ধি হয়ে উঠেছে।

গৃহস্বামী বলল, "এখন এত রাতে এবাড়িতে একান্তে বসে আছি আমরাই দুজন। তোমার সব কথা আমাক খুলে বল, আর আমিও দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি। সব বিবরণ আমি শুনতে চাই।"

উৎসাহিত হয়ে আমি একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি দাখিল করলাম। তাতে বাড়ির মালিক থেকে শুরু করে খানসামা পর্যন্ত আমার যত পাওনাদার আছে সকলের কথাই পরপর বলে গেলাম। আমার পকেট-বইতে সব কথাই টোকা ছিল; তার সাহায্যে আমার যত অব্যবসায়ীসুলভ কাজকর্ম ও বর্তমান শোচনীয় দুরবস্থার কথা বেশ ব্যবসায়ীসুলভ ভঙ্গীতে তার কাছে নিবেদন করলাম। কিন্তু যখন খেয়াল হলো যে আমার সঙ্গীর চোখ দুটি কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা আর তার মন পড়ে রয়েছে অন্য কোথাও, তখন আমি বেশ মুসড়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে যে দু-একটি মন্তব্য সে করল তাও এত অসংলগ্ন ও অবান্তর যে আমার বুঝতে আর বাকি রইল না যে আমার কোন কথাই তার কানে ঢোকে নি। মাঝে মাঝে যেন হঠাৎ চেতনা ফিরে পেয়ে সে আমার কথায় আগ্রহ দেখিয়ে বলল, আমি যেন আর একবার কথাটা বলি বা আরও ভাল করে বুঝিয়ে দেই, কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার সেই অলস স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল। শেষ পর্যন্ত চেয়ার থেকে উঠে সে পোড়া চুরুটটাকে ঝাঁঝরির মধ্যে ফেলে দিল।

তারপর বলল, "তোমাকে আর কি বলব বল। এসব হিসাবপত্র কোন দিনই আমার মাথায় ঢোকে না, সেজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এ সব কিছু একটা কাগজে লিখে মোট কত টাকা হল সেটা আমাকে জানিয়ে দিও। কাগজে-কলমে দেখলে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারব।"

প্রস্তাবটা উৎসাহব্যঞ্জক, তাই রাজী হলাম।

"এবার শুতে যাবার সময় হয়েছে। হায় জোভ, হলের ঘড়িতে যে একটা বাজল।"

ঝড়ের গর্জনের ভিতর দিয়ে ঘড়ির শব্দটা ভেসে এল। বাইরে তখন একটা বড় নদীর জলোচ্ছ্বাসের মত চলেছে ঝড়ের মাতামাতি।

গৃহস্বামী বলল, "শুতে যাবার আগে বিড়ালটাকে একবার দেখে আসতে হবে। ঝড়ো বাতাস বইলে সেটা খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তুমি আসবে কি?"

"নিশ্চয়," আমি বললাম।

"তাহলে আস্তে পা ফেলে চল; কথা বলো না, কারণ সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে।"

বাতির আলোয় আলোকিত পার্শি গালিচা পাতা হল ঘরের ভিতর দিয়ে আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম, দরজা পেরিয়ে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। পাথরের বারান্দাটা অন্ধকারে ঢাকা, একটা আস্তাবলের লণ্ঠন হুকের সঙ্গে ঝোলানো ছিল গৃহস্বামী সেটা নামিয়ে আলো জ্বালাল।

"ভিতরে এস", বলে আত্মীয়টি দরজাটা খুলল

ভিতরে ঢুকতেই একটা গভীর গর্জন শুনে বুঝলাম, ঝড়ের শব্দে জন্তুটি সত্যি উত্তেজিত হয়ে আছে। লণ্ঠনের কাঁপা আলোয় দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড কালো বস্তু খাঁচার এককোণে কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে চুনকাম-করা দেয়ালে তার একটা অদ্ভুত ছায়া পড়েছে। সক্রোধে লেজটাকে নাড়ছে।

লণ্ঠনটা তুলে ধরে জন্তুটার দিকে তাকিয়ে এভারার্ড কি বলল, 'বেচারি টমির মেজাজ ভাল নেই। কেমন একটা কালো শয়তানের মত দেখাচ্ছে, তাই না? ওর মেজাজটা ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। একমুহূর্তের জন্য তুমি লণ্ঠনটা ধরবে কি?'

তার হাত থেকে লণ্ঠনটা নিলাম, সে সিঁড়িতে পা দিল।

বলল, "মাংসের ভাড়ারটা বাইরেই খুব কাছে। একমুহূর্তের জন্য আমাকে ক্ষমা কর।' সে চলে গেলে একটা কর্কশ ধাতব শব্দ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

সেই ছোট্ট শব্দটা শুনেই আমার বুকের ভিতরটা যেন জমে গেল। সহসা আমার উপর দিয়ে একটা আতংকের ঢেউ বয়ে গেল। একটা নারকীয় বিশ্বাসঘাতকতার অস্পষ্ট আভাষ যেন আমাকে ঠাণ্ডা করে ফেলল। একলাফে দরজার কাছে ছুটে গেলাম, কিন্তু ভিতর দিকে কোন হাতলই ছিল না।

চেঁচিয়ে উঠলাম, "কে আছ! আমাকে বাইরে যেতে দাও।"

"ঠিক আছে! মেলা হল্লা করো না!" বারান্দা থেকে গৃহস্বামী বলে উঠল। 'তোমার হাতে তো একটা আলোই রয়েছে।'

"তা আছে। কিন্তু এভাবে তালা বন্ধ হয়ে আমি একা থাকতে চাই না।'

"চাও না বুঝি?" তার মৃদু হাসি আমার কানে এল। "বেশীক্ষণ তোমাকে একা থাকতে হবে না।'

রেগে বললাম, "আমাকে বেরিয়ে যেতে দাও। সত্যি বলছি, এ ধরনের তামাসা আমি পছন্দ করি না।"

"তামাসাই বটে", পুনরায় মুখ টিপে হেসে সে বলল। আর তারপরেই সেই ঝড়ের গর্জনের মধ্যেও আমার কানে এল সেই চরকি-কলের হাতল ঘোরার কেঁচর কেঁচর শব্দ-শব্দ শব্দ আর গর্তের ভিতর দিয়ে লোহার শিকগুলোর বেরিয়ে যাবার ঠং ঠাং শব্দ। হা ভগবান! সে যে ব্রাজিলের বিড়ালটাকে ছেড়ে দিচ্ছে!

লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেলাম, আমার সামনে দিয়ে শিকগুলো ধীরে

ধারে সরে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই শেষের দিকটাতে ফুটখানেক চওড়া একটা ফাঁক দেখা দিয়েছে। আর্তনাদ করে শেষ শিকটাকে চেপে ধরে পাগলের মত শক্তিতে সেটাকে টেনে রাখতে চেষ্টা করলাম। ক্রোধে ও আতংকে তখন আমি সত্যি পাগল হয়ে গেছি। মিনিটখানেক সময় শিকটাকে আমি নিশ্চল করে রাখলাম। আমি জানি সেও সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতলটাতে চাপ দিচ্ছে, আর শেষ পর্যন্ত আমারই পরাজয় ঘটবে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে আমার হাত থেকে শিকটা সরে যাচ্ছে, পাথরের উপর আমার পা হড়কে যাচ্ছে, আর সারাক্ষণ এই অমানুষ রাক্ষসটার কাছে মিনতি জানাচ্ছি, প্রার্থনা করছি, এ ভয়ংকর মৃত্যুর হাত থেকে সে আমাকে রক্ষা করুক। আমার আত্মীয়তার দোহাই দিলাম, স্মরণ করিয়ে দিলাম যে আমি তার অতিথি, তাকে বললাম যে জীবনে কখনও তার কোন ক্ষতি আমি করি নি। কিন্তু তার একমাত্র জবাব এল হাতলের টানাটানির ভিতর দিয়ে। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও তার এক একটি টানের সঙ্গে একটা করে শিক গর্তের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি তখনও শিকটাকে চেপে ধরেই ঝুলে আছি আর খাঁচার সামনে দিয়ে শিকটা আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে, শেষ পর্যন্ত কব্জির ও ছড়ে যাওয়া আঙুলের যন্ত্রণায় সেই হতাশাময় চেষ্টা ছেড়ে দিলাম আমি ছেড়ে দেওয়া মাত্রই সেটা সশব্দে ছুটে গেল, আর একমুহূর্ত পরেই বারান্দায় শুনতে পেলাম তুর্কী চটির খসখস আওয়াজ এবং দূরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর সব চুপচাপ।

জন্তুটা কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে একটুও নড়াচড়া করে নি। এককোণে চুপচাপ পড়ে আছে, লেজটাও নড়ছে না। এই যে একটা মানুষের ছায়ামূর্তি শিকগুলোকে চেপে ধরে আছে আর আর্তনাদ করতে করতে সরে যাচ্ছে তা দেখেই বোধহয় জন্তুটা হতবাক হয়ে গেছে। দেখলাম, বড় বড় চোখ মেলে সেটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শিক চেপে ধরতে গিয়ে আমি লণ্ঠনটা ফেলে দিয়েছিলাম, সেটা তখনও মেঝের উপর পড়ে জ্বলছে। হয়তো লণ্ঠনের আলো আমাকে বাঁচাতে পারবে এই আশায় সেটা তুলে নেবার জন্য এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমি নড়ামাত্রই জন্তুটা একটা হিংস্র গর্জন করে উঠল। আমি থেমে চুপ করে গেলাম, সারা শরীর কাঁপতে লাগল। বিড়ালটা (এরকম একটা ভয়ংকর প্রাণীকে যদি ঐ ঘরোয়া নামে ডাকা যায়) আমার থেকে বড় জোর দশ ফুট দূরে রয়েছে। অন্ধকারে তার চোখ দুটো দুখানি ফস্‌ফরাসের চাকতির মত জ্বলছে। তা দেখে আমি ভয় পেলাম, আবার মোহিতও হলাম। সে চোখ থেকে নিজের চোখ দুটোকে সরাতে পারলাম না। এইসব তীব্র মুহূর্তে প্রকৃতি আমাদের সঙ্গে অনেক বিচিত্র খেলা খেলে থাকে, সেই জ্বলন্ত চোখ দুটি একবার ছোট হচ্ছে, আবার বড় হচ্ছে। চোখ দুটি কখনও দেখাচ্ছে তীব্র উজ্জ্বল দুটি ছোট্ট বিন্দুর মত—সীমাহীন অন্ধকারের বুকে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ যেন—আবার বড় হতে হতে তাদের চলমান অশুভ আলোয় ঘরের একোণ থেকে ও-কোণ আলোকিত হয়ে

উঠছে। তারপর হঠাৎ দুটো চোখের আলোই সম্পূর্ণ নিভে গেল।

জন্তুটা চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। মানুষের দৃষ্টিব প্রভাব অত্যন্ত বেশী বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে সেটা সত্য কিনা আমি জানি না, অথবা সেই প্রকাণ্ড বিড়ালটাব তখন ঘুম পেয়েছিল কিনা তাও জানি না, কিন্তু আসল ঘটনা হল, আমাকে আক্রমণ কবার কোন লক্ষণ তো দূরের কথা, বিড়ালটা তার সামনের দুই থাবার উপর মাথাটা রেখে চুপ করে রইল, মনে হল বুঝিব ঘুমিয়েই পড়েছে। পাছে সে আবার জেগে ওঠে সেই ভয়ে আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু এবাব সেই দুটো অশুভ চোখের দৃষ্টি আমার উপব থেকে সবে যাওয়ায় আমি অন্ততপক্ষে ভালভাবে চিন্তা করতে পাবলাম। এই হিংস্র জন্তুটার সঙ্গে আমি এখানে রাতের মত আটকা পড়েছি। যে শয়তানটা আমাকে এই ফাঁদে ফেলেছে তার কথা ছেড়ে দিলেও আমার সহজ জ্ঞানই আমাকে সতর্ক কবে দিল যে এই জন্তুটি ওর মনিবের মতই অসভ্য। সকাল পর্যন্ত কেমন করে ওটাকে ঠেকিয়ে রাখব? দরজা দিয়ে বের হবার আশা নেই, গরাদে দেওয়া ছোট জানালাগুলোও তাই। পাথর-বাঁধানো ফাঁকা ঘরটার কোথাও কোন আশ্রয় পাবার মত স্থান নেই। সাহায্যের জন্য চীৎকার করা অর্থহীন। আমি জানতাম, এই গহ্বরটা মূল বাড়ির বাইরে অবস্থিত, আর যে বারান্দা-পথে এটা মূল বাড়ির সঙ্গে যুক্ত সেটা অন্তত এক শ' ফুট লম্বা। তাছাড়া বাইরে যেরকম ঝড়ের গর্জন চলেছে তাতে আমার চীৎকার কেউ শুনতে পাবে না। আমার নিজের সাহস ও বুদ্ধিই এখানে একমাত্র ভরসা।

আর তখনই লণ্ঠনটার উপর চোখ পড়ায় আতংকের একটা নতুন স্রোত আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল। মোমবাতিটা পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দপ্ দপ্ করতে শুরু করেছে। দশ মিনিটের মধ্যেই নিভে যাবে। যা কিছু করবার এই দশ মিনিটের মধ্যেই করতে হবে, কারণ একবার যদি অন্ধকারের মধ্যে এই ভয়ংকব জন্তুটার সামনে পড়ি তাহলে আর আমাব কিছুই করার থাকবে না। এই চিন্তাই যেন আমাকে পঙ্গু করে ফেলল। হতাশ দৃষ্টিতে এই মৃত্যু কক্ষের চারিদিকে তাকালাম, হঠাৎ এমন একটা জায়গা চোখে পড়ল যেখানে নিরাপদ হবার আশ্বাস না থাকলেও এই খোলা মেঝের তুলনায় আসন্ন বিপদের আশংকা কিছুটা কম বলেই মনে হল।

আগেই বলেছি, এই খাঁচাটার একটা উপরের অংশ আর একটা সম্মুখের অংশ ছিল। দেয়ালের গর্তের ভিতর দিয়ে যখন সম্মুখের অংশটাকে গুটিয়ে নেওয়া হয় তখনও উপরের অংশটা দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক ইঞ্চি ফাঁকে ফাঁকে লোহার শিক বসিয়ে তার মাঝে মাঝে শক্ত তারের জাল লাগিয়ে উপরের অংশটা তৈরি, দুই দিকে দুটো শক্ত ঠেকনার উপর সেটা দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই এখন ঘরের এককোণে উপুর হয়ে বসে থাকা জন্তুটার মাথার উপরে একটা তারের তৈরি চাঁদোয়ার মতই উপরের অংশটা দাঁড়িয়ে আছে।

এই লোহার তাক আর ছাদের মাঝখানের জায়গাটা দুই-তিন ফুটের মত হবে। কোনরকমে যদি লোহার শিক ও সিলিং-এর মাঝখানের ঐ চাপা জায়গাটায় উঠতে পারি তাহলে মাত্র একদিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকবে। নীচের দিক থেকে, পিছন থেকে ও দুই দিক থেকে আমি নিরাপদ। আক্রমণ হতে পারে একমাত্র সামনের দিক থেকে। একথা ঠিক যে সেখানে আমার আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই, কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে জন্তুটা যখন ঘরময় ঘুরে বেড়াবে তখন অন্তত আমি তার পথের সামনে থাকব না। তাকেই উঠে এসে আমাকে ধরতে হবে। এখনই কাজটা করতে হবে, নইলে আর কখনও হবে না, কারণ আলোটা নিভে গেলে সে কাজটাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। একটা ঢোক গিলে দিলাম লাফ, মাথার উপরকার একটা শিক ধরে ফেললাম এবং হাঁপাতে হাঁপাতে ঝুলতে লাগলাম। একসময় মুখটা নীচের দিকে হতেই চোখ দুটো সোজা গিয়ে পড়ল বিড়ালটার দুটো ভয়ংকর চোখ ও হাঁ করা চোয়ালের দিকে। মলপাত্রের বাষ্পের মত বিড়ালটার দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর এসে পড়ল।

অবশ্য বিড়ালটাকে যত না ক্রুদ্ধ তার চাইতে বেশী কৌতূহলী মনে হল। লম্বা কালো পিঠটাকে ঈষৎ ঢেউ খেলিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, শরীরটাকে টান-টান করল। তারপর পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সামনের একটা থাবা দেয়ালের গায়ে রেখে আর একটা থাবাকে উপরের দিকে তুলে নখগুলোকে আমার নীচেকার তারের জালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। একটা তীক্ষ্ণ সাদা হুক আমার ট্রাউজার ফুঁড়ে ঢুকে গেল—এখানে বলা দরকার যে তখনও আমি সান্ধ্য পোশাকেই ছিলাম—আর আমার হাঁটুতে একটা গভীর কাটা-দাগ বসে গেল। বিড়ালটা আমাকে ঠিক আক্রমণ করতে চায় নি, হয়তো একটা পরীক্ষা করে দেখছিল, কারণ আমি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠতেই সেটা আবার নীচে নেমে গিয়ে ঘরময় ঘুরপাক খেতে লাগল আর বার বার আমার দিকে তাকাতে লাগল। এদিকে আমি আরও পিছনে সরে গিয়ে একেবারে দেয়ালে পিঠ দিয়ে যতটা সম্ভব অল্প জায়গা নিয়ে বসে রইলাম। আমি যতটা দূরে থাকব ততই তার পক্ষে আমাকে আক্রমণ করা কঠিন হবে।

বিড়ালটা ক্রমেই বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল, তার খোঁয়াড়ের মধ্যে নিঃশব্দে আরও জোর পায়ে ঠিক আমার নীচেই ঘুরতে শুরু করল। এত বড় একটা বিশাল বপু প্রাণী প্রায় ছায়ার মত ভেলভেট-নরম পায়ের পাতা ফেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে—দেখতেও কেমন আশ্চর্য লাগছিল। মোম-বাতির আলো কমে এসেছে—এতই কম যে প্রাণীটা প্রায় চোখেই পড়ছে না। তারপরই হঠাৎ জ্বলে উঠে মোমবাতিটা নিভে গেল। অন্ধকারে বিড়ালটার সঙ্গে আমি একা!

যা কিছু করা সম্ভব সবই করা হয়েছে, এ-কথাটা যখন বোঝা যায় তখন

একটা বিপদের সম্মুখীন হওয়া কিছুটা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। চুপচাপ থেকে ফলাফলের অপেক্ষা করা ছাড়া তখন তো আর কিছুই করার থাকে না। এক্ষেত্রে আমি যেখানে ঘাঁটি করেছি সেখানে থাকা ছাড়া আর কোথাও নিরাপত্তার কোন সুযোগ ছিল না। কাজেই নিঃশ্বাস প্রায় আটকে চুপচাপ সেখানেই শুয়ে থাকলাম, মনে আশা, আমি স্মরণ করিয়ে না দিলে জন্তুটা যদি আমার উপস্থিতিটা ভুলে যায়। হিসাব করে মনে হল এখন দুটো বেজে গেছে। চারটেয় ভোর হবে। দিনের আলো ফুটে ওঠার জন্য আর দু' ঘণ্টার বেশী অপেক্ষা করতে হবে না।

বাইরে সমানে ঝড় বয়ে চলেছে, ছোট জানালাগুলোর উপর বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে। ভিতরে বিষাক্ত, পচা বাতাস ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে। বিড়ালটাকে দেখতেও পাচ্ছি না, তার ডাকও শুনতে পাচ্ছি না। অন্য কিছু ভাববার চেষ্টা করলাম—কিন্তু এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে মনকে সরিয়ে নেবার শক্তি শুধু একটি বিষয়েরই আছে। সেটা আমার ভাইয়ের শয়তানীর চিন্তা, তার তুলনাহীন কপটতা, আমার প্রতি তীব্র ঘৃণার চিন্তা। তার হাসিখুশি মাখা মুখের অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক মধ্যযুগীয় খুনীর আত্মা। সেকথা ভাবতে গিয়েই বুঝতে পারলাম কী অদ্ভুত কৌশলের সঙ্গে সব কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য সকলের সঙ্গে সেও যে শুতে গিয়েছিল এটা প্রমাণ করবার মত একটা সাক্ষীও সে নিশ্চয় রেখেছে। তারপর তাদের অজ্ঞাতে লুকিয়ে এসে আমাকে এই খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে সে সরে পড়েছে। সকলকে সে যা বোঝাবে সেটা খুবই সরল। আমার চুরুটটা শেষ করবার জন্য সে আমাকে বিলিয়ার্ড-রুমে রেখে চলে গিয়েছিল। নিজের খেকেই আমি গিয়েছিলাম বিড়ালটাকে আর একবার দেখতে। খাঁচাটা যে খোলা ছিল সেটা লক্ষ্য না করেই আমি ঘরে ঢুকেছিলাম এবং তার ফলেই আটকা পড়ে গিয়েছি। এ অপরাধ তার ঘাড়ে চাপবে কেমন করে? সন্দেহ হয় তো হবে—কিন্তু প্রমাণ, কখনও হবে না!

সেই মারাত্মক দুটি ঘণ্টা কত ধীরে ধীরেই না কাটতে লাগল! একবার একটা নীচু, খস্‌খস্ শব্দ কানে এল, জন্তুটা তার নিজের লোম চাটছে বলে মনে হল। অন্ধকারে সেই সবুজ চোখের আলো বারকয়েক আমার উপর পড়ে আবার তখনই সরে গেল, মনে আশা জাগল, বিড়ালটা হয় তো আমার উপস্থিতির কথা ভুলেই গেছে। অবশেষে জানালা দিয়ে আলোর একটা ক্ষীণ আভাষ দেখা দিল—প্রথমে কালো দেয়ালের উপর দুটো ধূসর চতুষ্কোণ চোখে পড়ল, তারপর ধূসর রং সাদা হল, আর সেই আলোয় আমার ভয়ংকর সঙ্গীকে আবার দেখতে পেলাম। আর হায়! সেও আমাকে দেখতে পেল!

সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, এখন জন্তুটা আগের চাইতে অনেক বেশী বিপজ্জনক ও আক্রমণমুখী হয়ে উঠেছে। সকালের ঠাণ্ডা তাকে বিরক্ত

করে তুলেছে, আর তার ক্ষুধাও পেয়েছে। অনবরত গর্জন করতে করতে সে আমার আশ্রয়স্থলের উল্টো দিকে দ্রুত ঘুরে বেড়াতে লাগল, তার মুখের রোঁয়া রাগে খাড়া হয়ে উঠেছে, আর লেজটা পাকিয়ে পাকিয়ে আছড়ে পড়ছে। কোণগুলোতে ঘুরবার সময় তার হিংস্র চোখ দুটো ভয়ংকর দুরভিসন্ধিতে বার বার আমার দিকেই তাকাচ্ছে। বুঝলাম, এবার সে আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। তথাপি সেই সংকট-মুহূর্তেও সেই শয়তানটার কুটিল সৌন্দর্য, তার দীর্ঘ, আন্দোলিত গতি, শরীরের দুই পাশের চিকন মসৃণতা, আর কুচকুচে কালো ঠোঁটের ভিতর থেকে ঝুলে পড়া চকচকে লাল জিভ—সবকিছুই আমার বড় ভাল লাগল। আর সারাক্ষণই সেই গভীর ভয়াল গর্জন অবিরাম ছন্দে ক্রমেই বাড়তে লাগল। বুঝলাম, সংকট সমাসন্ন।

এইভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া—এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডায়, এই অসুবিধার মধ্যে হাল্কা পোশাকে তারের জালের এই শবশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া বড়ই শোচনীয়। সাহস ফিরে পেতে চেষ্টা করলাম, মনকে এসব কিছুর ঊর্ধ্বে তুলতে চাইলাম, আর সেইসঙ্গে একান্ত বেপরোয়াভাবেই পালাবার একটা পথ খুঁজতে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। খাঁচার সামনের অংশটাকে যদি আবার তার আগেকার জায়গায় ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে তার পিছনে আমি নিশ্চিত আশ্রয় পেতে পারি। ওটাকে টেনে আনা কি আমার পক্ষে সম্ভব? নড়তেও সাহস হচ্ছে না পাছে জন্তুটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধীরে, অতি ধীরে হাতটাকে বাড়িয়ে একসময় দেওয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা শেষ দিকটাকে আঁকড়ে ধরে ফেললাম। কী আশ্চর্য, একটা ঝাঁকি দিতেই সেটা সহজেই বেরিয়ে এল। আবার টানলাম, তিন ইঞ্চি বেরিয়ে এল। শিকগুলো নিশ্চয় চাকার উপর বসানো। আবার টানলাম·· আর তখনই বিড়ালটাও লাফ দিল।

এত দ্রুত, এত আকস্মিকভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল যে আমি দেখতেই পাই নি। শুধু কানে এল একটা হিংস্র গর্জন, আর পরমুহূর্তেই দুটি জ্বলন্ত হলুদ চোখ এবং লাল জিভ ও ঝকঝকে দাঁতসহ তার চ্যাপ্টা কালো মাথাটা আমার একেবারে সামনে এসে হাজির। জন্তুটার ভারে আমার শরীরের নীচেকার শিকগুলো কাঁপতে লাগল, মনে হল লোহার তাকটা বুঝি ভেঙেই পড়বে। মুহূর্তের জন্য বিড়ালটা খাঁচার সঙ্গে ঝুলতে লাগল, তার মাথা ও সামনের থাবা দুটো আমার একেবারে সামনে, পিছনের থাবা দিয়ে জালের একটা প্রান্তকে আঁকড়ে ধরেছে। তারের জালে তার নখ ঘষার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তার নিঃশ্বাস নাকে লাগছে। কিন্তু বিড়ালটা ঠিকমত লাফ দিতে পারেনি। নখ দিয়ে জালটাকে ধরে রাখতে পারল না। রাগে মুখ খিঁচিয়ে পাগলের মত শিকটাকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে নামতে নামতে বিড়ালটা ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে হুংকার দিয়ে সে আমার দিকে ঘুরে

দাঁড়াল ; আর একটা লাফ দেবার জন্য গুঁড়ি মেরে বসল।

বুঝতে পারলাম, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। জন্তুটা অভিজ্ঞতার শিক্ষা পেয়েছে। দ্বিতীয়বার ভুল করবে না। জীবনে বাঁচবার সুযোগ পেতে হলে আমাকে অবিলম্বে নির্ভয়ে কাজ করতে হবে। মুহূর্তের মধ্যে কাজের একটা ছক করে নিলাম। গায়ের কোটটা খুলে বিড়ালটার মাথার উপর ছুঁড়ে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে তাক থেকে লাফিয়ে নেমে পাল্লার সামনের দিকটাকে চেপে ধরে পাগলের মত টানতে টানতে সেটাকে দেয়াল থেকে বের করে আনলাম।

আমি যেরকম আশা করেছিলাম তার চাইতে অনেক সহজেই পাল্লাটা বেরিয়ে এল। সেটাকে চেপে ধরে ঘরের অন্যদিকে ছুটে গেলাম, কিন্তু ছুটতে গিয়ে ভুলক্রমে আমি রয়ে গেলাম বাইরের দিকে। তার উল্টোটা ঘটলে হয়তো অক্ষতদেহেই বেরিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু আসলে যা ঘটল—পাল্লার শেষ প্রান্তে তখনও যেটুকু ফাঁক ছিল তার ভিতর দিয়ে গলে আসবার আগে মুহূর্তের জন্য আমি থেমেছিলাম, আর সেইটুকু সময়ের মধ্যেই জন্তুটা মুখের উপর থেকে কোটটা সরিয়ে ফেলে আমার মুখের উপর লাফিয়ে পড়ল। ফাঁকের ভিতর দিয়ে নিজেকে একরকম ছুঁড়ে দিয়েই আমি পাল্লাটাকে টেনে দিলাম, কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ বাইরে নিয়ে আসার আগেই সে আমার পাটাকে থাবা দিয়ে চেপে ধরল। বাঁটাদার টানে যেমন কাঠের চোকলা উঠে যায় ঠিক তেমনি করেই তার মস্ত থাবার একটানে আমার পায়ের গুলির মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই রক্তাক্ত দেহে আমি নোংরা খড়ের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম, আমার আর জন্তুটার মাঝখানে বন্ধুর মত দাঁড়িয়ে রইল শিকগুলো। জন্তুটা পাগলের মত বার বার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল।

আহত অবস্থায় আমার তখন নড়বার শক্তি নেই, মন এত দুর্বল যে ভয়ের চেতনাও নেই; জীবন্মৃত অবস্থায় শুধু শুয়ে থেকেই জন্তুটাকে দেখতে লাগলাম। ইঁদুর-কলের সামনে বিড়ালছানা যেরকম করে, এই বিড়ালটাও সেইরকম চওড়া কালো বুক দিয়ে শিকগুলোকে চেপে ধরে বাঁকা নখ বাঁকিয়ে আমাকে গেঁথে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। টেনে টেনে আমার পোশাকটা ছিঁড়ে ফেলল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমার শরীরের নাগাল পেল না। বড় বড় মাংসাশী জন্তুর দ্বারা সৃষ্ট আঘাতের ফলে শরীর যে অদ্ভুত রকমের অবশ হয়ে যায় সেকথা শোনা ছিল, কিন্তু এবার ভাগ্যে ছিল তার অভিজ্ঞতা লাভ। তখন আমার ব্যক্তিত্বের সব বোধ আমি হারিয়ে ফেলেছি; যেন একটা খেলা দেখছি। এমনিভাবে আমার মনে হল যে বিড়ালটার পরাজয় অথবা সাফল্যে আমার সমান আগ্রহ। তারপর ধীরে ধীরে আমার মন চলে গেল এক বিচিত্র অস্পষ্ট স্বপ্নের রাজ্যে; সেখানে বার বার ফিরে আসতে লাগল সেই কালো মুখ ও তার লাল জিভ; আর তারপরেই আমি হারিয়ে গেলাম বিকারের সেই নির্বাণের মধ্যে

যেখানে অতি বড় দুঃখী মানুষও খুঁজে পায় পরম শান্তি।

পরবর্তীকালের ঘটনার অনুসরণ করে এই কথা বলেই শেষ করতে চাই যে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। যে কর্কশ ধাতব শব্দ একবার শুনেছিলাম আমার এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পূর্বমুহূর্ত, আর একবার ঠিক সেই শব্দটি শুনেই আমার চৈতন্য ফিরে পেয়েছিলাম। স্প্রিংয়ের তালাটা খুলে যাওয়ায় শব্দটা হয়েছিল। সবকিছু ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পেলাম আমার ভাইয়ের গোল উদার মুখখানি, খোলা দরজা দিয়ে সে উঁকি মেরে দেখছে। যা দেখল তাতে তার অবাক হবারই কথা। বিড়ালটা মেঝেতে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। আমি চিৎ হয়ে পড়ে আছি; শার্টের আস্তিনটা পড়ে আছে খাঁচার মধ্যে, ট্রাউজারটা ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেছে; চারদিকে রক্তের পুকুর। আমি যেন এখনও তার সেই বিস্মিত মুখটা দেখতে পাই। সে আমাকে উঁকি মেরে দেখল, আবার দেখল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে খাঁচার দিকে এগিয়ে এল আমি সত্যি মরে গেছি কি না দেখতে।

তারপর কি ঘটল সঠিক বলতে পারব না। সেধরনের ঘটনাকে দেখা বা তার বর্ণনা করার মত অবস্থা তখন আমার ছিল না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে হঠাৎ আমি দেখলাম, তার মুখটা আমার দিক থেকে সরে গেল—সে তাকিয়ে আছে জন্তুটার দিকে।

"লক্ষ্মী সোনা টমি!" সে চেঁচিয়ে বলল। "লক্ষ্মী সোনা টমি!"

তারপর আমার দিকে পিঠ রেখেই সে শিকগুলোর দিকে সরে এল।

এবার সে হুংকার দিয়ে উঠল, "বসে পড়, বোকা জানোয়ার! বসে পড়, বসে পড়! তুই কি নিজের মনিবকে চিনতে পারছিস না?"

হঠাৎ আমার সেই বিমূঢ় মস্তিষ্কের স্মৃতিতে ভেসে এল তার সেই কথাগুলি যখন সে বলেছিল যে একবার রক্তের স্বাদ পেলে এই বিড়ালই হয়ে ওঠে রাক্ষস। আমার রক্ত সেই স্বাদই দিয়েছে, কিন্তু তার মূল্য দিতে হল আমার ভাইকে।

সে তখন আর্তনাদ করছে, "সরে যা! সরে যা শয়তান! বল্ডুইন! বল্ডুইন! হায় ঈশ্বর!"

তারপরই শুনতে পেলাম সে পড়ে গেল, আবার উঠল, আবার পড়ে গেল একটা বস্তা ফেঁসে যাবার মত শব্দ করে। তার আর্তকণ্ঠ ক্রমেই স্তিমিত হতে হতে একটা যন্ত্রণাদীর্ণ আর্তনাদের মধ্যে হারিয়ে গেল। একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমি যেন দেখলাম, একটা অন্ধ, ছিন্নভিন্ন, রক্তাপ্লুত দেহ ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে। পুনরায় জ্ঞান হবার আগে সেটাই তাকে আমার শেষবারের মত দেখা।

সুস্থ হয়ে উঠতে অনেকদিন লাগল—বস্তুত, সুস্থ হয়ে উঠেছি এ কথাটাই আমি বলতে পারি না, কারণ সেই ব্রাজিলের বিড়ালের সঙ্গে একটা রাত কাটাবার চিহ্ন স্বরূপ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে একটা লাঠি বয়ে বেড়াতে

হবে। কি যে ঘটেছিল তা সহিস বল্ড্‌ইন এবং অন্য চাকররাও বলতে পারে নি। মনিবের মরণ-চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে পৌঁছে তারা আমাকে দেখেছিল শিকের বাইরে, আর তার দেহাবশেষকে—অথবা যেটাকে তারা তার দেহাবশেষ বলে বুঝতে পেরেছিল—দেখেছিল সেই জন্তুটির খাবার মধ্যে যাকে সে এতবড় করে তুলেছিল। গরম লোহা দিয়ে খুঁচিয়ে এবং পরে দরজার ফোঁকরের ভিতর দিয়ে সেটাকে গুলি করে তবে তারা আমাকে উদ্ধার করেছিল। তারাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল আমার শোবার ঘরে, আর সেখানে আমার হবু হত্যা-কারীর বাড়িতেই জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে আমাকে কাটাতে হয়েছিল বেশ কয়েক সপ্তাহ। তারাই ডেকে এনেছিল ক্লিপ্‌টন থেকে একজন সার্জন ও লণ্ডন থেকে একজন নার্স। এক মাসের মধ্যেই কোনরকমে স্টেশন পযন্ত নিয়ে আমাকে পুনরায় পাঠিয়ে দেওয়া হল গ্রস্‌ভেনর ম্যান্‌সন্স-এ।

সেই অসুস্থতার সময়কার একটা কথা আমার মনে আছে। সেটা হয় তো একটি বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের চির-পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলার অন্যতম বলেই গণ্য হতে পারত, কিন্তু সে দৃশ্যটির স্মৃতি আমার মানসপটে অক্ষয় সত্তা হয়ে বিরাজ করছে। একদিন রাতে নার্সের অনুপস্থিতির সুযোগে আমার ঘরের দরজাটা খুলে গিয়েছিল আর ঘন কালো শোক-পোশাক পরিহিতা একটি দীর্ঘাঙ্গী নারী সন্তর্পণে ঢুকেছিল আমার ঘরে। আমার কাছে এগিয়ে এসে সে যখন তার পাণ্ডুর মুখটা নুইয়ে আমাকে দেখতে লাগল তখন নৈশ-বাতিটার অস্পষ্ট আলোয় আমি চিনতে পারলাম, এ সেই ব্রাজিলের নারী যাকে আমার ভাই বিয়ে করে এনেছে। সে একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তার তখনকার সেই সদয় দৃষ্টি আমি আর কখনও দেখি নি।

"আপনি কি জেগে আছেন?" সে জিজ্ঞাসা করল।

আমি আস্তে মাথা নাড়লাম,—কারণ আমি তখনও খুব দুর্বল।

"দেখুন, আমি শুধু বলতে এসেছি যে সব দোষ আপনার। আমি কি আপনার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করি নি? গোড়া থেকেই এ বাড়ি থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তার হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করেছি। আমি জানতাম, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সে আপনাকে এখানে ডেকে এনেছিল। আমি জানতাম সে আপনাকে কখনও ফিরে যেতে দেবে না। আমি তাকে যতটা জানি এমন আর কেউ জানে না; তার হাতে অনেক কষ্ট আমি সয়েছি। আপনাকে সব কথা বলবার সাহস আমার ছিল না। তাহলে সে আমাকে খুন করে ফেলত। কিন্তু আপনার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। ঘটনাচক্রে এখন আপনিই আমার সবচাইতে বড় বন্ধু হয়ে উঠেছেন। আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, আমি জানতাম যে মৃত্যু ছাড়া আমার মুক্তি নেই। এতে যদি আপনি আঘাত পেয়ে থাকেন তো

সেজন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু নিজেকে আমি দোষী ভাবতে পারি না। আমি বলেছিলাম আপনি একটি মূর্খ—সত্যি আপনি মূর্খই ছিলেন।" সন্তর্পণে পা ফেলে সে ঘর থেকে চলে গেল, একটি তিক্ত-হৃদয় অদ্ভুত নারী, আর কখনও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। স্বামীর সম্পত্তি : পেল তাই নিয়েই সে তাব স্বদেশে ফিবে গেল, শুনেছি পরবর্তীকালে সে পার্ণাম্বকো-তে সন্ন্যাসিনী হয়েছে।

লণ্ডনে ফিরে বেশকিছুদিন কাটাবাব পবে ডাক্তাররা জানাল যে এখন আমি কাজকর্ম করতে পারি। এ অনুমতি অবশ্য আমার কাছে খুব স্বাগত ছিল না, কারণ আমার ভয় ছিল যে এবার সংকেত পেয়ে আমার সব পাওনাদাব ছুটে আসবে। কিন্তু সে সুযোগ প্রথম গ্রহণ কবল আমাব উকিল সামার্স।

সে এসেই বলল, "এখন ইওর লর্ডশিপকে অনেকটা ভাল দেখে খুব খুশি হলাম। আমার অভিনন্দন জানাবার জন্য অনেকদিনথেকেই অপেক্ষা কবে আছি।"

"তুমি কি বলছ সামার্স? এটা ঠাট্টাব সময় নয়।"

সে জবাব দিল, "আমি যা বলি ঠিকই বলি। গত ছ' সপ্তাহ যাবৎ তুমি হয়েছ লর্ড সাদার্টন, কিন্তু আশংকা ছিল যে খবরটা জানলে তোমার সুস্থ হয়ে ওঠার পথে বিঘ্ন ঘটতে পারে।"

লর্ড সাদার্টন! লণ্ডনের ধনীশ্রেষ্ঠ লর্ডদের একজন! নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপরই সময়ের কথাটা ভাবতেই মনে হল যে ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক আমার আহত হবার সময়েই।

"তাহলে আমি যখন আঘাত পেয়েছিলাম ঠিক সেই সময়েই লর্ড সাদার্টন মারা গিয়েছেন?"

"ঠিক সেইদিনটিতেই তার মৃত্যু ঘটেছে।" সামার্স কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল। সে খুবই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী লোক, তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকৃত অবস্থাটা সে অনুমান করে নিতে পেরেছে। যেন আমার কথা থেকে কিছু শুনবার অপেক্ষায় সে একমুহূর্ত থামল, কিন্তু এরকম একটা পারিবারিক কুৎসাকে বাইরে প্রকাশ করে কি লাভ হবে আমি বুঝতে পারলাম না।

সেই একই সবজান্তা ভঙ্গীতে সে বলতে লাগল, "হ্যাঁ, খুব অদ্ভুত যোগাযোগই বটে। অবশ্য তুমিও জান যে তোমার ভাই এড্‌ য়ার্ড কিংই ছিল এ সম্পত্তির পরবর্তী উত্তরাধিকারী। তাহলে এই বাঘটা, বা সেটা আর যাই হোক, যদি তার পরিবর্তে তোমাকেই ছিঁড়ে খেত, তাহলে এইমুহূর্তে সেই হত লর্ড সাদার্টন।"

"কোন সন্দেহ নেই," আমি বললাম।

সামার্স বলে উঠল, "আর সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি সে করে নি। আমি খবর পেয়েছি, স্বর্গত লর্ড সাদার্টনের খানসামা তাব কাছ থেকে টাকা খেত, আর লর্ডের শরীরের অবস্থা জানিয়ে কয়েক ঘণ্টা পর পর তাকে টেলিগ্রাম পাঠাত।

তুমি যখন সেখানে গিয়েছিলে এটা ঠিক সেই সময়কার কথা। সে যখন জানত যে সে নিজে প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী নয়, তখন এত খবর জানবার আগ্রহটা কি একটু বিস্ময়কর নয়?"

"খুবই বিস্ময়কর," আমি বললাম। "তাহলে সামার্স, এবার যদি তুমি সবগুলো বিল আর একটা নতুন চেক-বই আমাকে এনে দাও, তাহলে নতুন করে আবার সব বিলি-ব্যবস্থা শুরু করে দিতে পারি।"

তিন প্রতিবেদক

The Three Correspondents

কালো পাথর ও গোলাপী বালু ছড়ানো সেই জনমানবহীন বিরাট প্রান্তরে একটিমাত্র ছোট খেজুর-কুঞ্জ দাঁড়িয়েছিল। উঁচু তীরের উপর পাতা-ছড়ানো খেজুর গাছের সারি, আর নীচে তীব্রবেগে বয়ে চলেছে বাদামী নীল নদের জলধারা, নদীর বুকে ইতস্তত ছড়ানো পাথরকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত ফেনার পাড় সৃষ্টি করে ছুটে চলেছে অ্যাম্বিগোল জলপ্রপাতের দিকে। মাথার উপরে খোলা নীল আকাশের বুক থেকে সূর্যরশ্মি ঠিকরে পড়ছে নীচের বালুরাশির উপর, আবার জ্বলন্ত চুল্লীর ঝলসানো উজ্জ্বলতায় সেই রশ্মি বালুরাশি থেকে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। সূর্য এত উপরে উঠে এসেছে যে অশ্বারোহীদের ছায়াগুলি তাদের দেহের চাইতে একটুও বড় দেখাচ্ছে না।

কপালটা মুছে মর্টিমার চেঁচিয়ে বলল, "হেই! হামামে গিয়ে এটুকুর জন্যই তোমাকে পাঁচ শিলিং দিতে হবে।"

স্কট বলল, "যথার্থ। কিন্তু একটা ফিল্ড-গ্লাস ও একটা রিভলভার নিয়ে, এবং জলের বোতল ও একটা গোটা খৃস্টমাস-ট্রি বোঝাই জিনিসপত্র ঝুলিয়ে তো তোমাকে কেউ 'ট্যাকিস বাথ' নিতে নিতে বিশ মাইল পথ ঘোড়া ছোটাতে বলে নি। কিউ এর কাঁচের ঘর গাছপালা জন্মাবার পক্ষে চমৎকার জায়গা, কিন্তু হোরাইজেন্টাল বারের খেলা দেখাবার উপযুক্ত স্থান তো সেটা নয়। আমি চাই খেজুর কুঞ্জের মধ্যে তাঁবু ফেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে।"

পাদানিতে দাঁড়িয়ে মর্টিমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দক্ষিণদিকে তাকাল। সর্বত্র সেই একই পোড়া কালো পাথর আর গাঢ় গোলাপী বালুরাশি। শুধু একটা জায়গায় একটা কাটাকাটা রেখা নদী পর্যন্ত চলে গেছে। একটা পুরনো রেলপথ, আরবরা অনেকদিন আগেই সেটা নষ্ট করে ফেলেছে, এগিয়ে আসতে আসতে মিশরীরা সেটাকে নতুনকরে গড়ে তুলছে। সেই নির্জন দৃশ্যপটে মানুষের হাতের কাজের অন্য কোন চিহ্ন নেই।

"হয় খেজুর গাছ, নইলে কিছু চাই না," স্কট বলল।

"আমিও তাই মনে করি, কিন্তু সেনাদলের কাছে না পৌছনো পর্যন্ত একটা ঘণ্টাও আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না। পৌছতে বিলম্ব ঘটলে আমাদের সম্পাদকরা কি বলবেন?"

"দেখ বাবা, তোমার মত একটি ঝানু ঘুঘুকে নিশ্চয় বলে দিতে হবে না যে সংবাদপত্রের লোকেরা যতক্ষণ না পৌছবে ততক্ষণ সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন কোন আধুনিক সেনাপতি আক্রমণ শুরু করবে না।

তরুণ এনার্লি বলে উঠল, "এটা নিশ্চয় আপনার মনের কথা। না, আমার তো ধারণা ছিল সকলে আমাদের বাজে লোক বলেই মনে করে।"

স্কট চেঁচিয়ে বলল, "লর্ড উল্‌সলি-র 'সৈনিকের পকেট-বই'তে অবশ্য লেখা হয়েছে—'খবরের কাগজের সংবাদদাতা, ভ্রাম্যমান ভদ্রলোক, আর ওই ধরনের যতসব অকর্মা পরগাছার দল। ওসবই আমাদের জানা আছে এনার্লি।" নীল চশমার ভিতর থেকে সে চোখ টিপল। "যুদ্ধ যদি সত্যি হয় তাহলে অচিরেই দেখতে পাব একদল অশ্বারোহী আমাদের তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে হাজির হয়ে গেছে। পনেরোটি যুদ্ধে আমি গেছি, কোথাও দেখি নি যে প্রতিবেদকদের জন্য একটা টেবিলের ব্যবস্থা করা হয় নি।"

"খুব ভাল কথা, কিন্তু শত্রুপক্ষ তো অতটা বিবেচক নাও হতে পারে," মর্টিমার বলল।

"একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার মত শক্তি তাদের নেই।"

"তাহলে একটা খণ্ডযুদ্ধ বল?"

"পিছন দিক থেকে একটা হামলা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সেক্ষেত্রে আমরা সঠিক জায়গাতেই আছি।"

"তা ঠিক! অগ্রবর্তী সৈনিকদের সঙ্গে 'রয়টার'-এর যে লোকটি গেছে তার উপর আমরা টেক্কা মেরেছি। চল, এগিয়ে গিয়ে খেজুর বনের ছায়ায় টিফিনটা সেরে ফেলি।"

তারা তিনজন, লণ্ডনের তিনটে বড় দৈনিক কাগজের প্রতিনিধি। 'রয়টার'-এর লোকটি ত্রিশ মাইল এগিয়ে গেছে, পেনি-দামের দুটো সান্ধ্য কাগজের প্রতিনিধিরা উটের পিঠে চেপে বিশ মাইল পিছিয়ে আছে। এদের নিয়েই তো গড়ে উঠেছে জনসাধারণের চোখ ও কান—লক্ষ লক্ষ নিঃশব্দ মানুষ যারা আগাম দাম চুকিয়ে দিয়ে ফলাফল জানবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছে।

এরা সব বিশিষ্ট লোক—সংবাদপত্রের সেবক, তাদের মধ্যে দুজন শিবির জীবনে অভ্যস্ত প্রবীণ লোক, তৃতীয়জন এই প্রথম অভিযানে এসেছে, বিখ্যাত সহকর্মী, দুজনের প্রতি তার শ্রদ্ধার শেষ নেই।

প্রথমজন সবে ঘোড়া থেকে নেমেছে, নাম মর্টিমার, "ইণ্টেলিজেন্স"-এর

সংবাদদাতা—দীর্ঘ, খাড়া চেহারা, বাজপাখির মত মুখ, পরনে খাকি কুর্তা ও ব্রীচেস, পায়ে পট্টি বাঁধা, লাল রঙের কোমরবন্ধ, রোদ ও বাতাস লেগে লেগে গায়ের চামড়া পুড়ে স্কচ ফারের মত লাল্‌চে, তাতে মশা ও বালির মাছির কামড়ে ছিট্‌-ছিট্‌ পড়েছে। অপরজন ছোটখাট, দ্রুতগামী. স্ফূর্তিবাজ, নীল-কালো কোঁকড়ানো দাড়ি ও চুল, নাম স্কট, "কুরিয়ার"-এর সংবাদদাতা, অনেক বিপদ সে পার হয়েছে, এমন সব আশ্চর্য খবর সংগ্রহ করেছে যা আজ পর্যন্ত এ লাইনের আর কেউ পারে নি, অবশ্য বিখ্যাত চ্যাণ্ডলার-এর কথা আলাদা, কিন্তু এখন তো কাজে নামবার মত অবস্থাই তার নেই। মর্টিমার ও স্কট সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ, আর এই বৈপরিত্যই তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মূলকথা। দুজন দুজনের মধ্যে একেবারে মিশে গেছে। একজন যেখানে দুর্বল, অপরজন সেখানেই শক্তিমান। দুজনে একটা পরিপূর্ণ দল। মর্টিমার স্যাকসন—ধীর-স্থির, বিবেকবান, বিবেচক, স্কট সেলিটক—দ্রুতগতি, কিছুটা বেপরোয়া, চমৎকার। মর্টিমার দৃঢ়তর, স্কট অধিক আকর্ষণীয়। মর্টিমার গভীরভাবে চিন্তা করে, স্কট কথা বলতে পারে ভাল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, যদিও দুজনই অনেক যুদ্ধে কাজ করেছে, আগে কখনও দুজন একত্র হয় নি। সাম্প্রতিক সামরিক ইতিহাসের সব খবরই তারা দুজনে মিলে সংগ্রহ করেছে। স্কট গেছে প্লেভ্‌না, শিপ্‌কা, জুলুদের দেশে, মিশরে, সুয়াকিমে, মর্টিমার দেখেছে বুয়র যুদ্ধ, দেখেছে চিলি-বাসীদের, বুলগেরিয়াবাসীদের ও সার্ভদের, ভারতীয় সীমান্ত, ব্রাজিলের বিদ্রোহ এবং মাদাগাস্কারও দেখেছে। এইসব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাদের আলোচনাকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তোলে।

কিন্তু এত বন্ধুত্ব সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে বৃত্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাও খুবই তীব্র। একজনকে সাহায্য করতে অপরজন প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজের প্রতিবেদনের সুবিধার জন্য একে অন্যের প্রাণ নিতেও প্রস্তুত। জকি যেভাবে ঘোড়দৌড়ে জিততে চায় তার চাইতেও বেশী করে দুজনের প্রত্যেকেই চায় অন্য সব দৈনিক পত্রিকার পাতাকে ফাঁকা রেখে তার নিজের দৈনিকের প্রাতঃকালীন সংস্করণে এককলম ভর্তি সংবাদ প্রকাশিত হোক। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন ঢাক-ঢাক নেই। প্রতিবেশীর উপর একহাত নিতে প্রত্যেকেই বদ্ধপরিকর, প্রত্যেকেই মনে করে যে মালিকের প্রতি তার কর্তব্য অন্যসব ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার অনেক ঊর্ধ্বে।

তৃতীয়জনের নাম এনার্লি, "গেজেট"-এর সংবাদদাতা—তরুণ, অনভিজ্ঞ, দেখতেও সাদামাঠা। তার ঠোঁটটা এমনভাবে ঝুলে পড়েছে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মনে করে সেটা তার চরিত্রের উপর একটা কটাক্ষবিশেষ, চোখ দুটো এত ধীর-গতি ও ঢুলু ঢুলু যে দেখলেই ভাল বলে মনে হয়। সৈনিক জীবনের প্রতি একটা টান থাকায় দু'বার সে হেমন্তকালীন কুচকাওয়াজে গেছে, তার লিখিত প্রতিবেদনে এমন একটা বর্ণাঢ্যতা প্রকাশ পায় যার ফলে "গজেট"-এর মালিকরা

যুদ্ধের বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করবার একটা সুযোগ তাকে দিয়েছে। তার স্বভাবে এমন একটা মনোরম ভীরুতার স্পর্শ আছে যার জন্য দুই অভিজ্ঞ সঙ্গীরই তাকে ভাল লেগেছে : মাঝে মাঝে তার অকপট আচরণ দেখে হাসলেও এই ভেবে তারা আরও বেশী খুশি হয়েছে যে এই তরুণীটিকে ভয় করবার কোন কারণ নেই। যেদিন থেকে তারা সারাস-এর তাব-ঘরকে পিছনে ফেলে এসেছে সেদিনই যে লোকটি পনেরো-গিনি তেরো-চার সিগ্রায় ঘোড়ার পিঠে চেপে যাচ্ছিল তাকে এমন দুটি দ্রুতগামী পলো-ঘোড়ার মালিককে হাতে তুলে দেওয়া হল যেরকম ঘোড়া আগে কখনও বোজিরে-র মাটিতে পা ফেলে নি।

তিনজন ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াগুলোকে ছায়ায় নিয়ে গেল। পিতলের মত ঝকঝকে রোদের মধ্যে গাছের প্রতিটি শাখা এমন ঘন কালো ছায়া ফেলেছে নীচে যে আপনা থেকেই তাদের পা সেদিকে এগিয়ে গেল। খেজুর গাছটার গা জুড়ে ছোট ছোট কাঠের গজালের মত যেগুলো বেরিয়ে আছে তার সঙ্গে নিজের রিভলভার ও জলের বোতলটা ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে স্কট বলল, "খেজুর গাছ খুব ভাল টুপি রাখবার জায়গা। অবশ্য ছায়া-তরু হিসাবে এটা পুরোপুরি সার্থক নয়। আশ্চর্যের কথা এই যে উদ্দেশ্য ও পন্থার সার্বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে গ্রীষ্মমণ্ডলের পক্ষে এর চাইতে খারাপ কিছুও ভাবা যায় না।"

"ভারতবর্ষের বটগাছের মত।"

"অথবা অশান্তি-র সেই চমৎকার গাছগুলো যার ছায়ায় একটা গোটা রেজিমেণ্ট বনভোজন করতে পারে।"

"বর্মা মুলুকের সেগুন গাছও কিছু খারাপ নয়। হায় জোভ, জিনের থলে থেকে তামাকগুলো যে ঝুলছে! বড় বড় করে কাটা তামাকটা এই আবহাওয়ার পক্ষে বেশ কড়া মনে হয়। মালপত্তরগুলোর কি হল এনার্লি।"

"পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব এসে পড়বে।"

যেপথটা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে এসেছে মালবাহী উটের ছোট সারিটা সেই পথ ধরে এগিয়ে আসছে। খেতে খেতে দুলতে দুলতে মাথা নেড়ে নেড়ে উটগুলো আসছে আত্ম-সচেতন মেয়েমানুষদের মত। সকলের আগে গাধার পিঠে চড়ে আসছে তিনটি বেবুর্বেরি চাকর, আর উটরক্ষী আরব ছেলেগুলো পিছন পিছন হেঁটে আসছে। প্রথম চাঁদ ওঠার সময় থেকে ঘণ্টায় আড়াই মাইল গতিতে দীর্ঘ ন' ঘণ্টা ধরে তারা পথ চলছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের পিঠ থেকে বোঝা নামানো হল, উটগুলোকে দিগড়ি দেওয়া হল, আগুন জ্বালানো হল, নদী থেকে জল তোলানো হল, আর প্রত্যেকটি উটকে আলাদা করে খাবার দেওয়া হল। বাইরে চোখ-ঝলসানো আলো, ভিতরে অনুচ্চ আলাপচারি, গাঢ় নীল আকাশের পটভূমিতে সবুজ খেজুর গাছের সার, নিঃশব্দগতি আরব চাকরদের চলাফেরা, কাঠির

শব্দ, জলন্ত আগুনের ধোঁয়া, উটগুলোর উদ্ধত শান্ত মাথা,—এ দৃশ্য যারা দেখেছে এ সবকিছুই স্বপ্নে তাদের কাছে ধরা দেয়।

কড়াইতে ডিম ভাঙতে ভাঙতে স্কট গম্ভীর সুরেলা গলায় একটা প্রেমের গান গাইছে। অনেকগুলো প্যাকিং বাক্সের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে এনার্লি জ্যামের টিন খুঁজছে। কর্তব্যপরায়ণ মর্টিমার হাঁটুর উপর একটা নোট-বই রেখে আগের দিন রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার যা বলেছিল সেই কথাগুলি টুকে রাখছে। হঠাৎ চোখ তুলতেই সে দেখতে পেল, স্বয়ং সেই লোকটিই বাদামী রঙের ঘোড়ায় চেপে উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে এগিয়ে আসছে।

"হল্লো! মেরীওয়েদার আসছে!"

"ঘোড়াটার গায়ে ফেনা জমেছে। দেখেই মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওটাকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে। হল্লো, মেরিওয়েদার, হল্লো!"

ইঞ্জিনীয়ার লোকটি ছোটখাট, মজবুত গড়নের, তার ভাব দেখে মনে হল সেখানে না থেকে একটা কথাও না বলে সে তাদের তাঁবু ছাড়িয়ে চলে যাবে। কিন্তু এখন একটু বাঁক নিয়ে ঘোড়াটাকে শান্ত করে সে তাদের দিকে এগিয়ে এল।

কর্কশ গলায় বলল, ঈশ্বরের দোহাই, একটু জল! জিভটা তালুতে একেবারে আটকে গেছে।"

মর্টিমার জলের বোতল নিয়ে ছুটে গেল। স্কট ছুটল হুইস্কির ফ্লাস্ক নিয়ে, আর এনার্লি নিল টিনের পেয়ালাটা। ইঞ্জিনীয়ার দমভর পান করল।

লাল গোঁফ থেকে জলের ফোঁটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "আমাকে এখনি যেতে হবে।"

"কোন খবর আছে?"

"রেলপথ তৈরির কাজে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতেই হবে। একটা টেলিগ্রাফ অবধি নেই।"

"রিপোর্ট করবার মত কিছু আছে কি?" তিনটে নোট-বই বেরিয়ে এল।

সেনাপতির সঙ্গে দেখা করার পরে বলল।

"কোন দরবেশ?"

"যথারীতি। চল্ রে জিন! বিদায়!"

বালির উপর নরম আর পাথরের উপর খট্‌খট শব্দ তুলে ক্লান্ত ঘোড়াটা আবার ছুটে চলল।

তার দিকে তাকিয়ে মর্টিমার বলল, "গুরুতর কিছু নয়। কি বল?"

"রেখে দাও গুরুতর", স্কট চেঁচিয়ে বলল। "মাংস-ডিম সব পুড়ে গেল! না—ঠিক আছে—ভালই আছে, একপিঠ ভাজা হয়েছে! বাক্সটা তোল এনার্লি। মর্টিমার, নোটবই রেখে এগিয়ে এস। এই মুহূর্তে খাবার কাঁটাটা কলমের চাইতে বেশী শক্তিমান। তোমার আবার কি হল এনার্লি?

"আমি ভাবছি এইমাত্র যা দেখলাম সেটা কি টেলিগ্রাম করে জানবার যোগ্য ?"

"আরে, যোগ্য কি না সেটা বুঝবে মালিকরা। টাকা-পয়সার কড়া বিচার আমাদের কাজ নয়; আমাদের এই খাকি কোট আর পট্টির খাতিরেই কিছু না কিছু তারযোগে পাঠাতেই হবে।"

"কিন্তু জানবার আছে কি ?"

ছেলেমানুষটির নির্দোষ প্রশ্নে মর্টিমারের গম্ভীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। বলল, "আমাদের বৃত্তিতে পরস্পরকে খোঁজ-খবর দেওয়াটা গতি নয়। যাই হোক, আমার টেলিগ্রামটা যখন লেখা হয়ে গেছে তখন এটা তোমাকে পড়ে শোনাতে কোন বাধা নেই। তুমি নিশ্চিত জেনো যে এতে তিলমাত্র গুরুত্ব থাকলে এটা তোমাকে দেখাতাম না।"

এনার্লি কাগজটা হাতে নিয়ে পড়ল—

"মেরিওয়েদার বিঘ্ন দাড়ি চলেছে সেনাপতির সাক্ষাতে দাড়ি অসুবিধার স্বরূপ দাড়ি দরবেশের গুজব।"

ভুরু কুঁচকে এনার্লি বলল, "এটা বড় বেশী সংক্ষিপ্ত।"

"সংক্ষিপ্ত !" স্কট চেঁচিয়ে উঠল। "আরে, এত কথা লেখা তো পাপ। আমার বুড়ো যদি এরকম তার পায় তো মুখের কথায় বাতির কাঁচ ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলবে। আমি তো এর অর্ধেক কথা ছেটে দিতাম। 'চলেছে', 'স্বরূপ', 'গুজব' – সব বাদ দিতাম। কিন্তু আমার বুড়ো তা থেকেই একটা দশ লাইনের প্যারা লিখে দেবে।"

"কেমন করে ?"

"আচ্ছা, এখনই তোমাকে করে দেখাচ্ছি। ঐ স্টাইলোটা দাও তো।" একমিনিট নোট-বইতে কি যেন লিখল। "অনেকটা এই ধরনের কিছু হবে—

"বিশিষ্ট রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার মিঃ চার্লস এইচ. মেরিওয়েদার যিনি বর্তমানে রণক্ষেত্র থেকে সাবাস পর্যন্ত রেলপথ তৈরির তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত আছেন তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি দ্রুত সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে যথেষ্ট বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন"—অবশ্য মেরিওয়েদার কে, তিনি কি করেন এসবই বুড়ো জানেন, আর তাই 'বিঘ্ন' শব্দটা থেকে তিনি সব বুঝে দিতে পারবেন। "কাজের সুবিধার্থে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সে সম্পর্কে সেনাপতির সঙ্গে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আজ তিনি রণক্ষেত্র পর্যন্ত চল্লিশ মাইল পথ পরিভ্রমণ করতে বাধ্য হয়েছেন। যেসব অসুবিধার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে তার স্বরূপ পরবর্তী কোন তারিখে জানানো হবে। যাতায়াতের পথে সবকিছুই শান্ত আছে, যদিও পূর্ব মরুভূমি অঞ্চলে দরবেশদের উপস্থিতির চিরাচরিত গুজব রটনা একই-ভাবে চলেছে।—আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা।"

"কেমন হয়েছে ?" স্কট বিজয়গৌরবে চেঁচিয়ে বলল; সহসা কালো দাড়ির

ভিতর দিয়ে তার সাদা দাঁতগুলি ঝিলিক দিয়ে উঠল। "এটাই তো জনসাধারণের উপযুক্ত খাদ্য।"

"এটা তাদের ভাল লাগবে?"

"আহা, তাদের সবকিছুই ভাল লাগে। তারা চায় সব কথা জানতে, তারা ভাবতে ভালবাসে যেসব কথা তাদের শোনাবার জন্য এমন একজন লোক আছে যে মাসে একশ' পাচ্ছে।"

"আপনার অনেক দয়া তাই আমাকে এত কথা শেখালেন।"

"দেখ, এটা কিছুটা প্রথাবিরুদ্ধ কাজ, কারণ পরস্পরকে টেক্কা দিতেই আমরা এখানে এসেছি। অবশ্য মর্টিমারের কথাও ঠিক, আমরা যে সুদানে আছি, মন্টি কার্লোতে নয়, এটা জানানো ছাড়া এই টেলিগ্রামের আর কোন দিক থেকেই কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু সত্যিকারের ভাল কাজের বেলায় কিন্তু চাচা আপন বাঁচা—সব যার-যার তার-তার।"

"সেটা কি খুবই দরকার?"

"নিশ্চয় দরকার।"

"আমি ভেবেছিলাম তিনজন যদি একত্র হয়ে সংবাদের আদান-প্রদান কর যায়, তাহলে প্রত্যেকে আলাদা করে কাজ করার চাইতে তাদের কাজটা অনেক বেশী ভাল হবে, আর তাতে তাদের সময়টাও অনেক ভাল কাটবে।"

প্রবীণ লোক দুটি রুটি-জ্যাম হাতে নিয়ে বসে রইল, তাদের মুখে দেখা দিল সত্যিকারের বিরক্তি।

চশমার ভিতর দিয়ে ঝিলিক হেনে মর্টিমার বলল, "ভালভাবে সময় কাটাবার জন্য আমরা এখানে আসি নি। এসেছি যার যার কাগজের জন্য সাধ্যমত কাজ করতে। সকলেই যদি সেকাজ না করি তাহলে কাগজগুলি পরস্পরকে টেক্কা দেবে কেমন করে। আমরা যদি একত্র হই তাহলে তো এই মুহূর্তেই 'রয়টার'-এর সঙ্গেও মিশে যেতে পারি।

"আরে, তাহলে তো আমাদের কাজের বাহারটাই মাঠে মারা যাবে!" স্কট চেঁচিয়ে বলল। "বর্তমানে যে সবচাইতে চালাক সেই তো তার মারফৎ প্রথম প্রতিবেদনটি পাঠায়। সকলেই যদি সমান অংশীদার হয়ে যাই তাহলে চালাক হবার দরকারটা রইল কোথায়।"

নিজেদের পলো-ঘোড়া আর সস্তার সিরীয় ঘোড়ার দিকে একনজরে তাকিয়ে মর্টিমার বলল, "বর্তমানে যার হাতে ভাল সাজসরঞ্জাম আছে তারই হাতে সুযোগও বেশী। ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও উদ্যমের সেটাই তো ন্যায্য পুরস্কার। যার কাজ তার, তারপর যে শ্রেষ্ঠ সেই পাক পুরস্কার।"

"এই পথেই তো সেরা লোককে খুঁজে নিতে হয়। চ্যাণ্ডলারকে দেখ নিজের ব্যাটে না খেললে তিনি কখনও সুযোগ পেতেন না। তুমি তো শুনেছ, নিজের পা ভাঙার ভান করে সহযোগী সংবাদদাতাকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে

দিয়ে তার আগেই তিনি টেলিগ্রাফ-অফিসে পৌঁছে গিয়েছিলেন।"

"আপনি কি বলতে চান তিনি ন্যায্য কাজ করেছিলেন?"

"সব কিছুই ন্যায্য। তোমার বুদ্ধির সঙ্গে আমার বুদ্ধির লড়াই।"

"আমি এটাকে অসম্মানজনক বলব।"

"তোমার যা ইচ্ছা বলতে পার। চ্যাণ্ডলাবের কাগজ যুদ্ধে জয়লাভ করল, অপর লোকের কাগজ তা পারল না। তাতেই চ্যাণ্ডলাবের নাম হল।"

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে মর্টিমার বলল, "অথবা ওয়েস্টলেক-এর কথাই ধর। হাই আবদুল, ডিস্‌টা নিয়ে যাও। সরকারী সংবাদদাতা সেজে পর্যায়ক্রমে সরকারী ঘোড়ার সাহায্য নিয়ে ওয়েস্টলেক খবর পাঠিয়েছিল। আর ওয়েস্টলেকের কাগজ বিক্রি হয়েছিল পাঁচ লাখ।"

"সে কাজটাও কি সঙ্গত?" এনালি চিন্তিতভাবে জানতে চাইল।

"কেন নয়?"

"দেখুন, কাজটা তো ঘোড়া-চুরিও মিথ্যা কথার মত দেখাচ্ছে।"

"দেখহে, আমি তো মনে করি লণ্ডনের কোন দৈনিক কাগজে যদি নিজের জন্য একটা কলমের ব্যবস্থা করতে পারি তো না হয় একটু ঘোড়া-চুরিও মিথ্যার আশ্রয় নিলামই। তুমি কি বল স্কট?"

"মানুষ খুন করা ছাড়া সবকিছু করা যায়।"

"আর সেক্ষেত্রে আমি হয়তো তোমাকেও বিশ্বাস করব না।"

"আমিও সেটাকে সংবাদপত্র-হত্যার অপরাধ বলে মনে করব না। আমি সেটাকে বৃত্তিগত শিষ্টাচার লংঘন বলেই মনে করি। কোন বাইরের লোক যদি অত্যুৎসাহী একজন সংবাদদাতা ও একটা বৈদ্যুতিক তারের মাঝখানে এসে পড়ে তো সেজন্য সে নিজেই দায়ী। দেখ হে এনালি, তোমাকে খোলাখুলিই বলছি, এইসব নীতিকথা নিয়ে যদি থাকতে চাও তো সুদানে না এসে ফ্লিট স্ট্রীটেই বসে থাক গে। আমাদের জীবন বেনিয়ম। আমাদের কাজের কোন শৃংখলা নেই। হয়তো একদিন শৃংখলা আসবে, কিন্তু সেদিন এখনও আসে নি। যা করতে পার, যেভাবে করতে পার করে যাও, কিন্তু সকলের আগে তার ঘরে যেতে চেষ্টা করো, তোমাকে এটাই আমার উপদেশ, তাছাড়া, পরের বার যখন অভিযানে আসবে তখন যত ভাল ঘোড়া কিনতে পাওয়া যায় সেটা নিয়ে এস। মর্টিমার আমাকে হারাতে পারে, অথবা আমি মর্টিমারকে হারাতে পারি, কিন্তু অন্তত এটুকু আমরা জানি যে দেশের সবচাইতে দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে আমরা দুজন এসেছি। কোন সুযোগকে আমরা উপেক্ষা করি নি।"

মর্টিমার ধীরে ধীরে বলল, "সেবিষয়ে আমি অতটা নিশ্চিত নই। তুমি অবশ্য জান যে যদিও একটা ঘোড়া একটা উটকে হারাতে পারে বিশ মাইলের মাথায়, একটা উট একটা ঘোড়াকে হারায় ত্রিশ মাইলের মাথায়।"

"সে কি, এইসব উট?" এনালি সবিস্ময়ে বলে উঠল।

দুই প্রধান হো হো করে হেসে উঠল।

"না, না, সত্যিকারের ভাল জাতের উট—বিদ্যুৎগতি হামলার সময় দরবেশরা এসব উটের পিঠে চাপে।"

"জোর কদমে ছোটা ঘোড়ার চাইতেও দ্রুতগতি?"

"কি জান, উট ঘোড়াকে ক্লান্তিতে মেরে দেয়। উট সবটা পথ একই ভঙ্গীতে চলে, বিশ্রাম নেয় না, জল খায় না, উঁচু-নীচু জমিতে ঘোড়ার চাইতে ভাল চলে। হালফাতে একবার একটা দূরপাল্লার দৌড় হয়েছিল, তাতে ত্রিশের মাথায় উটই জিতেছিল, সবসময় তাই জেতে।"

"তথাপি তা নিয়ে আমাদের কোন ভয়ের কারণ নেই স্কট, কারণ ত্রিশ মাইল দূরের কোন খবর আমাদের পাঠাতে হচ্ছে না। আসছে সপ্তাহ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের টেলিগ্রাম পাঠাতে পারব।"

"তা ঠিক। কিন্তু এইমুহূর্তে—"

"আমি সব জানি, কিন্তু আমাদের সামনে তো কোন জরুরী কাজ নেই। পাঁচটায় মালপত্র বোঝাই করবে, কাজেই পরিষ্কার তিন ঘণ্টা সময় তোমার হাতে আছে। এক পেনি দামের সান্ধ্য-দৈনিকের লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে কি?"

হাতের দূরবীনটাকে মর্টিমার গোটা উত্তর দিগন্তে একবার ঘুরিয়ে নিল।

"এখনও দেখা যাচ্ছে না।"

"ওরা দিনের গরমেও বেশ ভালভাবে চলতে পারে। সান্ধ্য দৈনিক ওয়ালাদেরও ঠিক সেই কাজটি করতে হবে। এনালি, দেশলাইটা সাবধান একবার আগুন ধরলে এই খেজুর-কুঞ্জ বারুদের মত জ্বলে ওঠে। বিদায়।" হামাগুড়ি দিয়ে মশারির ভিতর ঢুকে দুজনই খোলা জায়গায় ঘুমোতে অভ্যস্ত লোকেদের মত সহজেই ঘুমিয়ে পড়ল।

তরুণ এনালি দুই ঠোঁটে পাইপটা চেপে ধরে একটা খেজুর গাছে হেলান দিয়ে মর্টিমারের কথাগুলি ভাবতে লাগল। আর যাই হোক, এরাই এ-লাইনের মাথা, তার মত নবাগতের পক্ষে তাদের কাজের পদ্ধতি বিচার করা উচিৎ নয়। তারা যদি এভাবে নিজ নিজ কাগজের সেবা করে, তো তাকেও তাই করতে হবে। তারা তো উদারতার সঙ্গে খোলাখুলিভাবেই এ কাজের নিয়ম কানুনগুলো তাকে শিখিয়ে দিয়েছে। এই পথ যদি তাদের পক্ষে ভাল হয়ে থাকে তো তার পক্ষেও ভালই হবে।

বিকেল বেলা প্রচণ্ড গরম পড়েছে। নীল নদের ভিতরকার কালো পাথরগুলোর উপর ঢেউয়ের ফেনা জমে চিকচিক করছে, দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো বেশ ঠাণ্ডা, মনকেও টানছে। কিন্তু আরও কয়েক ঘণ্টা না গেলে স্নান করাটা নিরাপদ নয়। উত্তপ্ত বালি ও পাথরগুলো বহুদূর পর্যন্ত ধূ-ধূ করছে। একবিন্দু বাতাস নেই, ঝিঁঝিঁ পোকাদের একটানা সুরে ঘুম আসছে

মাথার উপরে কোথায় একটা হুপি ডাকছে। পাইপের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে এনালি তার কোচটার দিকে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়লো মরুভূমির মধ্যে কি যেন দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আসছে।

ভাঙা-ভাঙা মাটির উপর যথাসম্ভব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে একজন অশ্বারোহী আসছে। এনালি ভাবল, সেনাবাহিনীর কোন সংবাদবাহক; তারপরই হঠাৎ সূর্য এসে পড়ল তার মাথার ডান দিকে আর তার থুতনিটা সোনার রঙে জ্বলজ্বল করে উঠল। এরকম রঙের দাড়িওয়ালা অশ্বারোহী দ্বিতীয়টি নেই। লোকটি ইঞ্জিনীয়ার মেরিওয়েদার। ফিরে আসছে। হঠাৎ কি জন্য সে ফিরে আসছে? গেলো সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে, অথচ সেকাজ অসমাপ্ত রেখেই ফিরে আসছে। ঘোড়াটা কি অকেজো হয়ে পড়েছে? কিন্তু মনে হচ্ছে ঘোড়া তো ভালই ছুটছে। এনালি মর্টিমারের দূরবীনটা তুলে নিল। একটা ঘর্মাক্ত ঘোড়া এবং গণ্ডারের চামড়ার চাবুক হাতে একটি ক্লান্ত মানুষ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে ছুটে আসছে। কিন্তু তার চেহারায় এমন কোন লক্ষণ নেই যা দেখে তার ফিরে আসার রহস্যটা বোঝা যেতে পারে।

দেখতে দেখতেই তারা একটা খাদের মধ্যে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, যেসমস্ত সংকীর্ণ খাড়ি নদীর দিকে চলে গেছে এটাও তারই একটা, ঘোড়া ও মানুষটিকে অবিলম্বেই আবার দেখা যাবে এই আশায় দূরবীনটা হাতে নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু মিনিটের পর মিনিট পার হয়ে গেল, তাদের আর দেখা নেই। সংকীর্ণ খাড়িটা যেন তাদের গিলে ফেলেছে। তারপরই অদ্ভুতভাবে ঢোক গিলে আঁতকে উঠে সে দেখতে পেল, সেই পাহাড়গুলোর ভিতর থেকে একটা ছোট সাদা মেঘের কুণ্ডলি উঠে অনেক দূর চলে গেল। তার আবছা ছায়া পড়ল মরুভূমির বুকে। সঙ্গে সঙ্গে সে স্কট ও মর্টিমারকে ঘুম থেকে টেনে তুলল।

চীৎকার করে বলল, "উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন! মনে হচ্ছে, দরবেশরা মেরিওয়েদারকে গুলি করেছে।"

সহর্ষে যার যার নোট-বই আঁকড়ে ধরে দুই প্রবীণ চেঁচিয়ে উঠল, "আর রয়টার এখানে হাজির নেই! মেরিওয়েদার গুলিবিদ্ধ হয়েছে! কোথায়? কখন? কিভাবে?"

এনালি যা দেখেছে অল্প কথায় তাই বুঝিয়ে বলল।

"তুমি কিছু শুনতে পাও নি?"

"কিছু না।"

"তা পাহাড়ের মধ্যে গুলির শব্দ সহজেই হারিয়ে যায়। জর্জের দোহাই, ঐ বাজপাখি দুটোকে দেখ!"

গাঢ় নীল আকাশে পাখা মেলে দিয়েছে ধূসর রঙের দুটো বড় পাখি। স্কট

যখন কথা বলছে তখন পাখি দুটো পাক খেতে খেতে ছোট ঝাঁড়িটার মধ্যে নেমে গেল।

নোট-বইয়ের পাতার মধ্যে নাবটা বেখেই মর্টিমার বলল, "ওই যথেষ্ট 'মেবিওগেদার দরবেশদের দিকে ছুটল দাড়ি ফিবল দাড়ি গুলি বিকৃত দাড়ি হামলা যানবাহন।' কেমন হয়েছে?"

"তুমি কি মনে কর তাকে তাড়া করেছিল?"

"না হলে সে ফিবে আসবে কেন?"

"সেক্ষেত্রে তারা যদি তার সামনে থেকে থাকে এবং অন্যরা তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে থাকে তাহলে বুঝতে হবে বেশকয়েকটা হামলাকারী ছোট দল রয়েছে।"

"আমারও তাই মনে হয়।'

"তাহলে 'বিকৃত কথাটা কেন?"

"এব আগেও আরবদের সঙ্গে আমি লড়েছি।'

"কোথায চললে তুমি?"

"সাবাস—এ।"

"আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি," স্কট বলল।

এই দুটি মানুষকে পরিস্থিতি সম্পর্কে এত নৈর্ব্যক্তিকভাবে কথা বলতে শুনে এনালি অবাক হযে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সংবাদের টানে এ কথাটা তাদের মনেই হয়নি যে তারা নিজে, তাদের তাঁবু, তাদের লোকজন, সকলেই সংহের মুখে পড়েছে। এমনকি তারা যখন কথা বলছে তখনও পাহাড়ের ভেতর থেকে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে কর্কশ র‍্যাট্‌-ট্যাট্‌-ট্যাট শব্দ আর তাদের মাথার উপর দিযে শন শন শব্দে ছুটছে বুলেট। এককাঁদি খেজুর ঝরে পড়ল তাদের সামনে। আর ঠিক সেইমুহূর্তেই ছটি ভযার্ত চাকর ছুটতে ছুটতে তাদের কাছে এল আশ্রয়ের আশায়।

ঠাণ্ডা মাথার মর্টিমারই আত্মরক্ষার ব্যবস্থাদি করল, যেসব "কপি' হাতের কাছে এসেছে এবং আরও যা আসবে তাতেই স্কটের সৈনিক মনে এমন আগুন ধরেছে যে সে তখন অবিরাম বকবক্ করেই চলেছে, আর কিছু করাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। অপর লোকটি অচিরেই চাকরদের আয়ত্তে নিযে এল।

"তালি হেন্না! এগ্‌রি! তোমরা এত ভয পেয়েছ কেন? উটগুলোকে খজুরগাছগুলোর মাঝখানে রাখ। ঠিক আছে। এবার দড়ি দিয়ে হাঁটুগুলো বাঁধ। দুইয়েস। তুমি কি আগে কখনও বুলেটের শব্দ শোন নি? গাধাগুলোকে এদিকে নিয়ে এস। ঘোড়াগুলোকে খেজুর-কুঞ্জ আর নদীর মাঝখানে নিরাপদে নিয়ে যাও। এরা দেখছি ৮৫ সালের চাইতেও উঁচু করে গুলি ছুঁড়তে পারে।'

নদীর কর্দমাক্ত তীরে ধপাস্ করে একটাকিছু পড়ার শব্দ শোনা গেল

স্কট বলল, "আরও একটা গেল।"

"কার গায়ে গুলি লাগল?"

"ঐ বাদামী উট যেটা জাবর কাটছে।"

কথা বলতে বলতেই জন্তুটা চোয়াল নাড়তে নাড়তেই লম্বা গলাটা মাটির উপর ছড়িয়ে দিয়ে বড় বড় কালো চোখ দুটি বুজল।

মর্টিমার সখেদে বলল, "এক গুলিতে আমার পনেরো পাউণ্ড লোকসান হল ওরা কতজন বলে মনে হয়?"

"মনে হয় চারজন।"

"মাত্র চারটি রেজিংগার কেউ কেউ বর্শাধারীও হতে পারে।

'আমি তা মনে করি না, একটা রাইফেলধারী ছোট আক্রমণকারী দল। ভাল কথা এনালি, তুমি তো আগে কখনও গুলির মুখে পড় নি, তাই না?'

তরুণ সাংবাদিক সাহসাহে জবাব দিল, "কোনদিন না।'

"প্রেম, দারিদ্র্য ও যুদ্ধ—পরিপূর্ণ জীবনের জন্য এই তিনের অভিজ্ঞতাই প্রয়োজন। কার্তুজগুলো এনে দাও। এটাই তোমার প্রথম হাতে খড়ি, কারণ উটগুলোর পিছনে তুমি এত নিরাপদে রয়েছ যেন 'লেখক ক্লাব'এর পিছনের ঘরেই বসে আছ।"

স্কট বলল, 'ততটা নিরাপদ বটে, কিন্তু ততটা আরামের নয়। একটা লম্বা গ্লাসভর্তি মা স-জল পেলে বড়ই ভাল হত। কিন্তু ওহে মর্টিমার, কী একখানা সুযোগ এসেছে! ভাবতো, সেনাপতি যখন শুনবেন যে যুদ্ধের প্রথম লড়াইটা হয়েছে সংবাদপত্রের পাতায় তখন তার মনের অবস্থাটা কেমন হবে। বয়টারের কথাটা ভাব, সে তো এক সপ্তাহ ধরে রণক্ষেত্রে সিদ্ধ হচ্ছে' আরও ভাব, সাপ্তাহিক দৈনিকওয়ালারা অল্পের জন্য এই মজাটা ভোগ করতে পারল না! জজের দোহাই, একটা গুলি এসে আমার গায়ের মশাটাকে উড়িয়ে দিল।"

আর সেটা বিঁধল একটা গাধার গায়ে।"

"এটা পাপ। এর ফলে নিজেদের মালপত্র আমাদেরই বয়ে নিয়ে যেতে হবে খার্টুম পর্যন্ত।"

"ও নিয়ে মাথা ঘামিও না বাপু, সবই তো যাচ্ছে সংবাদ তৈরির কাজে। শিরোনামগুলো আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি "যাতায়াত ব্যবস্থার উপর আক্রমণ"; "বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার নিহিত "সংবাদপত্রের লোকের উপর আক্রমণ।" একেবারে 'জুতো' হবে না?"

"আমি ভাবছি পরের শিরোনামটা কি হবে?" এনালি বলল।

চিৎ হয়ে শুয়ে স্কট বলল, "কেন, আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা আহত।" সে আবার উঠে বসল। "ক্ষতি বিশেষ হয় নি। শুধু হাঁটুর একটা টুকরো উড়ে গেছে। বড় গরম লাগছে। 'লেখক ক্লাব-এর পিছনের ঘরটার চিন্তা যেন আমাকে পেয়ে বসেছে।"

"আমার কাছে ডায়াসাইলোন আছে।"

"পরে পেলেও চলবে। এখন ছুটে আস। ফ্রিজকে নিয়ে পড়েছি। সে ছুটে এলেই ভাল হত।"

"ওরা ক্রমেই কাছে আসছে।"

"অতটা উঁচুতে না গেলেও আমার রিভলভারটা চমৎকার। কারও ক্ষিদে বাড়াতে চাইলে আমি তার পায়ে গুলি করি। হা প্রভু, আমাদের কেট্‌লিটা গেল!"

খাবার-ঘণ্টার মত শব্দ করে একটা রেমিংটন বুলেট এসে কেটলিটাকে ফুটো করে দিল। আর আগুনের ভিতর থেকে খানিকটা বাষ্প হুস্‌-হুস্ করে উঠে এল। উপরের পাহাড় থেকে একটা উন্মাদ চীৎকার ভেসে এল।

"বোকারা ভেবেছে আমাদের একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে। এবার নিগার আমাদের তাড়া করে এগিয়ে আসবে, তখন শুরু হবে আমাদের খেলা। এনার্লি, তোমার রিভলভার আছে?"

"এই দো-নলা পাখি-মারা বন্দুকটা আছে।"

"বাহাদুর ছেলে! এ ধরনের এলোপাথারি যুদ্ধে এটাই তো পৃথিবীর সেরা অস্ত্র। কার্তুজ কি আছে?"

"হাঁস-গুলি।"

"তাতেই কাজ হবে। আমার হাতে আছে গুলিভরা এই দোনলা বড় মাপের পিস্তল। সার্ভিস রিভলভারের মতই একটা। ছররা-বন্দুক দিয়ে ওদের একজনকে আটকাবার চেষ্টা তুমি করতে পারবে।"

স্কট বলল, "সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে। প্রথম জলপ্রপাতের দক্ষিণে জেনেভা কনভেনশন-এর কোন এক্তিয়ার নেই। আমি যখন তামাই-এর ভাগে স্কোয়াকের -"

দূরবীনটা ঠিক করে নিয়ে মর্টিমার বলল, "একটু সবুর কর। মনে হচ্ছে ওরা এবার এগোচ্ছে।"

স্কট ঘড়ি দেখে বলল, "এখন সময় ঠিক চারটে বেজে সতেরো মিনিট।"

এনার্লি একটা উটের পিছনে পরম আগ্রহে বিপরীত দিকের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। এখানে একরাশ ধোঁয়া, ওখানে আর একরাশ, কিন্তু আক্রমণকারীদের চোখ রাখেকের নজরেও সেগুলির উপর পড়ে নি। এই যে কতকগুলি অদৃশ্য মানুষ একটু একটু করে প্রতি মিনিটে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, এনার্লির কাছে তারা যেন কিছুটা ভৌতিক ও ভীতিকর। কেটলিটা যখন ভেঙে গেল তখন তাদের চীৎকার সে শুনতে পেয়েছিল, ঠিক তার পরেই আর একবার একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী কণ্ঠ যখন সগর্জনে কি একটা বলেছিল তখন স্কট তার দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়েছিল।

সে বলল, "আগে আমাদের নিতে হবে," আর এনার্লির মনে হল যে এ

কথার অর্থ জানতে না চাওয়াই তার পক্ষে ভাল।

প্রায় শ'খানেক গজ দূরে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে নিজেদের হাতে অস্ত্র নিয়ে তার জবাব দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শত্রুপক্ষ যদি এইভাবে গুলি চালিয়ে যেত তাহলে প্রতিপক্ষকে হয় অসহায় ভাবে পালিয়ে যেতে হত, আর না হয় তো শব্দ শুনে নতুন করে সাহায্য আসার ভরসা। তাদের "জাবের" (আশ্রয়-শিবির) পিছনে আশ্রয় নিতে হত। কিন্তু তাদের ভাগ্য ভাল। আফ্রিকার লোক রাইফেলের উপর বেশী ভরসা রাখে না, আদিম পদ্ধতি বর্শেই শত্রুকে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করে। কাজেই তারা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল, আর এই প্রথম এনার্লি দেখতে পেল, পাহাড়ের উপর থেকে একটি মুখ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মস্ত বড়, শক্ত চোয়াল পুরোপুরি নিগ্রোর মাথা, কানে রুপোর ইয়ারিং চিকমিক করছে। পাহাড়ের পিছন থেকে হাত তুলে লোকটা নিজের রেমিংটন রাইফেলটা তার দিকে বাগিয়ে ধরল।

"আমি গুলি করব কি?" এনার্লি শুধাল।

"না, না, ও অনেক দূরে আছে, তোমার গুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

স্কট বলল, "বড়ই সুদৃশ্য শয়তান। ওকে কোড়াকে ধরতে পার না মর্টিমার? ঐ আর একটা।"

সুন্দর মুখের একটি বাদামী আবার কালো ছুঁচলো দাঁড়ি নিয়ে আর একটা পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিল। মাথার সবুজ পাগড়ি দেখেই বোঝা যায় সে একজন হাজী, তার মুখে ধর্মোন্মত্ততার তীব্র উৎসাহের আভাষ।

স্কট বলল, "কত রং-বেরংয়ের মানুষ ওরা।"

মর্টিমার বলল, "ওই শেষেরটি হল সত্যিকারের লড়ায়ে বাগ্‌গারা। ও বড় সাংঘাতিক মানুষ।"

"কী সুন্দর ভয়ংকর দেখতে। ঐ আর একটা নিগ্রো।"

'আরও ছুটো! চেহারা দেখেই বোঝা যায় ওরা দিঙ্কা। ওদের নিয়েই তো আমাদের কৃষ্ণকায় সেনাদল গড়া হয়। এরা যতক্ষণ যুদ্ধে মেতে থাকে ততক্ষণ ভেবেও দেখে না কার জন্য যুদ্ধ করছে। কিন্তু বোকাদের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকত তাহলে বুঝতে পারত যে আরবরাই ওদের বংশানুক্রমিক শত্রু, আর আমরা ওদের বংশানুক্রমিক মিত্র। চেয়ে দেখ, যারা দাস-ব্যবসা ভুলে দিয়েছে তাদের দিকেই ওই বোকা-পাঁঠারা কেমন দাঁত কিরমির করছে।"

"আপনারা ওদের বুঝিয়ে বলতে পারেন না?"

"ও আর একটু কাছে এলে এই পিস্তল দিয়েই বুঝিয়ে দেব। এবার গ্যাট হয়ে বসে পড় এনার্লি। ওরা চলে গেছে।"

সত্যি ওরা চলে গেল। সকলের আগে ছুট দিল পাগড়ি পরা বাদামী লোকটা। তার পায়ে-পায়ে গেল রুপোর ইয়ারিং পরা দৈত্যের মত লোকটা, আর তার একটু পিছনেই বাকি দুজন। তারা যখন একটা পাথর থেকে আর

একটা পাথরে লাফিযে লাফিয়ে যেতে লাগল তখন এনালিব মনে পড়ল তাব স্কুলেব স্পোর্টসের কথা— সেখানে সে হার্ডল-রেসেব ফিতে ধরত। চমৎকাব দৃশ্য। এই-আইন-মানে চলা বৃটনটির মনে মানব জীবনেব পবিত্রতার ধাবণা এতই জোরদাব য এই তরুণ সাংবাদিকটিব পক্ষে বোঝাই শক্ত যে এই লোকগুলোকে মাবতেই চেযেছিল, আব সে কাজটা সাববাব পর্ণ স্বাধীনতা তাব নিজেরও ছিল। সে এমনভাবে তাদের দিকে তাকিযে রইল যেন একটা খেলা হচ্ছে আর সে একজন দর্শকমাত্র।

"এইবার এনালি, এইবাব! আববটিকে ধব!" কে যেন চেঁচিযে বলল।

সে বন্দুকটা তুলল, নলেব অপব প্রান্তেই একটা হিংস্র বাদামী মুখ তার চোখে পড়ল। সে ঘোড়াটা টিপল, কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপেব সঙ্গে মুখটা ক্রমেই আবও বড়, আবও হিংস্র হযে উঠতে লাগল। সে বাব বাব ঘোড়া টিপতে লাগল। তার কনুইযের কাছ দিযে একটা বিকলভাবেব গুলি ছুটে গেল, তাবপর আবও একটা। সে দেখল আববটিব বুকে একটা লাল বিন্দু ফুটে বের হল কিন্তু আববটি তখনও এগিয়ে আসছে।

"আবে গদভ, গুলি চালাও, গুলি চালাও!" স্কট আর্তনাদ করে উঠল।

কিন্তু বৃথাই সে আরও একবাব ঘোড়া টিপল। আবও দুটো পিস্তলের গুলি ছুটে গেল, বিবাট নিগ্রোটা পড়ে গেল, আবাব উঠল, আবাব পড়ে গেল।

"বন্দুকেব ঘোড়াটা টেনে ধব গাধা কোথাকার!" একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল, আব ঠিক সেইমুহূর্তে আরবটি শুযে থাকা উটটাকে লাফিযে পার হযে খালি পায়ে এনালির বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বপ্নেব মধ্যে মনে হল সে যেন মাটিতে পড়ে কাব সঙ্গে প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে, তারপরেই তার মুখের উপরেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল, আব এইভাবেই যুদ্ধে তার প্রথম কাজটি শেষ হল।

"চললাম হে বাপু। তুমি ঠিক সেরে উঠবে। কিছুটা সময় লাগবে।" মর্টিমারের গলা। একটা চশমা-পরা মুখ আব কাঁধের উপর ভারী হাতের স্পর্শ সে অস্পষ্টভাবে অনুভব করল।

"তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। প্রাতঃকালীন সংস্করণ প্রকাশের আগে যদি সময়মত পৌঁছতে পারি তো ভাগ্যের কথা।" কথাগুলি বলতে বলতে স্কট কোমরবন্ধ আঁটতে লাগল।

"আমবা তাবযোগে জানিয়ে দেব যে তুমি আঘাত পেয়েছ, তাহলেই তোমাব লোকেবা বুঝতে পাববে কেন তোমার কাছ থেকে খবর যায় নি। যদি রয়টার অথবা এক পেনি দামের সান্ধ্য কাগজওয়ালারা আসে তো কথাটা ফাঁস করে দিও না। আব্বাস তোমার দেখাশুনা করবে, আর কাল বিকেল নাগাদ আমরা ফিরে আসব। বাই-বাই।"

এনালি সবই শুনল, যদিও জবাব দেবার মত উৎসাহ বোধ করল না। তারপর যখন দেখতে পেল হলুদ পোশাক পরা দুই আরোহীকে নিয়ে দুটো বাদামী ঘোড়া পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন হঠাৎ তার স্মৃতি পরিষ্কার হয়ে এল, সে বুঝতে পারল, জীবনের প্রথম সাংবাদিকতার বড় সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। লড়াইটা ছোট, কিন্তু এ-যুদ্ধের এটাই প্রথম লড়াই, আর দেশের সব মানুষ সংবাদের জন্য সতৃষ্ণভাবে অপেক্ষা করে আছে। তারা "কুরিয়ার"-এ সংবাদটা পাবে, "ইন্টেলিজেন্স" এ পাবে, কিন্তু "গেজেট"-এ একটা কথাও পাবে না। কথাটা মনে আসতেই সে উঠে দাঁড়াল, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে যাওয়ায় খেজুর গাছের গুঁড়িটাকে ধরে নিজেকে সামলে নিল।

সে যেখানে মাটিতে পড়ে ছিল মস্তবড় কালো লোকটা সেখানেই পড়ে আছে, তার প্রশস্ত বুকটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, ক্ষতের চারপাশে মাছি ভিনভিন করছে। তার কয়েক গজের মধ্যেই আরবি লোকটার দেহ পড়ে আছে, দুই হাতে মাথাটা তখনও চেপে ধরে আছে। তার উপরেই আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে এনালির পাখি-মারা বন্দুকটা, একটা নলে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, অপরটার ঘোড়া অর্ধেকটা টানা অবস্থায় রয়েছে।

"স্কট এফেন্দি (মশায়) আপনার বন্দুক দিয়েই ওকে গুলি মেরেছেন," কে যেন বলল। লোকটি আব্বাস, তার ইংরেজ জানা খাস চাকর।

এনালি লজ্জায় আর্তনাদ করে উঠল। তার এতখানি মতিচ্ছন্ন হয়েছিল যে বন্দুকের ঘোড়া টানতেও সে ভুলে গিয়েছিল, অথচ সে জানে যে ভয় নয়, আগ্রহই তাকে পেয়ে বসেছিল। হাতটা তুলে কপালে ছোঁয়াল, একটা ভেজা রুমাল তার কপালে জড়ানো।

"বাকি দুজন দরবেশ কোথায় গেল?"

"তারা পালিয়েছে। একজনের হাতে গুলি লেগেছে।"

"আমার কি হয়েছিল?"

"এফেন্দির মাথা কেটে গিয়েছে। এফেন্দি দুষ্টু লোকটাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, আর স্কট এফেন্দি তাকে গুলি করেছিলেন। মুখটা খুব পুড়ে গেছে।"

এবার এনালি হঠাৎ বুঝতে পারল, তার চামড়াটা চড় চড় করছে এবং চুল পোড়ার একটা দুর্গন্ধ নাকে লাগছে। গোঁফে হাত দিল। গোঁফ নেই। ভুরুও কি গেছে? তাও খুঁজে পেল না। তারা যখন মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল তখন তার মাথাটা দরবেশের মাথার খুব কাছাকাছিই ছিল, এটা তার নিজের বন্দুকের বিস্ফোরণের ফল। যাহোক, ফ্লিট স্ট্রীটে ফিরে যাবার আগে নিশ্চয় কিছু চুল গজিয়ে যাবে। কিন্তু ক্ষতটাকে নিয়েই ভাবনা। ওটাই কি তার পক্ষে সারাস-এর তার-আপিসে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? এখন একমাত্র পথ একবার চেষ্টা করে দেখা।

কিন্তু এখানে তো রয়েছে শুধু তার ছোটখাট সিরীয় ঘোড়াটি। মাথাটা নুইয়ে হাঁটু ভেঙে সেটা দাঁড়িয়ে আছে সূর্যাস্তের আলোয় দেখে মনে হচ্ছে এখনও ওটার সকাল বেলাকার ধকল কাটে নি। তার উপর পঁয়ত্রিশ মাইল পথ ও ছুটতে পারবে বলে কি আশা করা যায়? তার সঙ্গীদের জুটো ভাল ঘোড়ার পক্ষেই কাজটা শক্ত—অথচ সে দুটি ঘোড়া দেশের সবচাইতে দ্রুত ও কর্মঠ। সবচাইতে কর্মঠ কি? তাদের চাইতেও কর্মঠ একটা জীব আছে—সত্যিকারের ছুটন্ত একটা উট। একটা উট যোগাড় করতে পারলে সে হয় তো সকলের আগেই তার আপিসে পৌঁছতে পারবে। কারণ মর্টিমারই বলেছে যে ত্রিশ মাইলের পরে ওরা যেকোন ঘোড়াকে মেরে বেরিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, যদি একটা সত্যিকারের ছুটন্ত উট সে যোগাড় করতে পারে আর তখনই চকিতে মর্টিমারের কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল 'চকিত আক্রমণের সময় দরবেশরা ঐ ধরনের জন্তুতে চড়েই আসে।"

দরবেশরা যে জন্তু চড়ে! এই মৃত দরবেশরা কিসে চড়ে এসেছিল! মুহূর্তের মধ্যে সে পাহাড়ের দিকে ছুট দিল, আব্বাস আপত্তি জানাতে জানাতে তার পিছনে ছুটল। পলাতক দুজন কি সবগুলো উট সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে, নাকি নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই তারা ব্যস্ত ছিল? এক জায়গায় রেমিংটন কার্তুজের পিতলের খালি খোলের স্তূপ দেখে বুঝতে পারল শত্রুরা কোথায় ঘাপটি মেরে ছিল। আর তখনই তার আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা হল, কারণ একটু দূরেই খাঁড়িটার মধ্যে এমন একটা উটের সুদৃশ্য উঁচু সাদা গলা ও সুন্দর মাথা দেখা গেল যেমনটি সে আগে কখনও দেখে নি—রাজহাঁসের মত কী চমৎকার দেখতে।

"উটটি পাহাড়ের ছায়ায় হাঁটু ভেঙে বসে আছে জলের থলে ও জিনিসপত্রের একটা ঝোলা ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝোলানো, সামনের পা দুটো আবরণের কাপড়ায় হাঁটুর কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা। এনালি সামনের পা দুটিতে একটা পা রাখল আব্বাস দড়িটা খুলে নিল। এনালি একবার সামনে সরে গেল, পরমুহূর্তেই আবার ছিটকে পিছনে চলে এল এনালি প্রাণপণে যা পেল তাই চেপে ধরল আবার ছিটকে সামনে সরে গেল। ততক্ষণে উটটা উঠে দাঁড়িয়েছে তরুণ সাংবাদিকটি মরুভূমির উড়োজাহাজটার পিঠে নিরাপদে চেপে বসেছে। উটটি যেমন শান্ত, তেমনই দ্রুতগতি, গলাটা দোলাতে দোলাতে বাদামী চোখ মেলে চারদিকে তাকাল। এনালি কাঠের গজালটাকে দুই পা দিয়ে প্যাঁচ মেরে আব্বাসের দেওয়া বাঁকা লাঠিটাকে চেপে ধরল। লাঠিটাকে উটের গলায় ছোঁয়ানো মাত্রই তার মনে হল আব্বাসের বিদায় সম্ভাষণ যেন অনেকটা পিছন থেকে তার কানে এল, আর কালো কালো পাহাড় ও হলুদ বালুরাশি দুই পাশে নাচতে নাচতে সরে যাচ্ছে।

উটের পিঠে বসে ছোটার অভিজ্ঞতা এই প্রথম, প্রথম দিকে মন্দ লাগল

না। হাঁটু দিয়ে উটের পেট চেপে ধরে আরবদের মত সামনে-পিছনে ঝুঁকে ঝুঁকে চলতে লাগল।

আগ্নেয়গিরির কালো চূড়াগুলোর পিছনে সূর্য অস্ত গেল, চূড়াগুলো দেখতে অনেকটা খনি মুখের ধাতুমলের স্তূপের মত। পশ্চিম আকাশে হাল্কা সবুজ ও ফিকে গোলাপীর আভা লেগেছে। নীল নদের উপর নেমে-আসা সন্ধ্যাটিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে, উচ্ছ্বসিত বাদামী নদীর বুকে সেই রঙের ছায়া পড়ে ঝিকমিক করছে। আলো গরম ও পোকার ডাক সব এক সঙ্গে থেমে গেছে। মাথার যন্ত্রণা সত্ত্বেও এনালির আনন্দে চীৎকার করতে ইচ্ছা করল, উত্তরের শান্ত বাতাস তার পোড়া মুখের উপর যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে, আর তারই ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে উড়ে চলেছে এই দ্রুতগতি জীবটি।

ঘড়ি দেখল, তাড়াতাড়ি সময় ও দূরত্বের একটা হিসাব কষে ফেলল। সাড়ে ছটায় সে তাঁবু ছেড়েছে। এবড়োখেবড়ো মাটিতে ঘণ্টায় কম-বেশী সাত ঘণ্টার বেশী পথ চলার আশা সে করতে পারে না। রাস্তার বেশীর ভাগ অংশই খারাপ, মাত্র অল্প কিছু অংশ ভাল। কাজেই সে যদি বারোটা থেকে একটার মধ্যে সাবাস পৌঁছতে পারে তাহলেই ভাগ্য বলতে হবে। তারপর সংবাদ তৈরি করতেও পাক্কা দু ঘণ্টা লেগে যাবে, কারণ কায়রোতে সেগুলিকে অন্য বর্ণমালায় লিখতে হবে। ফ্লিট স্ট্রীটে তার কাহিনী শোনাতে কম করে হলেও সকাল দুটো কি তিনটে বেজে যাবে। কাজটা করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু কতদূর কি হবে বোঝা শক্ত। তিনটে নাগাদ প্রাতঃকালীন সংস্করণটা তৈরী হয়ে যাবে, আর তাহলেই তার সব সুযোগ পণ্ড হবে। একটা কথা পরিষ্কার—যে লোক সবপ্রথম তার আপিসে পৌঁছতে পারবে একমাত্র সেই একটা সুযোগ পেতে পারে, এনালি স্থির করল তাকে প্রথম যেতেই হবে। সে উটটার পাথর মণ্ডলায় টোকা মারল, আর প্রতিটি টোকার সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটার লম্বা, নরম পাগুলো দ্রুততর ছুটতে লাগল। পাথুরে রাস্তা যেখানে নদীতে নেমে গেছে সেখানে ঘোড়াকে ঘুরে যেতে হয়, কিন্তু উট সোজা এগিয়ে নদী পার হয়ে যায়। তাই এনালির মনে হল, সে সঙ্গীদের চাইতে এগিয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু এ কথা মনে করার দামও তাকে দিতে হল। সে শুনেছে উটের পিঠে চলতে চলতে অনেকে ছিটকে পড়ে যায়। সে আরও জানে যে দীর্ঘ পথযাত্রার সময় আরবরা লম্বা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে শক্ত করে শরীর বেঁধে নেয়। সমতল পথে ছুটবার সময় এটা তার কাছে অপ্রয়োজনীয় ও হাস্যকর মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন পাথুরে পথে চলতে গিয়ে কথাটার মর্ম সে বুঝতে পারল। একমুহূর্তের জন্যও একটা বিশেষ কোণে সে শরীরটাকে রাখতে পারছে না। একবার পিছনে, একবার সামনে অবিরাম দুলছে, গলা থেকে

হাঁটু পর্যন্ত ব্যথা করছে। কাঁধে ঝাঁকুনি লাগছে। শিরদাড়ায় লাগছে লাগছে কোমরে ও পাঁজরের নীচে। মাংসপেশীর চাপকে কমাতে হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই চেপে ধরছে। হাঁটু দুটো তুলে নিল, আসন পাল্টাল, মরে গেলেও এগিয়ে যাবেই এই দৃঢ় সংকল্পে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, পোড়া মুখটা জ্বালা করছে, শরীরের প্রতিটি সন্ধিতে যন্ত্রণা হচ্ছে. যেন সব স্থানচ্যুত হয়েছে। কিন্তু চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে যখন নদীতীরস্থ পথে ঘোড়ার ক্ষুরের খট খট শব্দ শুনতে পেল এবং বুঝতে পারল যে সঙ্গীদের অজ্ঞাতেই সে তাদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে তখন সে সবকিছু ভুলে গেল। কিন্তু বড় জোর অর্ধেক পথ সে পার হয়েছে, অথচ এর মধ্যেই এগারোটা বেজে গেছে।

করোগেটেড লোহার যে ছোট ঘরটাতে সাবাস-এর টেলিগ্রাম-আপিস বসানো হয়েছে সেখানকার টেলিগ্রামের কাঁটাগুলো সারাদিন নির্বাবচ্ছিন্নভাবে টিক-টিক করে চলেছে। ফাঁকা দেয়াল ও প্যাকিং-বাক্সের আসন সত্ত্বেও এই মুহূর্তে এটাই পৃথিবীর বুকে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান, আর এই কাটা-কাটা অতি প্রয়োজনীয় টিক-টিক শব্দগুলি হয়তো আসছে ভাগ্য দেবতার আদিম ঘড়ির কাঁটা থেকে। এইসব তারের অপর প্রান্তে বসে আছে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি— সংযোগ রক্ষা করে চলেছে একটি ঘামে ভেজা সামরিক করণিকের সঙ্গে। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দাবী করেছে, একজন ইংরেজ মাদ্রাজ ভাবপ্রাপ্ত সেনাপতির কাছে পরিস্থিতির ফলাফল জানাবার অনুরোধ করেছে। সাংকেতিক তারগুলো করণিকটির মাথা গুলিয়ে দিয়েছে, কারণ সংকেতের অর্থ জানা না থাকলে সাংকেতিক তার গ্রহণ করার চাইতে বাজে কাজ আর কিছু নেই। সারা দিন ইওরোপের বিভিন্ন চ্যান্সেলার ভবনের নিভৃত কক্ষে উচ্চ কূটনীতির অনেক খেলা চলেছে, আর তারই ফলাফল চুপি চুপি পাঠানো হয়েছে করোগেটেড লোহার এই ছোট ঘরটিতে। সকাল দুটো নাগাদ একটা লম্বা ডেচপাচ সবে শেষ হয়েছে আর ক্লান্ত অপারেটারটি ঘরের দরজাটা খুলে বাইরের ঠাণ্ডা, তাজা বাতাসে পাইপটা ধরিয়েছে, এমন সময় সে দেখতে পেল একটা উট ধপাস করে ধুলোর মধ্যে বসে পড়েছে আর একটি লোক মাতালের মত গড়াতে গড়াতে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

সে চেঁচিয়ে বলল, "এখন সময় কত ?"

করণিকটির ঠোঁটে এসেছিল বলে দেয় যে প্রশ্নকর্তার শুয়ে পড়ার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু সে জানে কোন অভিযানের সময় খাকি-পরা মানুষদের ঠাট্টা-ইয়াকি করা নিরাপদ নয়। কাজেই এখন দুটো বেজে গেছে এইটুকু জবাব দিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকল।

কিন্তু সে যে ঠাট্টাই করুক তার ফল এর চাইতে মারাত্মক হতে পারত না। লোকটির কণ্ঠস্বরেও মাতলামির ছোঁয়া লাগল, চৌকাঠটা ধরে সে কোনরকমে সামলে নিল।

"দুটো ! তাহলে তো আমার হয়ে গেল।" লোকটি বলল। তার মাথাটা রক্তাক্ত রুমালে বাঁধা, মুখ রক্তাক্ত, যেন পিঠের সব মজ্জা বেরিয়ে গেছে এমনি-ভাবে বাঁকানো পায়ের উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। করণিক বুঝতে পারল, একটা অসাধারণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

"লণ্ডনে একটা তার পাঠাতে কতক্ষণ সময় লাগবে?"

"প্রায় দু ঘণ্টা"

"আর এখন দুটো বাজে। চারটের আগে তো সেখানে পৌঁছে দিতে পারব না।"

"তিনটের আগে"

"চার।"

"না, তিন।"

"কিন্তু আপনি বললেন দু ঘণ্টা।"

"হ্যাঁ, কিন্তু দ্রাঘিমার হিসাবে এক ঘণ্টা তফাৎ হয়।"

"হে ভগবান, তাহলে এখনও কাজটা করতে পারব।" এনার্লি চেঁচিয়ে বলল। টলতে টলতে এগিয়ে একটা প্যাকিং-বাক্সের উপর বসে সে তার বিখ্যাত উচপাচটি আউড়ে যেতে লাগল।

আর তাতে এই হল যে সমাধি লিপির মত শিরোনামসহ একটা লম্বা কলম ভর্তি সংবাদ প্রকাশিত হল "গেজেট"এ, আর "ইণ্টেলিজেন্স" ও "কুরিয়ার" প্রকাশিত হল, তাদের সম্পাদকদের মুখের মতই ফাঁকা হয়ে। আর ওদিকে কি হল, বিধ্বস্তপ্রায় ঘোড়ায় চেপে দুটি ক্লান্ত মানুষ সকাল চারটে নাগাদ সাবাস ডাক-ঘরে পৌঁছে নীরবে পরস্পরের দিকে একবার তাকাল এবং নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে যে এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যার বর্ণনা ইংরেজি ভাষায় দেওয়া যায় না।

লস্ এমিগোস-এর হাস্যকর পরাজয়

The Los Amigos Flasco

আমি তখন লস্ এমিগোস-এর শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসক। অবশ্য সেখানকার বিরাট বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের কথা সকলেই শুনেছেন। শহরটা দূরবিস্তার, তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে কয়েক ডজন ছোট শহর ও গ্রাম, তাদের সব বিদ্যুৎই ঐ একই কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হয়, কাজেই বেশ বড় মাপেই কাজকর্ম চলে। লস্ এমিগোস্-এর লোকরা বলে, সব ব্যাপারেই তারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ, কিন্তু একমাত্র জেলখানা ও মৃত্যু-হার ব্যতীত লস্ এমিগোস্-এর অন্য সব ক্ষেত্রেই তাদের এই দাবী আমরা সমর্থন করি। ও দুটোই সেখানে ক্ষুদ্রতম।

এখন, এমন সুন্দর একটা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও লস্ এমিগোস-এর দণ্ডিত অপরাধীরা সেকেলে প্রথায় প্রাণ দেবে, এটাকে শমপাটের একটা অন্যায় অপচয় বলেই মনে করা হত। তারপর এল পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎবাহিত মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ। আরও জানা গেল, যতটা আশা করা গিয়েছিল, নতুন ব্যবস্থায় মৃত্যুটা ততখানি তাৎক্ষণিক হতে পারে নি। পশ্চিমের ইঞ্জিনীয়াররা যখন শুনল যে দুর্বল বিদ্যুৎস্পর্শে লোকগুলির মৃত্যু ঘটেছে তখন তারা ভুরু তুলে তাকাল এবং লস এমিগোস-এ বসে প্রতিজ্ঞা করল, কোন সংশোধনাতীত বন্দী যদি তাদের হাতে আসে তো তারা সুচারুরূপে তার ব্যবস্থা করবে এবং সবগুলো বড ডায়নামোকে একযোগে চালিয়ে দেবে। ইঞ্জিনীয়াররা বলল, একটাকেও সংরক্ষিত রাখা হবে না, তাদের সবগুলো ডায়নামোর সুবিধাই সে-লোক পাবে। তাব ফল কি হবে তা নিয়ে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাইল না; শুধু এইটুকু বলল যে ব্যাপারটা হবে সম্পূর্ণ বিস্ফোরক ও মারাত্মক। তারা যেভাবে তাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করবে আর কখনও কোন মানুষের বেলায় তেমনটি হয় নি। দশটা বজ্রের মৌলিক শক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করা হবে। কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কেউ বা বলল পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবে। বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা এ প্রশ্নের মীমাংশা করবাব জন্য তারা অপেক্ষা করতে লাগল, আর ঠিক সেই-মুহূর্তে উদয় হল ডানকান ওয়ার্ণার।

অনেক বছব ধরে আইনই ওয়ার্ণারের খোঁজ করছিল, কিন্তু আর কেউ তার খোঁজখবর করে নি। অসমসাহসিক গুণ্ডা, হত্যাকারী, ট্রেন-ডাকাত, পথ-ডাকাত—লোকটা এতসব দুষ্কর্মের নায়ক যে মানুষের সবরকম করুণার অতীত সে। অন্তত ডজনখানেক মৃত্যু তার প্রাপ্য ছিল, তাই এরকম একটা ঝলমলে মৃত্যু তার ভাগ্যে ঘটে যাওয়ায় লস এমিগোস-এর মানুষদের মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। মনে হয়, সে নিজেকেও এই মৃত্যুর অযোগ্য বলে ভেবেছিল, কারণ দু' দুবাব সে পালিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। লোকটি শক্তিমান, পেশীবহুল, সিংহের মত মাথা, এলোমেলো কালো চুল, প্রলম্বিত দাঁড়িতে চওডা বুকটা ঢাকা পড়েছে। যখন তার বিচার চলছিল তখন সারা আদালতে তার চাইতে সুন্দর মাথা আর কারও ছিল না। সব-চাইতে সুন্দর একখানা মুখ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছে—এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু তার সুন্দর চাউনি তার দুষ্কর্মের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। তার অ্যাডভোকেট সাধ্যমত চেষ্টা করল, কিন্তু সব তাসই যে তার বিরুদ্ধে; ডানকান ওয়ার্ণারকে লস্ এমিগোস-এর প্রকাণ্ড ডায়নামোগুলোর করুণার উপর ছেড়ে দেওয়া হল।

বিষয়টি নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন সেই কমিটির সভায় আমি ছিলাম। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থার তদারকির জন্য নগর-পরিষদ চারজন বিশেষজ্ঞকে

মনোনীত করেছিল। তাদের মধ্যে তিনজন প্রশংসার্হ ব্যক্তি। ছিল জোসেফ ম্যাকনর যে ডায়নামাগুলোর নক্সা তৈরি করেছিল, ছিল লস্ এমিগোস বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার সভাপতি যণ্ডয়া ওয়েস্টম্যাকট, প্রধান চিকিৎসক হিসাবে আমি ছিলাম, আর ছিল একজন বৃদ্ধ জার্মান, নাম পিটার স্‌লুপ্‌ন্যাগেল। লস্ এমিগোস এ জার্মানরা সংখ্যায় অধিক, আর তারা সকলেই এই লোকটির স্বপক্ষে ভোট দিয়েছিল। এইভাবেই সে কামটিতে এসেছিল। শোনা যায়, দেশে থাকতে সে নাকি একজন আশ্চর্য বিদ্যুৎবিদ ছিল, অনন্তকাল ধরে সে বৈদ্যুতিক তার, ইনসুলেটর, আর লেডেন-পাত্র নিয়েই কাজ করছে, কিন্তু যেহেতু সে আর বেশীদূর এগোতে পারে নি, অথবা প্রকাশ করার মত কোন ফল দেখাতে পারে নি, তাই শেষ পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয়েছে যে সে একটি নিরীহ দাম্ভিক লোক, বিজ্ঞানই তার একমাত্র নেশা। যখন শুনলাম যে এই লোকটি আমাদের সহকর্মী নিযুক্ত হয়েছে তখন আমরা তিনটি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একটু হেসেছিলাম। যাইহোক, সভায় আমরা নিজেদের মধ্যেই বেশ ভালভাবে সব ব্যবস্থা করে ফেললাম, বুড়ো মানুষটিকে কোনরকম আমলই দিলাম না, বুড়ো লোকটিও সারাক্ষণ কানের পিছনে দুটো হাত রেখে বসে রইল, কারণ সে কানে একটু কম শোনে, পিছনের বেঞ্চিতে বসে সংবাদপত্রে যে ভদ্রলোকটি নোট নিচ্ছিল সে এই সভার কাজে যতটা অংশ নিয়েছে, জার্মানবৃদ্ধটি তার চাইতে বেশী কিছু করে নি।

সব বিধিব্যবস্থা করতে আমাদের বেশী সময় লাগল না। নিউ ইয়র্কে দু' হাজার ভোল্টের মত বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল, তাতে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাদের ধাক্কাটা খুবই দুর্বল ছিল। লস্ এমিগোস সে ভুল করবে না। বিদ্যুৎশক্তিকে ছয়গুণ বাড়াতে হবে, আর তাহলে সেটা ছয়গুণ বেশী ফলপ্রসূ হবে। এরচাইতে যুক্তিসম্মত কথা আর কিছু হতে পারে না। প্রকাণ্ড ডায়নামোগুলোর গোটা সম্মিলিত শক্তি ডানকান ওয়ার্ণারের উপর প্রয়োগ করা হবে।

তিনজনে মিলে এই ব্যবস্থা পাকা করে সভা ভেঙে দিয়ে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় আমাদের নীরব সঙ্গীটি প্রথমবার মুখ খুলল।

বলল, "ভদ্রগণ, আমার মনে হচ্ছে, বিদ্যুৎবিষয়ক আলোচনায় আপনাদের অসাধারণ অজ্ঞতাই প্রকাশ পাচ্ছে। মানুষের উপর বিদ্যুৎ-শক্তির ক্রিয়ার প্রথম নীতিগুলিও আপনাদের অধিগত নয়।"

এই অমার্জিত মন্তব্যে কমিটি একটা ক্রুদ্ধ জবাব দিতে উদ্যত হতেই বিদ্যুৎ-সংস্থার সভাপতি নিজের কপালটা আস্তে আস্তে ঠুকে বক্তার এই পাগলামিতে ঈষৎ প্রশ্রয় দিল।

ব্যঙ্গের হাসির সঙ্গে বলল, "দয়া করে বলুন তো স্যার, আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে এমন কি আছে যাতে আপনি ত্রুটি দেখেছেন?"

"বিদ্যুৎশক্তি বৃদ্ধি করলেই যে ছোট শক্তির তুলনায় ফলাফলটা বেড়ে যাবে এই ধারণাটাই তো ত্রুটিপূর্ণ। ফলটা যে সম্পূর্ণ উল্টো হওয়াও সম্ভব সেটা কি আপনারা মনে করেন না? এত অধিক শক্তিসম্পন্ন আঘাতের ফল কি হতে পারে বাস্তব পরীক্ষার ভিত্তিতে সে সম্পর্কে আপনারা কি কিছু জেনেছেন?"

সভাপতি সগৌরবে বলল, "আমরা জেনেছি উপমার সাহায্যে। মাত্রা বাড়ালে যেকোন ওষুধেরই ফলও বৃদ্ধি পায়, যেন ধরুন—যেমন ধরুন -"

"হুইস্কি", যোসেফ ম্যাকনর বলল।

"ঠিক তাই, হুইস্কি। ওতেই তো প্রমাণ পাওয়া যায়।"

পিটার স্টুল্‌প্‌ন্যাগেল হেসে মাথা নাড়ল।

বলল, "আপনার যুক্তিটা খুব ভাল নয়। আমি নিজে যখন হুইস্কি খেতাম তখন দেখেছি, এক গ্লাস খেলে আমি উত্তেজনা বোধ করতাম, আর দু গ্লাস খেলেই ফল হত ঠিক উল্টো, ঘুমিয়ে পড়তাম। এখন ধরুন, বিদ্যুৎশক্তিও যদি এইরকম বিপরীত পথে কাজ করে, তখন কি হবে?"

আমরা তিন বাস্তববাদী মানুষ হো হো করে হেসে উঠলাম। আমরা জানতাম যে আমাদের সহকারীটি একটু অদ্ভুত মানুষ, কিন্তু সে যে এতখানি অদ্ভুত তা কখনও ভাবি নি।

পিটার স্টুল্‌প্‌ন্যাগেল পুনরায় বলল, "তখন কি হবে?"

সভাপতি বলল, "কাজটা করেই দেখি কি হয়।"

পিটার বলল, "একটা কথা ভেবে দেখুন, যেসব মজুররা বৈদ্যুতিক তারে হাত দিয়েছে এবং মাত্র কয়েক শ ভোল্টের শক খেয়েছে তারা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। ঘটনাটা খুবই জানা। অথচ নিউইয়র্কে একজন অপরাধীর উপর যখন বেশী বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল, তখন সে বেশকিছু সময় লড়াই চালিয়েছিল। এর থেকে কি বুঝতে পারছেন না যে অল্প মাত্রাটাই বেশী মারাত্মক।"

সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখুন ভদ্রজনরা, আমি মনে করি এ আলোচনায় যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। আমি ধরেই নিচ্ছি যে, কমিটির সংখ্যাধিক্যের ভোটে ইতিমধ্যে বিষয়টির মীমাংসা হয়ে গেছে, এবং আগামী মঙ্গলবার লস এমিগোস ডায়নামোগুলোর পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে ডানকান ওয়ার্নারকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করা হবে। তাই তো?"

"আমি একমত," যোশেফ ম্যাকনর বলল।

"আমি একমত," আমি বললাম।

"আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি", পিটার স্টুল্‌প্‌ন্যাগেল বলল।

সভাপতি বলল, "তাহলেও প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল, আর আপনার প্রতিবাদ যথারীতি কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা থাকবে।" সভা ভেঙে গেল।

বৈদ্যুতিক দণ্ডবিধান-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হল খুবই অল্প। জল্লাদসহ আমরা কমিটির চারজন সদস্যই উপস্থিত হলাম, আমাদের হুকুমমতই জল্লাদ কাজ

করবে। আর উপস্থিত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল, জেলখানার গভর্ণর, পাদরি ও সংবাদপত্রের তিন প্রতিনিধি। ঘরটি ছোট, ইটের কামরা, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ঘাটির বহির্বাটির মত তার অবস্থান। একসময় ঘরটা লণ্ড্রী হিসাবে ব্যবহার হত, এককোণে আছে একটা উনুন ও তামার পাত্র দণ্ডিত লোকটির জন্য একটিমাত্র চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। চেয়ারের সামনে একটি ধাতুর পাত তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটা মোটা ঢাকা-দেওয়া তার। মাথার উপরে সিলিং থেকে আর একটা তার ঝুলছে, লোকটির মাথায় পরাবার জন্য রাখা টুপিটার উপর থেকে যে ছোট ধাতব রডটা বেরিয়ে আছে তার সঙ্গে ঐ তারটাকে জুড়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। সেটা জুড়ে দেওয়া মাত্রই ডানকান ওয়াগণারের শেষের ঘণ্টা বাজবে।

বন্দীর আসার অপেক্ষায় আমরা চুপচাপ বসে আছি। কর্মিৎকর্মা ইঞ্জিনিয়ারদের মুখ কিছুটা ম্লান, অস্বস্তির সঙ্গে তারা তারগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। মার্শালের নিজেরও অস্বস্তি অনেক, কারণ ফাঁসিতে ঝোলানো এক কথা, আর এই রক্ত-মাংস সমেত উড়িয়ে দেওয়া আর এক কথা। সাংবাদিকদের মুখগুলো তো তাদের হাতের কাগজের চাইতেও সাদা। একমাত্র ছোটখাট পাগলা জার্মান লোকটির উপরই এইসব উদ্যোগ আয়োজনের কোন প্রভাব পড়েনি, ঠোঁটে হাসি আর চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক ছড়িয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন কি একাধিকবার সে হো-হো করে হেসেও উঠল, শেষ পর্যন্ত অসময়ে এই চপলতা প্রকাশের জন্য পাদরি তাকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করল।

বলল, "মিঃ স্টুলপ্‌নাগেল, আপনি এতটা আত্মহারা হয়ে পড়লেন কেমন করে যাতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এভাবে হাসতে পারছেন?"

জার্মান লোকটি কিন্তু মোটেই লজ্জিত হল না।

বলল, "মৃত্যুর মুখোমুখি হলে নিশ্চয়ই হাসতাম না, কিন্তু তা যখন নয় আমি যা খুশি তাই করতে পারি।"

এই নির্লজ্জ জবাব শুনে পাদরি আরও কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেই যাচ্ছিল, এমন সময় দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল, আর ডানকান ওয়াগণারকে মাঝখানে নিয়ে দুজন প্রহরী ঘরে ঢুকল। লোকটি কঠিন মুখে চারদিক তাকাল, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটায় বসে পড়ল।

"শুরু করে দিন!" সে বলল।

তাকে ঝুলিয়ে রাখা বর্বরতা। পাদরি অস্ফুটস্বরে তার কানে কানে কয়েকটি কথা বলল, পরিচারক তার মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিল, তারপরেই আমাদের রুদ্ধশ্বাস দৃষ্টির সম্মুখে তার ধাতুর মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হল।

সেই ভয়ংকর বিদ্যুৎপ্রবাহ তার শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া মাত্রই চেয়ারের উপরে সে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু সে মারা গেল না। উপরন্তু তার চোখ দুটো আগের চাইতে অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে ঝকঝক করতে লাগল।

তার শুধু একটিমাত্র পরিবর্তন ঘটেছে, আর সেটা খুবই অদ্ভুত। প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর থেকে যেভাবে ছায়া সরে যায় ঠিক সেইভাবে তার চুল ও দাঁড়ি থেকে কালো রংটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন চুল ও দাঁড়ি দুইই বরফের মত সাদা। অথচ দেহের অন্য কোথাও ক্ষয়ের চিহ্নমাত্র নেই। গায়ের চামড়া ছোট শিশুর মতই মসৃণ ও চকচকে।

মার্শাল ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে কমিটির দিকে তাকাল।

বলল, "ভদ্রজন, মনে হচ্ছে তারটা কোথাও ছিঁড়ে গেছে।"

আমরা তিন কর্মিৎকর্মা পরস্পরের দিকে তাকালাম।

পিটার স্টুল্‌প্‌ন্যাগেলের ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি।

আমি বললাম, "মনে হচ্ছে, আর একটা শক দিলেই কাজ হবে।"

আবার সংযোগ ঘটানো হল, ডানকান ওয়ার্ণার আর একবার তার চেয়ারে লাফিয়ে উঠে আর্তনাদ করল, কিন্তু এ কী! সে যদি তখনও চেয়ারে বসে না থাকত তাহলে আমরা তাকে চিনতেই পারতাম না। মুহূর্তের মধ্যে তার চুল-দাঁড়ি সব খসে পড়েছে, আর ঘরটা দেখাচ্ছে শনিবার রাতের ক্ষৌরকারের দোকানের মত। সে বসে আছে, চোখ দুটি চক্‌ চক্‌ করছে, গায়ের চামড়ায় পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা, শুধু মাথা জোড়া হল্যাণ্ডের মাখনের মত চকচকে একখানা টাক, আর থুতনিতে দাঁড়ির চিহ্নমাত্র নেই। সে একটা হাত ঘোরাতে লাগল, প্রথমে ধীরে ধীরে ও সন্দেহের সঙ্গে, কিন্তু ক্রমেই অধিকতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোরে জোরে।

"আপনি বেশ ভাল বোধ করছেন?" বুড়ো জার্মান জিজ্ঞাসা করল।

ডানকান ওয়ার্ণার খুশির সঙ্গে বলল, "জীবনে কখনও এত ভাল বোধ করি নি।"

পরিস্থিতিটা বেদনাদায়ক। মার্শাল কমিটির দিকে তাকিয়ে আছে। পিটার স্টুল্‌প্‌ন্যাগেল দাঁত বের করে হাতে হাত ঘসছে। ইঞ্জিনায়াররা মাথা চুলকোচ্ছে। টাক-মাথা বন্দী হাতটা ঘোরাচ্ছে, তার মুখে খুশির আমেজ।

"আমি মনে করি আরও একটা শক—" সভাপতি বলতে শুরু করলেন।

মার্শাল বলে উঠল, "না স্যার, একটা সকালের পক্ষে যথেষ্ট বোকামি আমরা করেছি। আমরা এখানে এসেছি প্রাণদণ্ড দিতে, আর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাই করা হবে।"

"আপনার কি প্রস্তাব?"

"সিলিং-এ হাতের কাছেই একটা হুক দেখতে পাচ্ছি। একটা দড়ি আনা হোক, আর তাহলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

প্রহরীরা দড়ি আনতে চলে গেল। বেশ দেরি হতে লাগল। পিটার স্টুল্‌প্‌ন্যাগেল ডানকান ওয়ার্ণারের উপর ঝুঁকে পড়ে তার কানে কানে কি যেন বলল। দুঃসাহসী লোকটি অবাক হয়ে তাকাল।

"আপনি বলছেন?" সে প্রশ্ন করল।

জার্মানটি মাথা নাড়ল।

"সে কি? কোন পথ নেই?"

পিটার মাথা নাড়ল, তারপর দুজনই এমনভাবে হেসে উঠল যেন একটা বড়রকমের রসিকতার ব্যাপার ঘটেছে।

দড়ি এল। মার্শাল নিজেই ফাঁসটা অপরাধীর গলায় পরিয়ে দিল। তারপরেই দুজন প্রহরী, একজন সহকারী ও সে নিজে—তিনজনে মিলে লোকটিকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিল। আধ ঘণ্টা সে সিলিং থেকে ঝুলে রইল—কী ভয়ংকর দৃশ্য। তারপর গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে তারা তাকে নামিয়ে আনল; একজন প্রহরী একটা আবরণের ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মাটিতে পা ছোঁয়ানো মাত্রই আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ভাংবান ওয়াগনার দুটো হাত গলা পর্যন্ত তুলে ফাঁসটা খুলে ফেলল, আর একটা টানা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল।

বলে উঠল, "দল ভেঙে বাগানের ফিলামেন্টটা ভালই চলছে। উঁচু থেকে দৃশ্যটা ভালই দেখতে পেয়েছিলাম", বলে সে সিলিং-এ ঝোলানো হুকটাকে দেখাল।

মার্শাল চীৎকার করে উঠল, "ওকে আবার ঝুলিয়ে দাও! যেমন করেই হোক ওর কারবারটাকে বন্ধ করে দিতেই হবে।"

একমুহূর্তের মধ্যেই লোকটিকে আবার হুকে ঝোলানো হল।

সেইভাবে এক ঘণ্টা রেখে দেবার পর আবার যখন তাকে নামানো হল তখন সে বহাল তবিয়তে কথা শুরু করে দিল।

বলতে লাগল, "খুব খুশী হলাম; বেশী 'আর্নেস্ট স্যালুন' এ সামান্য করে। এক ঘণ্টার মধ্যে তিনবার মেরে ফেলেছে, অথচ তার একটা পরিবার আছে। নিশ্চয় খাটোয়েব এমন হওয়া উচিত নয়।"

ব্যাপারটা যেমন অস্বাভাবিক তেমনই অবিশ্বাস্য, কিন্তু ঘটনা ঘটেছেই। তাকে তো অস্বীকার করা যায় না। লোকটার যখন মরার কথা তখন সে বক্ বক্ করে যাচ্ছে। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, কিন্তু মার্শাল এত সহজে হার স্বীকার করার পাত্র নয়। সে ইঙ্গিতে অন্য সবাইকে একদিকে যেতে বলল, যাতে অন্য পাশে বন্দী একা দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে বলল, "ভাংবান ওয়াগনার, এখানে তুমি এসেছ তোমার খেলা খেলতে আর আমি এসেছি আমার খেলা খেলতে। তোমার খেলা সম্ভব হলে বেঁচে থাকা, আর আমার খেলা আইনের বিধানকে কার্যকরী করা। বিদ্যুতের ব্যাপারে তুমি আমাদের হারিয়ে দিয়েছ। সেজন্য আমি তোমাকে এক ফোঁটা দিলাম। ফাঁসির ব্যাপারেও তুমি আমাদের হারিয়ে দিয়েছ, কারণ মনে হয় যে ফাঁসিতে তোমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এবার আমার পালা। তোমাকে হারাবার কারণ আমার কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে।"

কথা বলতে বলতেই একটা ছয়-ঘরা রিভলভার বের করে সে বন্দীর শরীরে

পর পর সবগুলো গুলি ছুঁড়ল। ঘরটা ধোঁয়ায় এত ভরে গেল যে আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না, ধোঁয়া সরে গেলে দেখলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে বন্দী একান্ত বিরক্তির সঙ্গে নিজের কোটের সামনের দিকটায় তাকিয়ে আছে।

সে বলে উঠল, "আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে বোধ হয় কোট খুব সস্তা। এই কোটটার জন্য আমার ত্রিশ ডলার ব্যয় হয়েছিল, আর এখন এটার হাল দেখুন। সামনের দিকে ছটা গর্তই তো যথেষ্ট খারাপ, কিন্তু চারটে গুলি শরীরের ও-পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কাজেই পিছন দিককার অবস্থাটাও নিশ্চয় আহা-মরি গোছেরই হয়েছে।"

মার্শালের হাত থেকে রিভলভারটা পড়ে গেল; সম্পূর্ণ পরাস্ত একটি মানুষের মত তার দুটি হাত দুটি পাশে ঝুলে পড়ল।

অসহায়ভাবে কমিটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, এ সবের অর্থ কি সেটা আপনারা কেউ হয়তো আমাকে বলতে পারবেন।"

পিটার স্টুল্প্ন্যাগেল একপা এগিয়ে গেল।

"আমি আপনাকে সব বলব", সে বলল।

"দেখছি একমাত্র আপনিই সবকিছু জানেন।"

"আমিই একমাত্র লোক যে সবকিছু জানি। এই ভদ্রলোকদের সতর্ক করে দেওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু তারা আমার কোন কথাই শুনতে চাইলেন না, তাই অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষা লাভ করতেই আমি তাদের ছেড়ে দিয়েছি। বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে আপনারা যা করেছেন তার ফলে এই লোকটির জীবনীশক্তি এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবে।"

"শতাব্দীর পর শতাব্দী!"

"হ্যাঁ, যে অপরিসীম স্নায়বিক শক্তি দিয়ে আপনারা তাকে অভিসিঞ্চিত করেছেন তা ক্ষয় হতে শত শত বছর কেটে যাবে। বিদ্যুৎই জীবন, আর সেই বিদ্যুৎ আপনারা সর্বাধিক পরিমাণে তার দেহে সঞ্চারিত করেছেন। হয় তো পঞ্চাশ বছর পরে আপনারা তার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন, কিন্তু সে সম্পর্কেও আমি খুব আশাবাদী নই।"

"মহান্ স্কট! তাকে নিয়ে আমি তাহলে কি করব?" অসুখী মার্শাল চেঁচিয়ে বলল।

পিটার স্টুল্প্ন্যাগেন কাঁধদুটিতে ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "আমার তো মনে হয় তাকে নিয়ে এখন আপনারা কি করবেন সেটা বড় কথা নয়।"

"হয়তো তার শরীর থেকে বিদ্যুৎ শক্তিটাকে আমরা আবার বের করে দিতে পারি। ধরুন, আমরা যদি গোড়ালি বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে রাখি?"

"না, না, সে প্রশ্নই ওঠে না।"

মার্শাল দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, কিন্তু লস্ এমিগোস এ সেখানে আর কোন দুষ্কর্ম না করতে পারে সেটা তো দেখতে হবে। তাকে একটা নতুন কারাগারে পাঠান হবে। কারাগারে থাকতে থাকতেই সে একদিন শুকিয়ে মরবে।"

"ঠিক উল্টো", পিটার স্টুল্‌প্‌ন্যাগেল বলল "আমি তো মনে করি তার চাইতে বেশী সম্ভাবনা হচ্ছে যে কারাগারটাই একদিন গুঁড়িয়ে যাবে কিন্তু সে বেঁচেই থাকবে।"

সত্যি, সে এক হাস্যকর পরাজয়ের কাহিনী, তারপর অনেক বছর ধরে পারতপক্ষে এ নিয়ে আমরা কোন আলোচনাই করতাম না, কিন্তু আজ আর কথাটা গোপন নেই, কাজেই আমার মনে হয় তোমার দিন-পঞ্জীতে এ-ঘটনাটাকেও লিপিবদ্ধ করে রাখতে পার।

ব্রোকাস কোর্ট-এর ষণ্ডামার্ক

The Bully of Brocas Court

সে-বছর—১৮৭৮ সালের কথা—দক্ষিণ মিডল্যাণ্ড বাহকায় রক্ষীবাহিনী লুটন-এর কাছে শিবির ফেলেছিল। একটা সম্ভাবিত ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি কিভাবে নেওয়া যায় সেটা কিন্তু সেই প্রকাণ্ড শিবিরের প্রতিটি মানুষের মনের মূল সমস্যা ছিল না, তাদের সামনে অধিকতর গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছিল কেমন করে এমন একটি লোককে খুঁজে পাওয়া যাবে যে অশ্বারোহী-সার্জেন্ট বার্টনের সঙ্গে দশ রাউণ্ড লড়ে যেতে পারবে। প্রচণ্ড মুষ্টিযোদ্ধা বার্টনের ওজন ছিল হাড়ে-মাংসে পাক্কা চৌদ্দ স্টোন, তার দুই হাতে যে ঘুষি ছিল তাতে যেকোন সাধারণ মানুষই অজ্ঞান হয়ে ধরাশায়ী হত। তবে একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে বের করতেই হবে, অন্যথায় তার মাথাটা তার অশ্বারোহী-শিরস্ত্রাণকেও ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং মাম্বলস্ ডাক নামে সর্বত্র পরিচিত স্যার ফ্রেড মেল্‌বোর্ণকে লণ্ডন পাঠানো হল যাতে নাম-করাদের ভিতর থেকে এমন একজনকে সে খুঁজে আনতে পারে যে এখানে এসে সাহসী অশ্বারোহীর মহড়া নিতে পারবে।

মুষ্টিযুদ্ধের তখন দুর্দিন চলেছে। কুৎসা ও অসম্মানের চাপে খালি হাতে মুষ্টি-যুদ্ধের প্রাচীন রীতি বন্ধ হয়ে গেছে, যেসব লোক বাজি ধরত আর যে সব গুণ্ডা মুষ্টিযুদ্ধের চারপাশে ঘুরঘুর করত তারাই সে রীতিকে বন্ধ করে দিয়েছে; যেসব বিনীত যোদ্ধারা ছিল অপরাজেয় তাদের মাথার নেমে এল অসম্মান ও সর্বনাশ। একজন সৎ যোদ্ধা যখন একটা সত্যিকারের যুদ্ধ করতে

খাট মুষ্টিযোদ্ধার দলের উদ্দেশে হাত নাড়তে লাগল। তাদের সকলেরই কর্কশ মুখ, পরনে কলারবিহীন নাবিকের কোট, সহকর্মীকে বিদায় জানাতেই তারা এসেছে। ঘোড়া দুটোর মাথা ছেড়ে দিয়ে সহিসটা যখন লাফিয়ে গাড়ির পিছনে উঠে বসল, আর উঁচু গাড়িটা দ্রুত বাঁক ঘুড়ে ট্রাফালগার স্কোয়ারের দিকে ছুটে গেল তখন লোকগুলো সমস্বরে বলে উঠল, "তোমার লাগা প্রসন্ন হোক আল্‌ফ্‌!"

অক্সফোর্ড স্ট্রীট ও এজোয়ার রোডের ভিড়ের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালাতে স্যার ফ্রেডেরিক এতই ব্যস্ত ছিল যে অন্যকিছু ভাববার অবকাশই তার ছিল না, কিন্তু সে যখন হেন্ডনের কাছে গ্রামের প্রান্তে পৌঁছে গেল এবং সারি সারি ইটের বাড়ির সীমাহীন দৃশ্যকে ছাড়িয়ে দুইদিকে দেখা দিল ঝোপঝাড়, তখন রাশ আলগা করে ঘোড়াদুটোকে স্বচ্ছন্দে চলতে দিয়ে পাশের যুবকটির দিকে নজর দিল। লোকটিকে সে খুঁজে নিয়েছে কিছু প্রশংসাপত্র ও চিঠিপত্রের মারফতে, তাই এবার তার দিকে তাকিয়ে তার মনে বেশ একটু কৌতূহল জাগল। গোধূলি নেমে আসছে, আলো কমে আসছে, কিন্তু তাতেই যেটুকু দেখা গেল তাতেই সে খুশি হল। লোকটি পুরোদস্তুর যোদ্ধা, কাটা-কাটা চেহারা, চওড়া বুক, লম্বা খাড়া চিবুক, আর গভীর চোখে অনমনীয় সাহসের আভাষ। অশ্বারোহী-সার্জেন্টের জন্য কী যে "অবাক জলপান" সে উত্তরাপথে নিয়ে চলেছে এ-কথা মনে হতেই ব্যারনেট মুচকি হাসল।

সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, "কোনরকম তালিম কি তুমি নিয়েছ?"

"হ্যাঁ স্যার; জীবন-যুদ্ধের জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

"তোমাকে দেখেই সেটা বোঝা যায়।"

"স্যার, আমি সব সময়ই নিয়মিত জীবন যাপন করি; গত সপ্তাহের শেষেই আমাকে মাইক কনোর-এর বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল. আর তাতে আমি এগারো-বারে তাকে হারিয়ে দিয়েছি। ফলে তার জামানৎ বাজেয়াপ্ত হয়েছে, আর আমি এখন চূড়ান্ত সাফল্যের পথে।"

"সেটা ভাগ্যের কথা। কিন্তু তিন স্টোন ও চার ইঞ্চির টান যার দখলে তার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে তোমাকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।"

যুবকটি হাসল।

"তার চাইতে বড় মালের সঙ্গে আমি লড়েছি স্যার।"

"সেটা বুঝতেই পারছি। কিন্তু সেও ভুখোড় খেলোয়াড়।"

"দেখুন স্যার, আমি সাধ্যমতই চেষ্টা করব।"

মুষ্টিযোদ্ধা যুবকটির বিনীত অথচ নিশ্চিত কণ্ঠস্বর ব্যারনেটের ভাল লাগল। হঠাৎ একটা মজার চিন্তা মাথায় আসায় সে হো-হো করে হেসে উঠল।

"হায় জোভ! সেই ষণ্ডামার্কটি যদি আজ রাতে বাইরে আসে তাহলে কী মজাই না হয়!"

আল্‌ফ্‌ স্টিভেন্স কান খাড়া করল।

"লোকটি কে স্যার?"

"আগে সেই কথাই তো সকলেই জানতে চাইছে। কেউ বলছে তাকে দেখেছে, কেউ বলছে সে একটি রূপকথা, কিন্তু এ-কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে সে আসলে একটি মানুষ, আর তার দুটো বিরল মুষ্টির চিহ্ন পিছনে রেখেই সে চলে।"

"সে কোথায় থাকে?"

"এই রাস্তাই। শুনেছি, ক্রিস্‌লে ও এল্‌স্টি্‌ব মাঝামাঝি কোথাও। তারা জোড়-মানিক, আকাশে যখন ভরা চাঁদ ওঠে তখন তারা বেরিয়ে আসে, আর পথিকদের প্রতি পুরনো রীতিতে মুষ্টিযুদ্ধের আহ্বান জানায়। একজন লড়াই করে, আর অন্যজন লুঠ করে। জর্জের দিব্যি! লোকটা যুদ্ধ করতে পারে বটে! সকালে দেখা যায় বাছাধনদের মুখগুলো একেবারে ফিতের মত ফালা-ফালা করে রেখে গেছে, দেখলেই বোঝা যায় তারা সেই ষণ্ডামার্কের হাতে পড়েছিল।

আল্‌ফ্‌ স্টিভেন্সের মন আগ্রহে ভরে উঠল।

"একটা পুরনো রীতির লড়াইয়ের আমার অনেকদিনের সাধ স্যার, কিন্তু আজ পযন্ত সুযোগ জোটে নি। আমার বিশ্বাস, দস্তানা ছাড়াই আমি ভাল লড়তে পারব।"

"তাহলে সেই ষণ্ডামার্কের সঙ্গে লড়তে তুমি পিছপা হবে না?"

"পিছ-পা হব? তার সঙ্গে লড়তে আমি দশ মাইল পথ এগিয়ে যাব।"

ব্যারনেট চেঁচিয়ে বলল, "জর্জের দোহাই! সে এক মস্ত কাণ্ড হবে। আরে, ঐ তো আকাশে ভরা চাঁদ. জায়গাটা নিশ্চয় এখানেই কোথাও হবে।"

স্টিভেন্স বলল, "আপনার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে মুষ্টিযোদ্ধা মহলে নিশ্চয় সে পরিচিত হবে, অবশ্য সে যদি সৌখীন মুষ্টিযোদ্ধার মত এসব করে বেড়ায় সে কথা স্বতন্ত্র।"

"কেউ বলে সে অশ্বরক্ষক, অথবা ওদিককার কোন শিক্ষন-আস্তাবল থেকে আগত কোন দৌড়বাজ। যেখানে ঘোড়া সেখানেই বক্সিং। যা শোনা যায় তা যদি তুমি বিশ্বাস কর তো লোকটা খানিকটা অদ্ভুত ও খাপছাড়া ধরনের। হাই! ওই দেখ, ওই দেখ!"

ব্যারনেটের কণ্ঠস্বর হঠাৎ বিস্ময়ে ও ক্রোধে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ঠিক এই জায়গায় এসে রাস্তাটা গাছপালায় ঢাকা ঘন ছায়াচ্ছন্ন একটা উৎরাইয়ের দিকে নেমে গেছে, ফলে রাত্রিকালে জায়গাটাকে একটা সুড়ঙ্গের মুখের মত দেখায়। উৎরাইয়ের একেবারে নীচে দুটো বড় পাথরের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। দিনের আলোয় দেখা যায়, স্তম্ভ দুটো শ্যাওলায় ঢাকা ও রোদ-জলে ক্ষতবিক্ষত, তাদের গায়ে কুলচিহ্ন সমন্বিত যেসব চিত্র আঁকা ছিল কালের স্পর্শে বিকৃত

হয়ে সেগুলো এখন কংকগুলো প্রস্তর মুখে পরিণত হয়েছে। সুদৃশ্য কারুকার্য করা লোহার ফটকটা মরচে ধরা কব্জার সঙ্গে কোনরকমে ঝুলে আছে। ব্রোকাস ওল্ড হল এর অতীত গৌরব ও বর্তমান ধ্বংসের সাক্ষী এই ফলক। লতাগুল্ম কণ্টকিত বীথির একেবারে শেষ প্রান্তে হলটি অবস্থিত। সেই প্রাচীন ফটকের ছায়ার ভিতর থেকে একটি চলমান মূর্তি সহসা লাফ দিয়ে রাস্তার একেবারে মাঝখানে এসে হাজির হল, অন্যজন নিপুণতার সঙ্গে সপাটে দুটি রাশ টেনে ধরল, ঘোড়া দুটোও পিছনের পায়ে ভর রেখে সামনের পা দুটো তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটি উচ্চ কর্কশ কণ্ঠ চীৎকার করে বলল, "এই রে, ঘোড়া দুটোকে একটু ধরবে কি? এই মহামান্য কারস্থানটি আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার আগেই ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

দ্বিতীয় লোকটি ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়া দুটোকে ধরল। লোকটি বেঁটে, মোটা, পরনের বাদামী রঙের বিচিত্র ধরনের কোট, হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো, পায়ে পট্টি ও বুট, মাথায় টুপি নেই। লোকটি গাড়ির পাশের আলোর সামনে এসে দাঁড়ালে আরোহী দুজন দেখতে পেল, লোকটির লাল রুক্ষ মুখে পরিষ্কার কামানো নীচের ঠোঁটটা মোটেই মানানসই নয়, আর থুতনির নীচে একটা কালো গলাবন্ধ শক্ত করে জড়ানো। সে ঘোড়ার রাশ হাতে নিতেই অধিকতর উৎসাহী সহকর্মীটি লাফ দিয়ে নেমে গাড়ির কাদা আটকাবার কাঠটার উপর হাত রেখে একজোড়া তীক্ষ্ণ নীল চোখ মেলে যাত্রী দুজনের মুখের দিকে তাকাল, গাড়ির আলো তখন পুরোপুরি তার নিজের মুখের উপরেই এসে পড়েছে। মাথার টুপিটা ভুরু পর্যন্ত নেমে এসেছে, তবু তার ছায়ায় সে মুখ দেখেই ব্যারনেট ও মুষ্টিযোদ্ধা দুজনই আঁতকে উঠল, কারণ সে মুখ কুৎসিত, কিন্তু কুৎসিত হলেও সে মুখ দুর্দান্ত, কঠোর, অম্লান, উঁচু-নাক, হিংস্র—নিষ্ঠুর মুখটা দেখলেই বোঝা যায় সে কারও কাছে করুণা চায় না, কাউকে করুণা করেও না। আর তার বয়স? সে সম্পর্কে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে এ হেন মুখ যার তার মধ্যে একাধারে রয়েছে যৌবনের পৌরুষ আর জীবনের সবরকম পাপের বহু অভিজ্ঞতা। দুটি ঠাণ্ডা, হিংস্র চোখ মুখ ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রথমে ব্যারনেটকে এবং তারপরে তার পার্শ্ববর্তী যুবকটিকে।

ঘাড় বেঁকিয়ে সঙ্গীকে বলল, "আরে রো, বলেছিলাম না এ একটি মহামান্য করিন্থিয়ান। কিন্তু অপরটিকে দিয়ে কাজ চলবে। মোট কথা, একবার বাজিয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে।"

ব্যারনেট বলল, "দেখ, তুমি কে তা আমি জানি না, তবে এটুকু বুঝেছি যে তুমি একটি মহা দুর্বিনীত লোক। চাবুকে তোমার মুখ ছিঁড়ে দেব!"

"ও সব ধাপ্পা রাখুন গভর্নর! আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলা

নিরাপদ নয়।"

ক্রুদ্ধ সৈনিকটি বলল, "তোমার কথা, তোমার চালচালের কথা আমি শুনেছি! রাণীর সদর রাস্তায় আমার ঘোড়া থামানোর উচিত শিক্ষা তোমাকে দেব! দেখ বাপু, অচিরেই বুঝতে পারবে যে এবার তুমি শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছ।"

অপরিচিত লোকটি বলল, "সে দেখা যাবে, দেখুন মালিক, বিদায় নেবার আগে আমরা সকলেই কিছু না কিছু শিক্ষা নিয়ে যাব। আপনাদের দুজনের একজনকে গাড়ি থেকে নেমে দুই হাত তুলে দাঁড়াতে হবে, তার আগে এক-পাও যেতে দেব না।'

স্টিভেন্স সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল।

বলল, "লড়াই করতেই যদি চাও তো ঠিক মোকামই বেছে নিয়েছ, এটাই আমার ব্যবসা, কিন্তু তোমাকে আচমকা আঘাত করেছি একথা যেন বলো না।"

অপরিচিত লোকটি খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল।

"খুব গাবার মত ডাকছে হে! জো, বলি নি যে ছোকরা বেশ পাকা একেবারে গেঁয়ো লোক নয়, একেবারে খাঁটি মাল। দেখ যুবক, এতদিনে তোমার গুরুর দেখা পেয়েছ। লর্ড লংমোর আমার সম্পর্কে কি বলেছে তা কখনও শোন নি তো? বলেছে, 'তোমাকে যে হারাবে তাকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করতে হবে।' লর্ড লংমোর এই কথাই বলেছে।"

সামনের লোকটি গর্জন করে বলল, "সে তো 'ষাঁড' আসবার আগেকার কথা।" এই প্রথম সেকথা বলল।

"বাজে কথা রাখ জো। 'ষাড' সম্পর্কে আর একটা কথা বললে তোমার আমার মধ্যে একহাত হয়ে যাবে। আচ্ছা যুবক, আমাকে দেখে তোমার কিরকম মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে তুমিও বেহায় কম নও।"

"বেহায়া। সেটা কি?"

"বেয়াদপি, ধাপ্পাবাজি—গ্যাসও বলতে পার।"

শেষের কথাটার ফল হল অদ্ভুত। হাত দিয়ে উরুতে একটা থাপ্পড় মেরে স হি-হি করে উচ্চহাসি হেসে উঠল। অভদ্র সঙ্গীটিও সে হাসিতে যোগ দিল

সঙ্গীটি বলল, "বড় ভাল কথাটা বলেছ মাস্টার। 'গ্যাস' ই তো সঠিক কথা—একেবারে নির্ভুল। দেখ, আকাশে ভরা চাঁদ, কিন্তু মেঘ করে আসছে। যতটা পারা যায় আলোর সদ্ব্যবহার করাই ভাল।"

যখন এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল ব্যারনেট তখন ক্রমবর্ধমান বিস্ময়ের সঙ্গে অপরিচিত লোকটির পোশাকটা লক্ষ্য করছিল। সে যে কোন আস্তাবলের সঙ্গে জড়িত সেটা ধরে নিলেও তার এই সাজ-পোশাক বড়ই পাগলাটে ও সেকেলে।

মাথায় একটা লম্বা বীবর-লোমের হলুদে-ঝুঁটি সাদা টপ-হ্যাট; এ টুপি এখনও কিছু কিছু চার ঘোড়ার গাড়োয়ানরা পরে, টুপির মাথায় একটা ঘণ্টা বাঁধা, আর নীচটা ঢেউ খেলানো। পোশাকের মধ্যে একটা কোমড-পযন্ত ঝুল, নীলা-রঙের চাতক-লেজ কোট, তাতে ইস্পাতের বোতাম। কোটের খোলা বুকের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ডোরাকাটা সিল্কের ভেস্ট, পা দুটো হাঁটু-ঢাকা চামড়ার ব্রীচেস, নীল মোজা, আর নীচু জুতোয় ঢাকা। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা, দেখলেই বোঝা যায় খুব কর্মক্ষম। ব্রোকাস-এর এই ষণ্ডা লোকটি স্পষ্টতই একটা বড় চরিত্র, এই বিচিত্র সেকেলে জগতের মানুষটি এবং লণ্ডনের বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধার হাতে তার আসন্ন পরাভবের যে গৌরবময় কাহিনী সে তার দেশে বয়ে নিয়ে যাবে সে-কথা ভেবে অশ্বারোহী-অধিনায়কটি মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

ঘোড়া দুটি তখন ঘামে ভিজে কাঁপছিল, ছোট সহিস বিলি তাদের তদারকিতে ব্যস্ত।

ফটকের দিকে ঘুরে শক্ত সমর্থ লোকটি বলল, "এদিকে!" স্থানটা অমঙ্গলজনক, ভাঙা স্তম্ভ ও পরস্পর-জড়ানো ঘন গাছের ছায়ায় কেমন যেন অন্ধকার ও ভূতুড়ে। ব্যারনেট বা মুষ্টিযোদ্ধা কারোরই জায়গাটা পছন্দ নয়।

"তাহলে কোথায় যাবে?"

শক্ত-সমর্থ লোকটি বলল, "এটা লড়াইয়ের উপযুক্ত স্থান নয়। এই ফটকের ভিতরে এত সুন্দর একটা জায়গা আছে যেমনটি কখনও চোখেও দেখ নি।"

"আমার কাছে রাস্তাটাই ভাল," স্টিভেন্স বলল।

বীবর-লোমের টুপিওয়ালা লোকটি বলল, "তুই কাঁচা খেলোয়াড়ের পক্ষে রাস্তাই ভাল। কিন্তু তোমার-আমার মত মাননীয় পাকা খেলুড়েদের পক্ষে সেটা মোটেই ভাল নয়। তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছ না, কি বল?"

"তোমাকে, বা তোমার দশজনকে তো নয়ই," স্টিভেন্স শক্ত গলায় বলল।

"বেশ, তাহলে এস, যথাযথভাবে কাজ শুরু করে দাও।"

স্যার ফ্রেডেরিক ও স্টিভেন্স দৃষ্টি বিনিময় করল।

মুষ্টিযোদ্ধা বলল, "আমি প্রস্তুত।"

"তাহলে চলে এস।"

চারজনের দলটি ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল। তাদের পিছনে অন্ধকারে ঘোড়াদের পায়ের শব্দ ও ডাক শোনা যাচ্ছে; ছেলেটা তাদের বৃথাই শান্ত করতে চেষ্টা করছে। ঘাসে-ঢাকা পথ ধরে পঞ্চাশ গজ হাঁটবার পর গাইড ডানদিকে ঘুরে ঘন জঙ্গল পেরিয়ে ঘাসে-ঢাকা একটা গোলাকার চত্বরে হাজির হল, চাঁদের আলোয় চত্বরটা ফটফট্ করছে। তার একটা দিক উঁচু করে বাঁধানো এবং কিছুটা দূরে প্রাচীন জর্জীয়দের মনের মতন একটা ছোট পাথরে গড়া গ্রীষ্মনিবাস।

বলিষ্ঠ লোকটি সগর্বে বলল, "কেমন, বলেছিলাম কি না? শহরের বিশ মাইলের মধ্যে আর এমনটি কোথাও পাবে? এইজন্যেই এটা তৈরি। টম, তুমি এবার ওর সঙ্গে লড়ে যাও, দেখা যাক তুমি বন্দুর কি করতে পার"

সর্বকিছুই যেন একটা অসাধারণ স্বপ্ন বিস্ময়কর লোকজন, তাদের বিচিত্র সাজসজ্জা, তাদের অদ্ভুত কথাবার্তা, জ্যোৎস্নালোকিত ঘাসে ঢাকা গোলাকার চত্বর, আর স্তম্ভের উপর তৈরি গাম্বারাম—সর্বকিছু মিলিয়ে যেন একটা কল্পনার জগৎ গড়ে উঠেছে। শুধু আমার স্টিভেন্সের বেখাপ্পা টুইডের স্যুট আর তার পরিচিত ইংরেজসুলভ মুখ দুটোই ব্যারনেট তাব দৈনন্দিন বাস্তব জগৎকে ফিরে পেল। অপরিচিত লোকটি তৎক্ষণে তার বীবর-লোমের টুপি, চাতক লেজ কোট ও সিল্কের ওয়েস্টকোট খুলে ফেলেছে, তারপরই সঙ্গোপনে মাথার উপর দিয়ে টেনে তার শার্টটাও খুলে নিল। স্টিভেন্স ঠাণ্ডা মাথায় ধরে সুস্থে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রস্তুতির সঙ্গে তাল রেখে চলল। তারপর দুজন দুজনের মুখোমুখি হল।

আর তখনই বিস্ময়ে ও আতংকে স্টিভেন্স চীৎকার করে উঠল। বীবর-লোমের টুপিটা খুলে ফেলায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায় একটা ভয়ংকর ক্ষতচিহ্ন দৃশ্যমান হয়ে পড়েছে। কপালের গোটা উপর দিকটা যেন ভেঙে নিচু হয়ে গেছে, এবং ছোট করে ছাঁটা চুল ও ঘন ভুরুর মাঝখানে একটা চওড়া লাল দাগ দেখা যাচ্ছে।

তরুণ মুষ্টিযোদ্ধা চেঁচিয়ে বলল, "হায় প্রভু, লোকটার কি হয়েছিল?"

এ প্রশ্নে প্রতিদ্বন্দ্বী যেন রাগে জ্বলে উঠল।

বলল, "নিজের মাথার দিকে নজর দাও। মনে হচ্ছে, আমার কথা না বলে সেকাজ করলেই ভাল করবে।"

এই কড়া মন্তব্য শুনে তার সঙ্গীটি কর্কশ গলায় হেসে উঠল। বলল, "বহুৎ আচ্ছা বলেছ টম!"

যাকে সে টম বলে ডাকল সে তখন প্রাকৃতিক রিং-এর মাঝখানে দুই হাত তুলে দাঁড়িয়েছে। সেই পোশাকে তাকে মস্ত বড় দেখাচ্ছিল, কিন্তু পশুচর্মের আবরণে তাকে আরও বড় দেখাচ্ছিল, তাছাড়া পিপের মত চওড়া বুক, ঢালু কাঁধ, আর পেশীবহুল দুই বাহু—সবই এ লড়াইয়ের পক্ষে আদর্শ। বিকৃত দুই ভুরুর নীচে কঠোর চোখ দুটো তীব্র হিংস্রতায় জ্বলছে, দুটি দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটের কঠিন হাসি ভ্রুকুটির চাইতেও অধিক কুটিল। তার দিকে অগ্রসর হতে হতে মুষ্টিযোদ্ধাটি স্বীকার করল যে এর চাইতে দুর্ভেদ্য মূর্তি সে আগে কখনও দেখে নি। কিন্তু তার সাহসী হৃদয়ে এই ভরসা জাগল যে তাকে পরাস্ত করতে পারে এমন মানুষকে সে আজ পর্যন্ত দেখে নি, আর সে মানুষ যে এক সেকেলে অপরিচিতের রূপ ধরে একটা গ্রাম্য রাস্তায় তার সামনে এসে হাজির হবে

সেটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং লোকটির কথার জবাবে ঈষৎ হেসে সেও জায়গা নিয়ে দুই হাত তুলল।

কিন্তু যা ঘটল সেটা ছিল একেবারেই তার অভিজ্ঞতার বাইরে। অতি দ্রুত বাঁ হাতে ঘুষি মারার ভান করে ডান হাত তুলিয়ে এত দ্রুত ও জোরের সঙ্গে সে ঘুষি হানল যে স্টিভেন্স সেটাকে এড়িয়ে যাবার সময় পর্যন্ত পেল না, এবং প্রতিপক্ষ যখন তার দিকে ছুটে এল তখনও একটা ছোট খোঁচা মেরে তাকে আটকে দিতেও পারল না। পরমুহূর্তেই লোকটি তাকে জাপটে ধরে এক পাক ঘুরিয়ে এমনভাবে শূন্যে ছুঁড়ে দিল যে সে ধপাস করে সশব্দে ঘাসের উপর ছিটকে পড়ল। অপরিচিত লোকটি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাত দুটো ভাজ করল, আর স্টিভেন্স কোনরকমে পায়ের উপর উঠে দাঁড়াল, তার গাল দুটো রাগে লাল হয়ে উঠেছে।

চেঁচিয়ে বলল, "এদিকে শোন, এটা কোন্‌দেশী লড়াই?"

"এটা নিয়মবিরুদ্ধ লড়াই!" ব্যারনেট চীৎকার করে বলল।

বলিষ্ঠ লোকটি বলল, "নিয়ম-নীতি চুলোয় যাক। আহা, কী একখানা খেলাই দেখলাম। আপনারা কোন্ নিয়মে লড়াই করেন?"

"অবশ্যই কুইন্সবেরি।"

"ও নামও কখনও শুনি নি। আমরা লড়াই করি লণ্ডন প্রাইজ-রিং-এর নিয়মে।"

স্টিভেন্স রেগে বলল, "তাহলে তাই এস। সে লড়াই আমি ভালই জানি। এবার আর আমাকে বেকায়দায় ফেলতে পারবে না।"

পারলও না। লোকটি ছুটে আসতেই স্টিভেন্স তাকে শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলল; তারপর জড়াজড়ি ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে দুজনেই কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তিনবারই একই ঘটনা ঘটল, প্রতিবারই অপরিচিত লোকটি হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুর কাছে গেল, ঘাসের উপর বসল, তারপর আবার শুরু করল।

এক ফাঁকে ব্যারনেট শুধাল, "কেমন বুঝছ?"

স্টিভেন্সের কান দিয়ে রক্ত পড়ছে, তাছাড়া আর কোন আঘাত তার লাগে নি।

মুষ্টিযোদ্ধাটি জবাব দিল, "সে অনেককিছু জানে। কোথায় এসব শিখেছে জানি না, কিন্তু কোথাও না কোথাও প্রচুর অনুশীলন করেছে। মুখটা অদ্ভুত হলেও লোকটা সিংহের মত শক্তিশালী আর তক্তার মত কঠিন।"

"তাকে বাইরের মার লাগাও। মনে হচ্ছে, সেখানে তুমি ওকে বাগে পাবে।"

"কোনখানেই তাকে বাগে আনতে পারব কি না জানি না, তবে সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

কী বেপরোয়া লড়াই! রাউণ্ডের পর রাউণ্ড যাচ্ছে আর পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বিস্মিত ব্যারনেটও বুঝতে পারছে, যে মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়ন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীই পেয়েছে। অপরিচিত লোকটির যেমন হাতের মার তেমনি গতি,—দুয়ে মিলে সে এক মারাত্মক শত্রু। তার মাথা ও শরীর যেন ঘুষি প্রতিরোধক ভঙ্গ নয় উৎকট হাসিটি মুহূর্তের জন্যও তার ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যায় না। পাথরের মত শক্ত মুঠিতে সে আঘাত করে প্রচণ্ড জোরে, আর যেকোন কোণ থেকে তার ঘুষি যেন শন্ শন্ করে ধেয়ে আসে। তার সব চাইতে মারাত্মক অস্ত্র হচ্ছে চোয়াল লক্ষ্য করে "আপারকাট" মারা, বার বার সেই মারই সে মারতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি এক অসতর্ক মুহূর্তে এমন মারল যে স্টিভেন্স মাটিতে পড়ে গেল। বলিষ্ঠ লোকটি উল্লাসে হুংকার দিয়ে উঠল।

"দোহাই জর্জ! আচ্ছা মার মেরেছে! একেবারে 'হুইস্কার হিট'। আরে, আমার টমির কাছে এ তো ঘোড়ার কাছে মুরগি! আর একখানা চালাও বাবা, তাহলেই কুপোকাৎ।"

ক্লান্ত সঙ্গীকে ধরে তুলে ব্যারনেট বলল, "এ যে বড়ই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে স্টিভেন্স। একটা উপরি যুদ্ধেই এভাবে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় যদি তোমাকে নিয়ে যাই তাহলে রেজিমেণ্ট কি বলবে। লোকটার সঙ্গে করমর্দন করে ওকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নাও, নইলে তোমার চাকরির যোগ্যতা তুমি হারাবে।"

স্টিভেন্স সক্রোধে বলল, "ওকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেব? সে আমি না। তার আগে ঘুষি মেরে ওর কুৎসিত মুখের ঐ হাসি আমি উড়িয়ে দেব।"

"কিন্তু সার্জেণ্টের কি হবে?"

"আমি বরং লণ্ডনেই ফিরে যাব, কোনদিন সার্জেণ্টের সঙ্গে দেখা করব না তবু এই ছোকরার হাতে পরাজয় মানতে আমি রাজী নই।"

আসন থেকে উঠতে উঠতে প্রতিপক্ষ বিদ্রূপের সুরে বলল, "কেমন, যথেষ্ট হয়েছে তো?"

জবাবে যুবক স্টিভেন্স অবশিষ্ট সব শক্তি এক করে লাফ দিয়ে লোকটির দিকে ছুটে গেল। প্রচণ্ড আক্রমণে তাকে হটিয়ে দিল এবং বেশকিছুক্ষণ তার উপর একহাত নিতে লাগল। কিন্তু এই লোহদৃঢ় যোদ্ধাটির বুঝি ক্লান্তি নেই। এই দীর্ঘ লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পদক্ষেপ সমান দ্রুতগতিতে তার ঘুষি সমান শক্তিতে চলতে লাগল। ক্লান্ত হয়ে স্টিভেন্স লড়াইতে ঢিল দিল। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ ঢিল দিল না। প্রচণ্ড বেগে সে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুষি চালাতে লাগল, আর ক্লান্ত মুষ্টিযোদ্ধাটি পড়ে পড়ে মার খেতে লাগল। আসলে, স্টিভেন্স শক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেল, আর একমুহূর্তের মধ্যেই সে হয় তো মাটিতে লুটিয়ে পড়ত, কিন্তু এমন সময় ঘটল এক অঘটন।

আগেই বলা হয়েছে এই দলটি বিং-এ পৌঁছবার পথে একটা জঙ্গল পার হয়ে

এসেছে। সেই জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে এল একটা অদ্ভুত কর্কশ চীৎকার, একটা যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ; সে আর্তনাদ কোন শিশুর হতে পারে, অথবা কোন বিপন্ন বন্য-প্রাণীরও হতে পারে। চীৎকারটা বাক্যহীন, অত্যন্ত তীব্র, অবর্ণনীয় বিষন্নতায় ভরা। অপরিচিত লোকটির ঘুষির আঘাতে স্টিভেন্স তখন তার হাঁটুর কাছে পড়ে আছে। সেই অবস্থায় শব্দটা শোনামাত্রই সে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেল, চারদিকে তাকাতে লাগল, তার মুখে ফুটে উঠল অসহায় আতঙ্কের আভাষ। ঠোঁটের সেই হাসি গেল মিলিয়ে, আর সেখানে দেখা দিল আতঙ্কের সবশেষ সীমায় উপনীত মানুষের ঝুলে-পড়া ঠোঁটের সীমাহীন দুর্বলতা।

"ভাইরে! সেটা আবার আমাকে তাড়া করেছে!" সে চীৎকার করে উঠল।

"ওটা মন থেকে ঝেড়ে ফেল টম! তুমি ওকে শেষ করে এনেছ! ওটা তোমাকে আঘাত করতে পারবে না।"

"ওটা আমাকে আঘাত করতে পারবে না! ওটা আমাকে আঘাত করবেই!" লড়ায়ে লোকটি আতঙ্কে বলে উঠল। "হে ঈশ্বর! আমি ওর সামনে দাঁড়াতে পারি না। আঃ, আমি দেখতে পাচ্ছি! আমি দেখতে পাচ্ছি!"

চেঁচিয়ে আর্তনাদ করতে করতে সে একেবারে ঝোপের দিকে ছুটে গেল। তার সঙ্গীটি হাঁপাতে হাঁপাতে তামাবাঁধা ছড়ি নিয়ে সাপের মত তার পিছনে ছুটে গেল। কালো ছায়াটি পলায়মান মূর্তিকে গ্রাস করল।

স্টিভেন্স আধা অজ্ঞান অবস্থায় টলতে টলতে ফিরে গিয়ে ল্যানলেটের বুকের উপর মাথা রেখে ঘাসের উপর শরীর এলিয়ে দিল, ল্যানলেট নিজের ব্র্যাণ্ডির বোতলটা খোলার চেষ্টা করল। সেখানে বসে বসেই তারা বুঝতে পারল, সেই চীৎকার ক্রমেই আরও উচ্চ, আরও কর্কশ হয়ে উঠছে। তারপরেই ঝোপের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটা ছোট টেরিয়ার কুকুর; কি যেন খুঁজছে এমনিভাবে শুঁকতে শুঁকতে ছুটছে আর করুণ সুরে ডাকছে। যুবক দুটিকে গ্রাহ্য না করেই কুকুরটা ঘাসের উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর সেটা ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কুকুরটা চলে যেতেই লোক দুটি লাফিয়ে উঠে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফটকের দিকে পা চালিয়ে দিল। আতঙ্ক তাদের উপর চেপে বসেছে—সে আতঙ্ক যুক্তি বা নিয়ন্ত্রণের ধার ধারে না। কাঁপতে কাঁপতে তারা গাড়িতে ঢুকে পড়ল এবং সেই অশুভ সুড়ঙ্গ থেকে পুরো দু মাইল পথ পার হয়ে তবে তাদের মুখে কথা ফুটল।

"এরকম একটা কুকুর কখনও তুমি দেখেছ?"

স্টিভেন্স চেঁচিয়ে বলল, "না। আর ঈশ্বর করুন, আর কোনদিন যেন দেখতে না হয়।"

সেদিন অনেক রাতে সেই দুই যাত্রী হার্পেণ্ডেন কমন-এর নিকটবর্তী

"সোয়ান ইন"-এ তাদের যাত্রা বিরতি করল। সরাইখানার মালিক ব্যারনেটে পূর্ব-পরিচিত, রাতের খাবারের পরে তারা একগ্লাস করে পোর্ট নিয়ে একসঙ্গে বসল। "সোয়ান"এর মিঃ জো হর্ণার এককালে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা ছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে একালের ও সেকালের রিং এর নানা গল্প বলতে পারত আলফ্ স্টিভেন্সের নামটাও তার পরিচিত, গভীর আগ্রহ নিয়ে সে তাকে দেখতে লাগল।

"আরে, আপনি . . নির্ঘাৎ লড়াই করে এসেছেন। কিন্তু কাগজে সে লড়াইয়ের কোন বিজ্ঞপ্তি পড়ি নি।"

"ওকথা যথেষ্ট হয়েছে," কট গলায় স্টিভেন্স বলল।

ভদ্রলোকের হাসিমুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল—"দেখুন, কোন অপরাধ নেবেন না। আপনারা উত্তর দিক থেকে আসছেন দেখেই বলছি, লোকে যাকে ব্রোকাস-এর ষণ্ডামার্ক বলে ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে আপনাদের দেখা হ নি তো?"

"বেশ তো, যদি হয়েই থাকে, তাতে কি হল?"

মালিক উত্তেজনায় টান-টান।

"সেই লোকটা তো বব মেডোসকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। ব্রোকাস হল-এর একেবারে ফটকেই সে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে আর একজন ছিল। বব ছিল একজন জাত মুষ্টিযোদ্ধা, কিন্তু ফটকের ভিতরে যেখানে গ্রীষ্ম-নিবাসটা আছে তার চত্বরেই তাকে পাওয়া গিয়েছিল একেবারে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায়।"

ব্যারনেট মাথাটা নাড়ল।

মালিক চেঁচিয়ে বলে উঠল, "অ্যাঁ, আপনারা সেখানে গিয়েছিলেন?"

স্টিভেন্সের দিকে তাকিয়ে ব্যারনেট বলল, "দেখুন, ব্যাপারটা খোলাখুলি বলাই ভাল। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম, আর যার কথা আপনি বলছেন তার সঙ্গে আমাদের দেখাও হয়েছিল—অত্যন্ত কুৎসিত মক্কেলই বটে!"

প্রায় ফিস ফিস করে মালিক বলল, "খুলে বলুন। বব মেডোস-এর একথ কি সত্যি যে মানুষ দুটির পোশাক আমাদের ঠাকুর্দাদের মত, আর লড়া লোকটির মাথার মধ্যে একটা মস্তবড় গর্ত?"

"হ্যাঁ, লোকটি অবশ্যই সেকেলে, আর তার মতন অমন অদ্ভুত মাথা আমি কখনও দেখি নি।"

"ঈশ্বর করুণাময়!" মালিক চেঁচিয়ে বলল। "আপনি কি জানেন স্যার, বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা টম হিক্ম্যান ও তার বন্ধু শহরের রৌপ্যকার জোরো ঐ একই জায়গায় ১৮২২ সালে মারা গিয়েছিল? দুজনই মাতাল অবস্থায় একটা মাল গাড়ির ভুল দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছিল। দুজনই মারা যায়, আর হিকম্যান-এর কপালটা গাড়ির চাকায় গুঁড়িয়ে যায়।"

"হিকম্যান! হিকম্যান!" ব্যারনেট বলল। "গ্যাসম্যান নয় তো?"

"হ্যাঁ স্যার, সকলে তাকে 'গ্যাস' বলেই ডাকত। সব লড়াই সে জনতো এমন একটা প্যাঁচের সাহায্যে যাকে তারা বলত 'হুইস্কার হিট' কেউ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না, শেষ পর্যন্ত নীট লোকে যাকে 'বাটল ষণ্ড বলে ডাকত তাকে কুপোকাৎ করে।"

মাখনের মত সাদা মুখ করে স্টিভেন্স টেবিল থেকে উঠে পড়ল।

"এখান থেকে বাইরে চলুন স্যার। আমি খোলা হাওয়া চাই। চলুন, আমরা যাত্রা শুরু করি।"

মালিক তার পিঠটা চাপড়ে দিল।

"মনে সাহস আন বাপু! যে করেই হোক তুমি তো তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলে; সেটাই তো আজ পর্যন্ত কেউ পারে নি। বস হে, আর এক গ্লাস মদ নাও, কারণ আজ রাতে সারা ইংলণ্ডে যদি কারও সেটা প্রাপ্য হয় তো সে তুমি। জীবিতই হোক আর মৃতই হোক, সেই গ্যাসম্যানকে তুমি যে শায়েস্তা করতে পেরেছ তাতেই তোমার সব ঋণ শেষ হয়ে গেছে। ঠিক এই ঘরেই সে কি করেছিল তা জান?"

দুই যাত্রী বিস্মিত চোখে ঘরের চারদিকে তাকাল; উঁচু ঘর, পাথরের দেয়ালে ওক কাঠের প্যানেল বসানো, এক প্রান্তে মস্তবড় খোলা ঝাঁঝরি।

"হ্যাঁ, ঠিক এই ঘরে। আমি শুনেছি বুড়ো জমিদার স্কটাব-এর মুখে; সে রাতে তিনি এখানেই ছিলেন। সেইদিনই শেল্টন জোস হাড্‌সন্‌কে হারিয়ে সেণ্ট আল্‌বান্স থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আর সেই যুদ্ধে গ্যাস জিতেছিল পকেটভর্তি টাকা। সে আর তার বন্ধুরা চলতি পথে এখানে এসে পড়েছিল, সে নিজে তখন পাড় মাতাল। সব লোকজন ঘরের কোণে ও টেবিলের নীচে লুকিয়ে পড়ল, কারণ সে তখন রান্নাঘরের কয়লা খোঁচাবার লোহার দণ্ডটা হাতে নিয়ে সকলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে; তার মুখের হাসির আড়ালে লুকিয়েছিল খুনের নেশা। মদ পেটে পড়লে সে হয়ে উঠত নিষ্ঠুর, উচ্ছৃঙ্খল, বিশ্বত্রাস। আচ্ছা, বলুন তো শেষ পর্যন্ত সেই লৌহদণ্ডটা দিয়ে সে কি করল? একটা কুকুর শুনেছি একটা টেরিয়ার—অগ্নিকুণ্ডের সামনে কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়েছিল, কারণ সেটা ছিল ডিসেম্বরের তীব্র শীতের রাত। লৌহদণ্ডটার এক আঘাতে গ্যাসম্যান কুকুরের পিঠটা ভেঙে দিল। তারপর অট্টহাসি হেসে উঠল, লোকজনদের কিছু গালাগালি করল, আর তারপরেই বাইরে অপেক্ষমান দু-চাকার গাড়িতে গিয়ে চড়ে বসল। তারপরেই আমরা শুনলাম, মালগাড়ির চাকার তলায় পড়ে তার মাথাটা একেবারে জেলির মত হয়ে গিয়েছিল, আর সেই অবস্থায় তাকে ফিঞ্চলেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, লোকে বলে, সেই থেকেই দেখা যায় ছোট্ট কুকুরটা রক্তাক্ত চামড়া আর ভাঙা পিঠ নিয়ে ব্রোকাস কর্ণার-এর আশে-পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে আর আর্তনাদ করে, যেন যে পাষণ্ড তাকে খুন

করেছে তাকেই খুঁজে বেড়াত। মি. স্টিভেন্স, এবার তাহলে বুঝতে পারছ যে গ্যাসম্যান এর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তুমি শুধু নিজের জন্যই লড়নি, লড়েছ আরও অনেকের জন্য।"

মুষ্টিযোদ্ধা যুবকটি বলল, "তা ঠিক, তাই, কিন্তু আর এরকম লড়াই করতে আমি চাই না। অশ্বারোহী সার্জেন্টই আমার পক্ষে ভাল, আর আপনিও যদি তাই মনে করেন তাহলে আমরা এবার শহরে যাবার এলগড়ে ট্রেনেই চাপতে চাই।"

জাপানী-বার্নিশ-করা বাক্সটা

The Japanned Box

গৃহশিক্ষক বলতে শুরু করল, ঘটনাটা অদ্ভুত, জীবনের পথে চলতে চলতে যেসব উদ্ভট ও উৎকট ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। সেইরকমই একটা ঘটনা। তারই ফলে যে ভালো চাকরিটা আমার হাতছাড়া হয়েছিল তেমনটি আর কখনও পাব কিনা সন্দেহ। তবুও থর্প প্লেসএ গিয়েছিলাম বলে আমি খুশি, কারণ সেখানেই আমার পছন্দ থাক, কি পেয়েছিলাম সেটা গল্পটা শুনলেই বুঝতে পারবে।

আপনাদের উত্তর ল্যাঙ্কাশায়ার এর এই অঞ্চলের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি না আমি জানি না। ইংল্যান্ডের এই অঞ্চলটাই খাঁটি ইংরেজ জায়গা। সমগ্র জাতির মাথার মণি শুরা জন্মেছিলেন এই অঞ্চলেই একেবারে কেন্দ্রস্থলে। ঢেউ খেলানো পশুচারণ ভূমি ধাপে ধাপে উঠে পশ্চিম দিকে একেবারে মাল্ভার্ণ পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। কোন শহর নেই আছে শুধু অসংখ্য গ্রাম, আর পাহাড় গ্রামে একটা করে বুক সমান দিয়া। দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের ইটের বাড়িঘর পিছনে ফেলে যাবে, তারপর শুধুই পাথর—পাথরের দেওয়াল, শেওলা ধরা পাথরের ছাদ। সবকিছুই কঠোর, কঠিন, মজবুত, একটা মহান জাতির মনের মতো দেশ।

এড্‌শাম এর অনতিদূরে এই অঞ্চলের একেবারে মাঝখানে স্যার জন বোল্লামোর বাস করত থর্প প্লেস এ তার পুরনো পৈত্রিক বাড়িতে, আর সেখানেই আমি গিয়েছিলাম তার দুটি ছেলেকে পড়াতে। স্যার জন বিপত্নীক—আট ও দশ বছরের দুটি ছেলে এবং সাত বছরের একটি ফুটফুটে মেয়েকে রেখে তিন বছর আগে তার স্ত্রী মারা গেছে। বর্তমানে আমার স্ত্রী মিস্ উইদার্টন ছিল তখন ছোট মেয়েটির গভর্নেস। আমি ছিলাম ছেলে দুটির শিক্ষক। একটি বিয়ের পক্ষে এরচাইতে ভাল ভূমিকা আর কি হতে পারে?

এখন সেই আমাকে "শাসন" করে, আর আমি লেখাপড়া শেখাই আমাদেরই দুটি ছোট ছেলেকে। কিন্তু সেখানে—থর্প প্লেস-এ আমি যে কি পেয়েছিলাম সেটা তো এরমধ্যেই বলা হয়ে গেল!

বাড়িটা খুব, খুবই পুরনো, অবিশ্বাস্য রকমের পুরনো—কোন কোন অংশ প্রাক-নর্মান যুগের—নর্মান-বিজয়ের অনেককাল আগে থেকেই বোল্লামোর-পরিবার সে বাড়িতে বাস করে আসছে। সে বাড়িতে প্রথম ঢুকে আমার বুকের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল,—খুব চওড়া ধূসর দেয়াল, ভেঙে-পড়া কঠিন পাথরের চাঁই, পুরনো বাড়ির জীর্ণ পলস্তরা থেকে বেরিয়েআসা রুগ্ন জন্তুর গায়ের মত একটা গন্ধ। কিন্তু বাড়ির আধুনিক অংশটা ঝকঝকে, বাগানটাও সুরক্ষিত। যে বাড়ির ভিতরে থাকে একটি ফুটফুটে মেয়ে আর সামনে থাকে গোলাপের শোভা, সে বাড়ি কখনও নিরানন্দ হতে পারে না।

একটা পুরোপুরি ভৃত্য-বাহিনী ছাড়া বাড়িতে ছিলাম শুধু আমরা চারজন। মিস্ উইদার্টন, তার বয়স তখন চব্বিশ বছর, সুন্দরী—মানে এখনকার মিসেস কল্মে-এর মতই সুন্দরী—আমি ফ্র্যাংক কোল্মোর, বয়স ত্রিশ বছর, গৃহকর্ত্রী মিসেস স্টিভেন্স, নীরস, চুপচাপ প্রকৃতির আর মিঃ রিচার্ডস্, লম্বা, সামরিক চেহারার মানুষ, বোল্লামোর জমিদারির নায়েব। আমরা চারজন সবসময়ই একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতাম, কিন্তু স্যার জন যথারীতি তার লাইব্রেরীতে একাই খেত। মাঝে মাঝে ডিনারে আমাদের সঙ্গে যোগ দিত, কিন্তু তার অন্যথা ঘটলেও আমরা খুশিই হতাম।

লোকটিকে ভয় করবারই কথা। একটি মানুষকে কল্পনা কর যার উচ্চতা ছ ফুট তিন ইঞ্চি, মজবুত গঠন, খাড়া নাক, সম্ভ্রান্ত মুখ, কাঁচা-পাকা চুল, লোমশ ভুরু, মেফিস্টোফিল-মার্কা ছোট ছুঁচলো দাঁড়ি, আর ভুরুর উপরে ও চোখের চারপাশে এত গভীর দাগ যে মনে হয় বুঝিবা ছুরি দিয়ে দাগ কেটে দেওয়া হয়েছে। দুটি ধূসর চোখ, ক্লান্ত, অসহায় দৃষ্টি, গর্বিত অথচ করুণ, সে-চোখ করুণা জাগায়, অথচ করুণা দেখানো যায় না। অনবরত পড়ার জন্য পিঠটা বেঁকে গেছে, নইলে তার বয়সের পক্ষে—বোধহয় পঞ্চান্ন বছর হবে—যেকোন নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতই সে সুদর্শন।

কিন্তু তার উপস্থিতি সুখকর নয়। সবসময়েই ভদ্র, রুচিবান, কিন্তু বড় বেশী চুপচাপ, নির্জনতাপ্রিয়। তার সঙ্গে বাস করেছি অনেক বেশী দিন, কিন্তু তাকে জেনেছি অনেক কম। বাড়িতে থাকলেই তার সময় কাটে হয় পুরনো বাড়িতে তার ছোট পড়ার ঘরে, আর না হয় তো আধুনিক অংশের লাইব্রেরীতে। সে এত রুটিন মেপে চলত যে দিনের যেকোন সময়ে সঠিক-ভাবে বলে দেওয়া যেত তাকে কোথায় পাওয়া যাবে। দিনে দুবার সে পড়ার ঘরে ঢোকে, একবার প্রাতরাশের পরে, আর একবার রাত দশটা নাগাদ। ভারী দরজার শব্দ শুনেই তুমি ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পার। এছাড়া বাকি

দিনটা সে লাইব্রেরীতেই কাটাত—শুধু বিকেলের দিকে দু'এক ঘণ্টার জন্য পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেত, অবশ্য তখনও অন্য সব সময়ের মতই একাই থাকত। ছেলেমেয়েদের ভালবাসত, তাদের পড়াশুনার উপরেও ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কিন্তু তার নিশ্চুপ, লোমশ ভুরুওয়ালা চেহারাকে তারাও ভয় করত, যতটা সম্ভব তাকে এড়িয়ে চলত। আসলে আমরা সকলেই তাই করতাম।

স্যার জন বোল্লামোরের জীবনের খোঁজ-খবর পেতে আমার বেশকিছুদিন সময় লেগেছিল, কারণ গৃহকর্ত্রী মিসেস স্টিভেন্স এবং নায়েব মি. রিচার্ডস দুজনেই মনিবের প্রতি বিশ্বস্ততাবশতঃ সহজে মালিকের ব্যাপার নিয়ে কোন কথা বলত না। আর গভর্ণেসটি আমাদের চাইতে বেশীকিছু জানত না। আর সম-স্বার্থই আমাদের কয়েকজনকে একসূত্রে বেঁধে দিল। যাইহোক শেষ পর্যন্ত এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে মিঃ রিচার্ডসের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল, আর আমার মনিব লোকটির জীবন সম্পর্কে অনেক কথাই আমরা জানতে পারলাম।

আমার ছোট ছাত্র মাস্টার পার্সি কারখানার জলের নালায় (mill-race) পড়ে যাওয়াটাই এ সবকিছুর প্রত্যক্ষ কারণ, এর ফলে তার ও আমার দুজনের জীবনই বিপন্ন হয়েছিল। জলে ভিজে ক্লান্ত দেহে—কারণ ছেলেটির চাইতে আমারই ধকল হয়েছিল বেশী—আমার ঘরের দিকে এগোতেই স্যার জন গোলমাল শুনে তার পড়ার ঘরের দরজা খুলে কি হয়েছে জানতে চাইল। দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে এই বলে তাকে আশ্বস্ত করলাম যে ছেলেটির সেরকম কোন বিপদ ঘটে নি, কঠোর, অচঞ্চল মুখে সে সব কথা শুনল, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও চাপা ঠোঁট দেখেই বোঝা গেল সে মনের আবেগ চাপতে চেষ্টা করছে।

"এক মিনিট! ভিতরে আসুন! সব কথা খুলে বলুন!" খোলা দরজা দিয়ে ফিরে যেতে যেতে সে বলল।

এইভাবে আমি সেই ছোট পীঠস্থানে ঢুকলাম যেখানে—পরবর্তীকালে কথাটা জেনেছিলাম—গত তিন বছরের মধ্যে একমাত্র তার বুড়ো চাকর ছাড়া আর কারও পায়ের দাগ পড়ে নি। মূল বাড়িটার আকারেরই একটা ছোট গোল ঘর, নীচু সিলিং, আইভি-লতায় ঘেরা একটিমাত্র ছোট জানালা, আর সামান্যতম আসবাব। ঘরের মধ্যে আছে শুধু একটা পুরনো কার্পেট, একটিমাত্র চেয়ার, একটা তাসের টেবিল, আর বইয়ের একটা ছোট তাক। টেবিলের উপর একটি নারীর একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি রাখা আছে। তার মুখের দিকে আমি ভাল করে তাকাই নি, কিন্তু এ-কথা মনে আছে যে একটা স্নিগ্ধ নমনীয়তার ধারণা আমার মনে জেগেছিল। ছবিটার পাশেই ছিল জাপানী-বার্নিশ-করা একটা বড় কালো বাক্স, এবং রবারের ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা দুই বাণ্ডিল চিঠি ও দলিল।

খুব অল্প সময়ের জন্যই আমাদের দেখা হয়েছিল, কারণ স্যার জন বোল্লামোর বুঝতে পেরেছিল যে আমি একেবারে ভিজে গেছি এবং অবিলম্বেই আমার পোশাক বদলানো উচিত। অবশ্য এই ঘটনার পরেই রিচার্ডসের কাছ থেকে আমি অনেককিছু জানতে পেরেছিলাম। আকস্মিক যোগাযোগের ফলে যে ঘরের দরজা আমার সামনে খুলে গিয়েছিল সে নিজে কখনও সে ঘরে ঢুকতে পায় নি। সেইদিন বিকেলেই তীব্র কৌতূহল নিয়ে সে আমার কাছে এল। আমার ছাত্র দুটি পাশের লনে টেনিস খেলতে থাকল, আর সে আমার পাশে পাশে বাগানের পথে পায়চারি করতে লাগল।

সে বলতে লাগল, "আপনার বেলায় যে ব্যতিক্রমটি করা হয়েছে তার তাৎপর্য আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। ঐ ঘরটাকে এমন রহস্যময় করে রাখা হয়েছে, আর স্যার জন এতই নিয়মিতভাবে সে-ঘরে যাতায়াত করেন যে তা নিয়ে বাড়ির সকলের মনেই একটা কুসংস্কারের মত গড়ে উঠেছে। আপনাকে জোর দিয়েই বলছি, যেসব গল্প চারিদিকে ছড়িয়েছে, রহস্যময় অতিথিদের আনাগোনার যেসব গল্প শোনা যাচ্ছে, চাকররা যেসব কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে, তা যদি আপনাকে বলি তাহলে আপনি হয়তো সন্দেহ করবেন যে স্যার জন আবার তার পুরনো দিনগুলিতে ফিরে গেছেন।"

"ফিরে যাওয়ার কথা বলছেন কেন?" আমি শুধালাম।

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

বলল, "এও কি সম্ভব যে স্যার জন বোল্লামোরের পূব ইতিহাস আপনার অজানা?"

"সম্পূর্ণ অজানা।"

"আপনি আমাকে স্তম্ভিত করে দিলেন। আমার তো ধারণা, তার পূব ইতিহাস ইংলণ্ডের সকলেই কিছু না কিছু জানে। আপনি এখন আমাদের একজন হয়েছেন, এবং আমি এখন চুপ করে থাকলে ঘটনাগুলো হয়তো আরও কড়া রূপ নিয়ে আপনার কানে আসতে পারে, তাই ব্যাপারটা আপনাকে জানানো দরকার। আপনি যে 'শয়তান বোল্লামোর'-এর কাছে চাকরি করতে এসেছেন এ-কথাটা আপনি জানতেন বলেই আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল।"

"কিন্তু 'শয়তান' বলছেন কেন?" আমি শুধালাম।

"আঃ, আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ, আর জগৎটা বড় দ্রুত ঘুরে চলেছে; বিশ বছর আগে 'শয়তান' বোল্লামোরের নাম ছিল সারা লণ্ডনে সর্বাধিক পরিচিত। রেসের ঘোড়ার মালিক, মুষ্টিযোদ্ধা, গাড়ি-চালক, জুয়াড়ি, মাতাল—এককথায় পুরনো কালের একটি মানুষ, আর তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম।"

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

চেঁচিয়ে বললাম, "সে কি? এই শান্ত, অধ্যয়নরত, দুঃখী লোকটি?"

"ইংলণ্ডের সবচাইতে দুরাত্মা ও লম্পট! নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি

কোলমোর। আমি যদি বলি যে এখন তার ঘরে নারী-কণ্ঠ শুনলেই মনে সন্দেহ জাগে তাহলে তার অর্থ আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।"

"কিন্তু কে তার এই পরিবর্তন ঘটাল?"

"ছাট বেরিল ক্লেয়ার—তার স্ত্রী হবার ঝুঁকি নিয়ে। তখনই চাকা ঘুরল তিনি এতদূর গোল্লায় গিয়েছিলেন যে তার নিজের ঘোড়াই তাকে ছিটকে ফেলে দিল। আপনি জানেন, মদ খাওয়া আর মাতাল হওয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। মদ সকলেই খায়, কিন্তু মাতালকে তারাই ঘেন্না করে। তিনি মদে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন—আশাহীন, অসহায়। তারপরই তিনি এলেন. একটি বিধ্বস্ত মানুষের মধ্যে দেখলেন নতুন মানুষের সম্ভাবনা, তাকে বিয়ে করার ঝুঁকি নিলেন, যদিও অনেক সৎ মানুষকেই তিনি পেতে পারতেন। কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে সেবা করে তিনি তাকে মনুষ্যত্বের পথে, সুন্দর জীবনের পথে ফিরিয়ে আনলেন। আপনিই তো দেখেছেন, এ-বাড়িতে মদ ঢোকে না। স্ত্রী এ বাড়িতে পদার্পণ করার পর থেকে একদিনের জন্যও ঢোকে নি। এখনও এক ফোঁটা মদ হয় তো তার কাছে বাঘের কাছে রক্তের মতই মনে হত।"

"তাহলে সেই মহিলার প্রভাবই এখনও তাকে ধরে রেখেছে?"

"আসল বিস্ময় তো সেখানেই। তিন বছর আগে যখন স্ত্রী মারা গেলেন তখন আমরা সকলেই আশংকা করলাম, ভয় পেলাম যে তিনি আবার তার পুরনো পথেই ফিরে যাবেন। মহিলাটিরও এই আশংকা ছিল, এই চিন্তায় মরেও তার শান্তি ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন এই মানুষটির একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, আর তাকে রক্ষা করবার জন্যই তিনি বেঁচেছিলেন। ভাল কথা, তার ঘরে একটা জাপানী বার্নিশ-করা বাক্স দেখেছেন কি?"

"হাঁ।"

"আমার ধারণা ঐ বাক্সে তার চিঠিগুলো আছে। কখনও যদি একরাত্রির জন্যও বাইরে যেতে হয়, তাহলেও ঐ বাক্সটাকে তিনি অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আরে, আরে কোল্‌মোর, যা বলা উচিত তার চাইতে অনেক বেশী বলে ফেললাম যে, যাইহোক, আশা করি আকর্ষণীয় কোনকিছু জানতে পারলে আপনিও আমাকে সেটা জানাবেন।"

বুঝতে পারলাম, কৌতূহলে লোকটির বুকের ভিতরে জ্বালা ধরেছে, তাছাড়া যে ঘরে আজ পর্যন্ত কেউ ঢোকে নি একজন নবাগত হয়ে আমিই প্রথম সেখানে ঢুকেছি বলে তার অহমিকায়ও একটু আঘাত লেগেছে। কিন্তু এই ঘটনার ফলে আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল. সেই থেকেই তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চলল।

এখন থেকে আমার চাকরিদাতার নীরব, উন্নত মূর্তিটি আমার কাছে অধিকতর আগ্রহের বস্তু হয়ে উঠল। তার চোখের আশ্চর্য মানবিক দৃষ্টি, তার বিষাদদীর্ণ মুখের গভীর রেখা—সবকিছুই আমি যেন বুঝতে শুরু করলাম। এই

মানুষটি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক ভয়ংকর প্রতিপক্ষের সঙ্গে অবিশ্রাম লড়াই করে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে; এখন যদি সেই প্রতিপক্ষ আবার তার গায়ে নখ বসাতে পারে তাহলে তার দেহ ও মন দুটোকে ধ্বংস করে ফেলবে। এই কঠোর, গোল-পিঠ মানুষটিকে যখন বারান্দায় পায়চারি করতে অথবা বাগানে বেড়াতে দেখি তখনই সেই আসন্ন বিপদ যেন আমার চোখের সামনে মূর্তিমান হয়ে ওঠে, আমি যেন কল্পনায় দেখতে পাই সেই ঘৃণ্য, ভয়ংকর রাক্ষসটা মনিবের পাশে আধা-পোষমান জন্তুর মত এই মানুষটার পাশে পাশে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে—যেকোন অসতর্ক মুহূর্তেই লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে নখ বসিয়ে দেবে। কল্পনায় আরও দেখতে পাই, একটি মৃত নারী, যে তার স্বামীর এই বিপদকে দূরে সরিয়ে রাখতে জীবন দিয়ে গেছে, সে যেন একটি সুন্দরী ছায়ামূর্তি ধরে উদ্যত অস্ত্র হাতে নিয়ে তার ভালবাসার মানুষটিকে সতত আগলে রেখেছে।

যেকোন সূক্ষ্মভাবেই হোক স্যার জন তার প্রতি আমার এই সহানুভূতির কথাটা বুঝতে পেরেছিল, আর তার এই বুঝতে পারাটাও সে তার নিজস্ব নীরবতার ভিতর দিয়েই প্রকাশও করত। এমন কি বিকেলে বেড়াবার সময় আরও একদিন সে আমাকে তার সঙ্গে যেতে ডেকেছিল, এবং সেসময় আমাদের মধ্যে কোনরকম বাক্যালাপ না হলেও যে বিশ্বাস সে ইতিপূর্বে আর কারোকেই করে নি আমার প্রতি তার সেই বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল তার লাইব্রেরীর একটা সূচীপত্র তৈরি করে দিতে (তার লাইব্রেরীটা ইংলণ্ডের একটি সেরা ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ছিল)। ফলে তার সাহচর্য না হলেও তার উপস্থিতিতে সন্ধ্যাবেলা অনেকগুলি ঘণ্টাই আমি কাটাতে লাগলাম, স্যার জন তার ডেস্কে বসে লেখাপড়া করে, আর আমি জানালার পাশে ছোট ঘরটায় বসে তার এলোমেলোভাবে রাখা বইগুলোতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। কিন্তু এতখানি ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তার গম্বুজ-ঘরে আর কখনও আমার ডাক পড়ে নি।

আর তারপরেই ঘটল আমার মনোভাবের পরিবর্তন। একটিমাত্র ঘটনার ফলে তার প্রতি আমার সব সহানুভূতি ঘৃণায় পরিণত হল, আমি বুঝতে পারলাম, আমার মনিবটি আগে যা ছিল এখনও তাই আছে, শুধু একটা বাড়তি পাপ হয়েছে—ভণ্ডামি। ঘটনাটা এইরকম।

একদিন সন্ধ্যায় একটি সাহায্য-রজনীর অনুষ্ঠানে গান গাইতে মিস উইদার্টন গিয়েছিল পাশের গ্রাম ব্রডওয়েতে, আর প্রতিশ্রুতিমত আমি হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলাম তাকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনতে। বাড়ির পূব দিককার গম্বুজের নীচে দিয়েই পথ। যেতে যেতেই দেখলাম, গোল-ঘরটায় আলো জ্বলছে। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা, জানালাটাও আমাদের মাথা থেকে কিছুটা উঁচুতে, তাই জানালা খোলাই ছিল। নিজেদের কথাবার্তাতেই আমরা মশগুল ছিলাম,

পুরনো গম্বুজের নীচেকার লনে আমরা একটু থেমেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর কানে আসায় আমাদের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

কণ্ঠস্বরটি নিঃসন্দেহে কোন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর খুবই নীচু—এত নীচু যে রাতের বাতাস নিস্তব্ধ ছিল বলেই সেটা আমাদের কানে এসেছিল, আর চারদিক চুপচাপ ছিল বলেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে সেটা নারীকণ্ঠ। হাঁপাতে হাঁপাতে অতি দ্রুত কয়েকটি কথা বলেই কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে গেল—একটি করুণ, রুদ্ধশ্বাস, মিনতিভরা কণ্ঠ। মিস্ উইদার্টন ও আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর হলের দরজার দিকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম।

"শব্দটা জানালা দিয়ে এসেছিল", আমি বললাম।

সে বলল, "আমাদের পক্ষে আড়ি পাতা ঠিক হবে না। একথা যে আমরা শুনেছি সেটা ভুলে যেতে হবে।"

সে মোটেই অবাক হয় নি দেখে একটা নতুন কথা আমার মনে এল।

বললাম, "তুমি বোধ হয় আগেও এ ধরনের কণ্ঠস্বর শুনেছ।"

"না শুনে উপায় কি। ওই একই গম্বুজের বর্শাকিছুটা উপরেই আমার ঘর মাঝে মাঝেই এ ধরনের শব্দ কানে আসে"

"স্ত্রীলোকটি কে হতে পারে?"

"জানি না। এ নিয়ে কোনরকম আলোচনা না করাই ভাল।"

তার স্বর শুনেই তার মনের কথা বুঝতে পারলাম। কিন্তু যদি ধরেই নেওয়া যায় যে আমাদের মনিবের একটি সন্দেহজনক দ্বৈত জীবন আছে, তাহলেও এই প্রাচীন অট্টালিকায় এসে তাকে সঙ্গদান করে কে সেই রহস্যময়ী নারী? নিজের চোখেই তো দেখেছি কী হতচ্ছাড়া সে ঘরের চেহারা। স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই সেখানে থাকে না। তাহলে সে আসে কোথা থেকে? বাড়ির কেউ হতে পারে না। তাদের সকলের উপরেই স্টিভেন্সের কড়া নজর। কাজেই যে আসে তাকে বাইরে থেকেই আসতে হবে। কিন্তু কেমন করে?

তখনই হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে বাড়িটা খুবই প্রাচীন, কাজেই মধ্যযুগীয় কোন গুপ্ত পথ তো থাকতে পারে। গুপ্ত পথ নেই এমন কোন প্রাচীন অট্টালিকা বড় একটা দেখা যায় না। এই রহস্যময় ঘরটা নীচের দিকে অবস্থিত, কাজেই কোন গুপ্ত পথ থাকলে সেটা মেঝের নীচ দিয়েই হবে। যে ঘরে ঢ অনেক বাড়ঘর আছে। সুড়ঙ্গপথের অপর প্রান্তটা হয় তো ঢুকেছি বলে জঙ্গলের কোন ঝোপঝাড়ের মধ্যেই আছে। কাউকে কিছু বললাম আমার প্রতীয়তে পারলাম যে মনিবের গোপন কথাটি আমার হাতের মুঠোর বেড়েই চল গছে।

এখন যে আমার ধারণা যতই বদ্ধমূল হতে লাগল, ততই তার এই আত্ম অধিকতায় আমার বিস্ময়ও বাড়তে লাগল। আবার এই সংযতচরিত্র বিষ

লোকটিকে যত দেখি ততই মনে প্রশ্ন জাগে—এরকম একটি মানুষের কি গোপন জীবন থাকা সম্ভব, নিজেকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, আমার সব সন্দেহই অমূলক। কিন্তু এই নারীকণ্ঠ, গোল ঘরে গোপনে এই নৈশ মিলন —এসব ঘটনাকেই বা নির্দোষ বলে মানা যায় কেমন করে। লোকটিকে নিয়ে আমার মনে একটা আতংক দেখা দিল। তার এই স্বভাব ভণ্ডামি দেখে মন ঘৃণায় ভরে গেল।

যে বিষণ্ণ অথচ বৈরাগ্যের মুখোশ পরে সে সবসময় থাকে, এই কয়মাসের মধ্যে মাত্র একটিবারই সেই মুখোশ ছাড়া তাকে আমি দেখতে পেয়েছি। ভিতরকার যে আগ্নেয়গিরিকে সে এতদিন চেপে রেখেছিল মুহূর্তের জন্য তাকে আমি দেখতে পেলাম। উপলক্ষ্যটা খুবই তুচ্ছ, কারণ তার রাগের লক্ষ্য ছিল সেই বুড়ি দাসী যার সম্পর্কে আগেই বলেছি যে একমাত্র তাকেই ঐ রহস্যময় ঘরে ঢুকতে দেওয়া হত। গম্বুজ ঘরের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলাম—কারণ আমার নিজের ঘরটা সেইদিকেই—এমনসময় একটা আকস্মিক ক্ষুব্ধ চীৎকার আমার কানে এল, আর সেইসঙ্গে শুনতে পেলাম ক্রোধে রুদ্ধকণ্ঠ একটি মানুষের চাপা গর্জন। একটি হিংস্র বন্য পশুর আর্তনাদ যেন। শুনতে পেলাম স্যার জনের ক্রোধকম্পিত কণ্ঠ। "তোমার এত সাহস! আমার হুকুম অমান্য করার সাহস তোমার হল।" একমুহূর্ত পরে দাসীটি আমাকে পাশ কাটিয়ে বারান্দা দিয়ে ছুটে চলে গেল, তার মুখ সাদা হয়ে গেছে, শরীর কাঁপছে। তাকে লক্ষ্য করে সেই ভয়ংকর কণ্ঠ তখনও গর্জন করছে। "মিসেস স্টিভেন্সের কাছ থেকে টাকাপয়সা বুঝে নাও। থর্পপ্লেস এ আর কোনদিন ঢুকো না!" তীব্র কৌতূহলবশত দাসীটির পিছু নিলাম, মোড় ঘুরতেই দেখলাম, দেয়ালে হেলান দিয়ে সে ভীত খরগোশের মত কাঁপছে।

"ব্যাপার কি মিসেস ব্রাউন?" আমি শুধালাম।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে জবাব দিল, "কর্তা! ওঃ, আমাকে কী ভয়ই দেখালেন! মিঃ কোল্‌মোর স্যার, তার চোখের দিকে যদি একবার তাকাতেন। আমার তো মনে হল, সামনে সাক্ষাৎ যম।"

"তুমি কি করেছ?"

"কি করেছি স্যার? কিছু না। অন্তত এত হৈ-চৈ করার মত কিছুই না। শুধু তার ঐ কালো বাক্সটায় হাত দিয়েছিলাম—সেটাকে খুলিও নি, এমন সময় তিনি ঘরে ঢুকলেন, আর তারপরে তার তর্জন-গর্জন তো শুনলেন। আমার চাকরি গেছে তা যাক, তাতে আমি খুশিই হয়েছি, কারণ এরপরেও তার হাতের কাছে যাবার সাহস আমার নেই।"

তাহলে সেই জাপানী-বার্নিশ-করা বাক্সই এত রাগের কারণ—যে বাক্সটি সে কখনও হাতছাড়া করে না। এই বাক্স এবং যে নারীকণ্ঠ আমি শুনেছি তার গোপন সাক্ষাৎকারের মধ্যে যোগসূত্রটা কি, অথবা কোন যোগসূত্র সত্যি

আছে কি? স্যার জন বোল্লামোরের ক্রোধ যেমন দীর্ঘস্থায়ী তেমনই অগ্নিময়, কারণ সেদিন থেকেই দাসী মিসেস ব্রাউন আমাদের ডেরা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, থর্পপ্লেস-এ তাকে আর কোনদিন দেখা গেল না।

এবার আমি বলতে চাই সেই বিচিত্র যোগাযোগের কথা যার ফলে এই অদ্ভুত সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল, আর মনিবের গোপন কথাটি এসে গেল আমার হাতের মুঠোয়। সে কাহিনী শুনলে তোমাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে আমার কৌতূহল হয়তো আমার মর্যাদাবোধকে ছাপিয়ে গেছে, আমি হয় তো গুপ্তচরের ভূমিকাতেই নেমে গিয়েছিলাম। তোমাদের যদি তাই মনে হয় তো আমার কবাব কিছু নেই, আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আপাতত অসম্ভব মনে হলেও আমি যেভাবে বর্ণনা করছি ঘটনাটা সেই ভাবেই ঘটেছিল।

এই রহস্য উদ্ঘাটনের প্রথম পর্বে গম্বুজের ছোট ঘরটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ল। যে পোকায় খাওয়া এক কাঠের বরগা ঐ ঘরের সিলিংটাকে ধরে রেখেছিল সেটা ভেঙে পড়ার ফলেই এটা ঘটল। কালক্রমে জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় একদিন সকালে বরগাটা মাঝামাঝি জায়গায় ভেঙে গিয়ে প্রচুর পলস্তরাসহ নীচে পড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে স্যার জন তখন ঘরে ছিল না। তার মূল্যবান বাক্সটা ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে উদ্ধার করে লাইব্রেরীতে নিয়ে আসা হল এবং সেখানেই তার দেরাজে তালাবন্ধ করে রাখা হল। স্যার জন ঘরটা মেরামতের কোন ব্যবস্থাই করল না, আর যে গোপন-পথের অস্তিত্ব আমি অনুমান করেছিলাম সেটাকে সন্ধান করবার কোন সুযোগও আমার কপালে জুটল না। ভেবেছিলাম এই ঘটনার ফলে মহিলাটির অভিসারও বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় শুনতে পেলাম মিঃ রিচার্ডস্ মিসেস স্টিভেন্সকে জিজ্ঞাসা করছে, লাইব্রেরীতে যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে স্যার জনকে কথা বলতে শুনেছি সে কে। মিসেস স্টিভেন্সের জবাবটা আমি বুঝতে পারলাম না, তবে মহিলাটির ভাবভঙ্গীতে বুঝতে পারলাম যে তার দিক থেকে এই একই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অথবা এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়।

মিঃ রিচার্ডস্ বলল, "কোল্মোর, সে কণ্ঠস্বর আপনি শুনেছেন?"

আমি স্বীকার করলাম শুনেছি।

"এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?"

দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "এটা আমার কোন ব্যাপারই নয়।"

"আরে বলেই ফেলুন না, আমাদের মত আপনিও তো কম কৌতূহলী নন। কোন নারীকণ্ঠ কি?"

"তা তো নিশ্চয়ই।"

"কোন্ ঘর থেকে কথাগুলি এসেছিল?"

"গম্বুজ-ঘর থেকে, সিলিং ভেঙে পড়ার আগে।"

"কিন্তু আমি তো গতকাল রাত্রেও লাইব্রেরী থেকে সে কণ্ঠস্বর শুনেছি। ঘুমতে যাবার জন্য দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন কাঁদছে, মিনতি করছে, ঠিক যেভাবে আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি ঠিক তেমনই পরিষ্কার শুনতে পেলাম। হয় তো কোন স্ত্রীলোক

"সে কি, অন্য আর কি হতে পারে?"

সে কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

বলল, "স্বর্গে মর্তে এমন অনেককিছু আছে। সে যদি কোন নারী হবে তাহলে সেখানে আসে কেমন করে?"

"আমি জানি না।"

"না, আমিও জানি না। কিন্তু সে যদি অপর কিছু হয়—কিন্তু সংক্ষেপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একজন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রসঙ্গে এধরনের আলোচনাও তো হাস্যকর। সে চলে গেল, কিন্তু আমার মনে হল সে মুখে যা বলে গেল তার চাইতেও বেশীকিছু রয়ে গেল তার মনে। স্বর্ণ প্রসঙ্গকে ঘিরে যেসব ভৌতিক গল্প প্রচলিত ছিল, আমাদের চোখের সামনেই তার সঙ্গে নতুন একটা গল্প যোগ হতে চলেছে। এতদিনে সে গল্প হয়ত স্থায়ী আসনই পেয়েছে, কারণ একটা ব্যাখ্যা আমার মনে এলেও অন্যের কাছে তা কখনও পৌঁছে নি।

আর আমার ব্যাখ্যাটা এল এইভাবে। স্নায়ুশূলের ব্যথায় সারা রাত ঘুমতে পারি নি, যন্ত্রণা থামাবার জন্য দুপুর নাগাদ বেশীমাত্রায় ক্লোরোডাইন খেয়েছি। সেইসময় স্যার জন বাল্লামোরের লাইব্রেরীর সূচী রচনার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি, পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত আমি কাজ করতাম। সেই বিশেষ দিনটিতে একদিকে স্নায়ুশূল আর অন্যদিকে ঘুমের ওষুধ এই দুয়ের ফলকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা আমাকে করতে হচ্ছিল। আগেই বলেছি লাইব্রেরীর পাশেই একটা ছোট ঘর ছিল আর সেখানে বসে কাজ করাই আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ভালভাবেই কাজ শুরু করে দিলাম, কিন্তু ক্লান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। খাটটার উপর শুয়ে পড়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ক্লোরোডাইনের প্রভাবে আধা অচৈতন্য অবস্থায় চুপচাপ শুয়ে রইলাম। উঁচু দেয়াল জোড়া বই নিয়ে মস্ত বড় ঘরটা যেন অন্ধকারে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দূরের জানালা দিয়ে চাঁদের মৃদু আলো ঘরে এসে পড়েছে, সেই আবছা পশ্চাৎপটের উপর স্যার জন বাল্লামোর তার পড়ার টেবিলে বসে আছে। পিছনের জানালার ফ্রেমের মধ্যে তার একটি পরিষ্কার বহির্মূর্তি তীক্ষ্ণ রেখায় ফুটে উঠেছে। দেখলাম, সে একটু নীচু হল, চাবি ঘোরানোর একটা শব্দ শুনলাম, আর সেইসঙ্গে ধাতুর উপর ধাতুর

ঘর্ষণের একটা শব্দও কানে এল। যেন স্বপ্নের মধ্যে আমার অস্পষ্ট ধারণা হল যে তার সামনে রয়েছে সেই জাপানী-বানিশ করা বাক্সটি, তার ভিতর থেকে বেঁটেখাটো অদ্ভুতদর্শন একটা কিছু বের করে সে টেবিলের উপর রাখল। আমি যে তার গোপনীয়তার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছি, ঘরের মধ্যে সে যে নিজেকে একাকিই ভাবছে—আমার তালগোল পাকানো অসাড় মস্তিষ্কে সেটা ধরাই পড়ে নি, ব্যাপারটা আমি একেবারেই বুঝে উঠতে পারি নি। আমার আতংকিত অনুভূতিতে এ-সত্যটা ধরা পড়ামাত্রই আমার উপস্থিতি জানাবার জন্য সেটি থেকে উঠতে যাব এমন সময় একটা বিচিত্র, খড়খড়ে, ধাতব শব্দ শুনতে পেলাম, আর তারপরেই একটা কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ, সেটা নারীকণ্ঠ সেবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সে কণ্ঠস্বরে এত মিনতি, এত আকুল ভালবাসা ঝরে পড়ছে যে আমার কানে তা চিরদিন বাজবে। একটা টুং-টাং শব্দ যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে, কিন্তু তার প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার, যদিও ক্ষীণ অতি ক্ষীণ, কারণ সে শব্দগুলি একটি মুমূর্ষু নারীর শেষ উচ্চারিত কথা।

সেই ক্ষীণ কণ্ঠ বলছে, "আমি সত্যি চলে যাই নি জন। আমি তোমার পাশেই আছি, এবং পুনরায় দেখা না হওয়া পর্যন্ত থাকব। সকালে ও রাতে আমার কণ্ঠস্বর তুমি শুনতে পাবে এ চিন্তাতেই আমি সুখে মরতে পারছি। জন, শক্ত হও, যতদিন আবার আমাদের দেখা না হয় ততদিন শক্ত থেকো।"

এইমাত্র বলেছি যে আমার উপস্থিতি জানাবার জন্য আমি উঠে বসেছিলাম, কিন্তু যতক্ষণ সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছিল ততক্ষণ আমি তা পারি নি। অর্ধেক শুয়ে, অর্ধেক বসে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পঙ্গুর মত একমনে শুনছিলাম সেই দূরাগত সঙ্গীতময় মিনতিভরা কথাগুলি। আর স্যার জন -সেও এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে আমি কথা বললেও সে হয় তো তা শুনতে পেত না। কিন্তু সে কণ্ঠস্বর নীরব হতেই আমার অর্ধ-উচ্চারিত ক্ষমা ও কৈফিয়ৎ জানালাম। সে লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ টিপে দিল, সেই আলোর উজ্জ্বল আভায় দেখলাম, তার চোখ দুটি ক্রোধে জ্বলছে, মুখটা আবেগে কুঞ্চিত হচ্ছে কয়েক সপ্তাহ আগে বুড়ি দাসীটি ঠিক যেরকমটা দেখেছিল।

সে চীৎকার করে বলল, "মিঃ কোল্‌মোর! আপনি এখানে! এসবের অর্থ কি স্যার?"

থেমে থেমে সব বুঝিয়ে বললাম-- আমার স্নায়ু-শূল, ঘুমের ওষুধ, দুর্ভাগ্যজনক ঘুম ও অদ্ভুত জাগরণ -সব কথা শুনতে শুনতে তার মুখ থেকে ক্রোধের দীপ্তি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, সারা মুখ জুড়ে আবার নেমে এল সেই বিষণ্ণ বৈরাগ্যের মুখোশ।

ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "মি. কোল্‌মোর, আমার গোপন কথা আপনি জেনে ফেলেছেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলিকে শিথিল করেছি বলে এ ব্যাপারে

একমাত্র আমিই দোষী। অর্ধেকটা জানা একেবারে কিছু না জানার চাইতেও খারাপ; তাই আপনি যখন এতটাই জেনে ফেলেছেন তখন সবটাই শুনুন। আমি যখন পৃথিবী থেকে চলে যাব তখন এ কাহিনী যেখানে খুশি বলতে পারবেন, কিন্তু আপনার মর্যাদাবোধের উপর এটুকু ভরসা আমি নিশ্চয়ই করতে পারি যে যতদিন পর্যন্ত কোন মানুষ যেন আপনার মুখ থেকে এ কাহিনী শুনতে না পায়। এ কাহিনী শুনলে আমার প্রতি লোকের মনে যে করুণা জাগবে তাতে আমার প্রচণ্ড আপত্তি। এটা আমার অহংকার—ঈশ্বর আমাকে মার্জনা করুন! অন্তত এটুকু অহংকার এখনও আমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে। লোকের ঈর্ষায় আমি হেসেছি, তাদের ঘৃণাকে করেছি উপেক্ষা, কিন্তু কারও করুণা আমি সইতে পারি না।

"যেখান থেকে এ কণ্ঠস্বর আসছে তাতো আপনি শুনলেন আমি জানি এ-কণ্ঠস্বর আমার লোকজনদের মনে প্রচুর কৌতূহলের উদ্রেক করেছে। এর ফলে যসব গুজবের সৃষ্টি হয়েছে তাও আমি জানি। কুৎসাই হোক আর কুসংস্কারই হোক, এইসব জল্পনা-কল্পনাকে আমি উপেক্ষা করতে পারি, ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু অন্যায় কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য যে অবিশ্বাসী গুপ্তচরবৃত্তি ও আড়িপাতা—তাকে আমি কোনদিন ক্ষমা করব না। কিন্তু মিঃ কোল্‌মোর, সে অভিযোগ থেকেও আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম।

"আমি যখন যুবক ছিলাম, আপনার আজকের বয়সের চাইতেও আমার বয়স কম ছিল স্যার, তখন আমি শহরে এসেছিলাম, কোন বন্ধু ছিল না, পরামর্শ দেবার মত কেউ ছিল না, কিন্তু সঙ্গে ছিল টাকার থলি, আর তার ফলেই আমার পাশে এসে জুটেছিল যতসব নকল বন্ধু আর নকল পরামর্শদাতা। জীবনের মদ আকণ্ঠ পান করলাম—কোন জীবিত মানুষ যদি আমার চাইতে বেশী করে সে মদ পান করে থাকে তো তাকে আমি ঈর্ষা করি না। আমার টাকার থলি গেল, আমার চরিত্র গেল, আমার স্বাস্থ্য গেল, উত্তেজক ছাড়া আমার দিন চলে না। ক্রমে এমন একটা জন্তুতে পরিণত হলাম যে সেকথা স্মরণ করলেও মনটা শিউরে কুঁকড়ে ওঠে। আর সেইসময়, আমার সেই চরমতম অধঃপতনের ক্ষণে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন সব-চাইতে শান্ত, সবচাইতে মধুর একটি দেবদূতকে। সে আমাকে ভালবাসল, সব জেনেই ভালবাসল, যে আমি নিজেকে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম জন্তুর পর্যায়ে তাকে পুনরায় মানুষ করে তুলতে সে নিজের জীবনটাই কাটিয়ে দিল।

"কিন্তু একটা মারাত্মক ব্যাধি তাকে ধরল, আর আমার চোখের সামনে সে একটু একটু করে শুকিয়ে গেল। সেই রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও নিজের কথা, নিজের যন্ত্রণার কথা, নিজের মৃত্যুর কথা সে কখনও ভাবে নি। ভাগ্য তখনও তাকে একটিমাত্র যন্ত্রণাই এনে দিয়েছিল—তার ভয় হয়েছিল তার প্রভাব যখন চলে যাবে তখন আমি আবার আগেকার জীবনেই ফিরে যাব। বৃথাই আমি

বারবার তার কাছে শপথ করেছি যে আর কোনদিন এক ফোঁটা মদও আমার ঠোঁট দিয়ে গলবে না। শয়তান যে আমার উপর কতখানি ভর করেছিল সেটা ভাল করে জানত বলেই রাত্রি দিন এই একই চিন্তা তাকে তাড়া করত যে আমার আত্মা হয়তো আবার তার কবলেই চলে যাবে।

"রোগশয্যায় শুয়ে কান বন্ধুর মুখ থেকেই এই আবিষ্কারের কথা এই ফোনোগ্রাফের কথা সে শুনেছিল, আর একটি প্রেমিকার মনের দ্রুত অন্তর্দৃষ্টির ফলে সঙ্গে সঙ্গেই ভেবে নিয়েছিল কেমন করে এই যন্ত্রটাকে সে তার কাজে লাগাতে পারে। সে আমাকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিল সবচাইতে ভাল একটা যন্ত্র কিনে আনতে। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে অতি কষ্টে এই যন্ত্রের মধ্যে যে কথাগুলি রেখে গেল তাই আমাকে এতদিন সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছে। এ পৃথিবীতে আমি একা, ভগ্নস্বাস্থ্য এ পৃথিবীতে আমার আর কি আছে যা আমাকে শক্তি দেবে? কিন্তু আর নয়। ঈশ্বর করুন, তিনি যখন আমাদের দুজনের মধ্যে আবার মিলন ঘটাবেন তখন তার মুখের দিকে তাকাতে আমার এতটুকু লজ্জা করবে না। এই আমার গোপন কথা মিঃ কোলমোর, আর যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন একথা আপনি গোপনই রাখবেন।'

দুঃস্বপ্নের ঘর

The Nightmare Room

ম্যাসন-পরিবারের বসবার ঘরটা খুবই অদ্ভুত। ঘরের একটা দিক প্রাচ্য বিলাসবহুল আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। পুরু সোফা, নীচু আরামদায়ক চেয়ার, ইন্দ্রিয়সুখকর মূর্তি, কারুকার্যখচিত ধাতুর পাত থেকে ঝোলানো দামী পর্দা —সব মিলিয়ে রূপসী গৃহকর্ত্রীর যথোপযুক্ত পরিবেশ। বাড়ির কর্তা ধনী ব্যবসায়ী যুবক ম্যাসন। স্পষ্টই বোঝা যায়, সুন্দরী স্ত্রীর সব অভাব, সব খেয়াল মেটাতে সে সযত্ন প্রয়াস ও অর্থব্যয় কোনটাতেই কৃপণতা করে নি। আর এটা করা তার পক্ষে স্বাভাবিকও বটে, কারণ তার জন্য স্ত্রী অনেককিছু ছেড়েছে। সে ছিল ফ্রান্সের বিখ্যাত নর্তকী, ডজনখানেক অসাধারণ রোমান্সের নায়িকা। সেই ভোগবিলাসের দ্যুতিময় জীবনকে ত্যাগ করে সে ভাগ্য মিলিয়েছে এই মার্কিন যুবকের সঙ্গে, অথচ যুবকটির কঠোর জীবনযাত্রার সঙ্গে তার নিজের জীবনের পার্থক্য বিস্তর। তাই তো স্ত্রী যা হারিয়ে এসেছে অর্থ দিয়ে তার যতটা ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব সে-চেষ্টা সে করেছে। সে নিজে যদি এ-কথাটা ঘোষণা না করত—এমনকি এই মর্মে সংবাদপত্রে বিবৃতি না দিত—তাহলে

অনেকে হয় তো এটাকে তার সুরুচির পরিচয় বলেই মনে করতে পারত কিন্তু এইধরনের কিছু ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ছাড়া তার আচরণে এমন একটি স্বামীর চেহারাই ফুটে উঠেছে যে প্রেমিকের কর্তব্য থেকে মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হয় নি। এমন কি দর্শকদের উপস্থিতিতেও তার সর্বজয়ী ভালবাসার প্রকাশ কখনও বাধা মানত না।

কিন্তু ঘরটা অদ্ভুত। প্রথমে মনে হবে সাধারণ, কিন্তু পরিচয় দীর্ঘতর হলেই ঘরের অসম্ভব বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়বে। ঘরটা নিঃশব্দ— খুবই নিঃশব্দ। দামী কার্পেট ও ভারী কম্বলের উপর পা ফেললে শব্দ শোনা যায় না। কোন ও ঘর এমন কি কেউ পড়ে গেলেও কোন শব্দ হয় না। ঘরটা অদ্ভুতভাবে বর্ণহীনও বটে, আলো সব সময়ই আবছা। সাজসজ্জার সর্বত্র একই রুচির পরিচয়ও মেলে না। যেকোন লোকের মনে হবে, এই নিভৃত ঘরটিকে সাজাতে, মূল্যবান সম্পত্তিস্বরূপ এই মূল্যবান বস্ত্র-পেটিকাটি সংগ্রহ করতে যুবক ব্যাংকারটি যখন হাজার হাজার খরচ করেছে তখন প্রথম খরচের পরিমাপটা সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু পরে সহসা তার প্রাচুর্যে হাত পড়ার আশঙ্কায় থমকে দাঁড়িয়েছে। ঘরের যে জায়গাটা থেকে নীচের কর্মব্যস্ত রাস্তাটা দেখা যায় সেখানে ছড়িয়ে আছে বিলাস-বাহুল্য। কিন্তু ঘরের অপর দিকটা রুক্ষ, স্পার্টাসুলভ, সেখানে একটি ভোগ বিলাসী নারীর রুচি অপেক্ষা একটি সন্ন্যাসী মানুষের রুচিই বেশী ফুটে উঠেছে। হয়তো এই কারণেই মহিলাটি সারাদিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য কখনও দুঘণ্টা, কখনও চার ঘণ্টা —সে ঘরে থাকে, কিন্তু যতক্ষণ থাকে প্রচণ্ডভাবে থাকে, এই দুঃস্বপ্নের ঘরে এসেই লুসিলে ম্যাসন হয়ে ওঠে একটি স্বতন্ত্র মানুষ, একটি বিপজ্জনক নারী।

বিপজ্জনক— এই কথাটাই ঠিক। সোফার উপরে ঢাকা-দেওয়া মস্ত বড় ভালুকের চামড়াটার উপর সে যখন শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে তখন এ-কথা কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। ডান কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে হাতের উপর থুতনিটা রেখে সে শুয়ে আছে, তার প্রশংসনীয় অথচ নির্দয় বড় বড় দুটি কালো চোখ এত তীব্র দৃষ্টিতে সম্মুখে তাকিয়ে আছে যে সেদিকে তাকালে একটা অস্পষ্ট ভয় মনে জাগে। মুখখানি রমণীয়— যেন শিশুর মুখ, কিন্তু প্রকৃতি স্বয়ং তাতে এমন কয়েকটি সূক্ষ্ম লক্ষণ, কিছু বর্ণনাতীত ভাব ফুটিয়ে তুলেছে যা দেখলেই মনে হয় ঐ মুখের অন্তরালে লুকিয়ে আছে একটি শয়তান। দেখা গেছে, তাকে দেখলে কুকুর ভয়ে সরে যায়, সে আদর করতে গেলে শিশুরা আর্তনাদ করে পালিয়ে যায়। এটা যুক্তির চাইতে গভীরতর কোন প্রবৃত্তির কথা।

সেই বিশেষ অপরাহ্নে কোন কারণে সে খুবই বিচলিত ছিল। তার হাতে একখানা চিঠি, বার বার চিঠিখানা সে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট ভুরু জোড়া কঠিন হয়ে উঠছে, সুন্দর ঠোঁট দুখানি কঠোরভাবে চেপে বসছে। হঠাৎ

সে চমকে উঠল; একটা ভয়ের ছায়া পড়ে তার মার্জারসুলভ মুখের তীক্ষ্ণতা নরম হয়ে এল। হাতের উপর ভর দিয়ে বসে একাগ্রদৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকাল। কি যেন শুনতে চেষ্টা করছে—এমনকিছু যাকে সে ভয় পায়। মুহূর্তের জন্য তার মুখে একটা স্বস্তির হাসি দেখা দিল। তারপরই আতংকিত চোখে চিঠিটা পোশাকের মধ্যে গুঁজে ফেলল। ঠিক পরক্ষণেই দরজাটা খুলে গেল, দ্রুতপায়ে একটি যুবক ঘরে ঢুকল। যুবকটি আর্চি ম্যাসন, তার স্বামী এই লোকটিকে সে ভালবাসে, এর জন্যই সে ইয়োরোপ-জোড়া খ্যাতিকে বিসর্জন দিয়েছে, আর এখন একেই সে মনে করে একটা নতুন আশ্চর্য অভিজ্ঞতার পথে একমাত্র বাধা।

মার্কিন যুবকটির বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, পরিষ্কার কামানো মুখ, সুগঠিত দেহ, আর সেই সর্বাঙ্গসুন্দর দেহকে ঘিরে একেবারে মাপমত তৈরি একটি স্যুট পরায় সাজসজ্জাও ফিটফাট। হাত দুটি ভাঁজ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে তীক্ষ্ণ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল, উজ্জ্বল চোখ দুটি না থাকলে তার মুখটাকে একটি সুদর্শন, সূর্যালোকিত মুখোশ বলে মনে করা যেত। মহিলাটি তখনও থুতনির উপরেই ঝুঁকে রইল, কিন্তু তার চোখ দুটি স্থিরনিবদ্ধ স্বামীর উপর। সেই নীরব দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে একটা ভয়ংকর কিছু ছিল। প্রত্যেকেই যেন অন্যকে প্রশ্ন করছে, আর বোঝাতে চাইছে যে তার প্রশ্নের জবাবটা জরুরী। যুবকটি হয়তো প্রশ্ন করছে, "তুমি কি করেছ?" স্ত্রী হয়তো বলছে, "তুমি কী জান?" শেষ পর্যন্ত যুবকটি এগিয়ে এসে স্ত্রীর পাশে ভালুকের চামড়ার উপরেই বসল; আঙুল দিয়ে স্ত্রীর কানকে দুদিক থেকে ঢেকে নিজের মুখটা তার মুখের কাছে নিল।

বলল, "লুসিলে, তুমি কি আমাকে বিষ খাওয়াচ্ছ?"

স্ত্রী একলাফে সরে গেল, তার মুখে আতংক, ঠোঁটে প্রতিবাদ। অত্যন্ত অভিভূত হওয়ায় সে কথা বলতে পারছে না, তার হাত ছোঁড়া আর শরীরের কাঁপুনিতেই প্রকাশ পেল তার বিস্ময় ও ক্রোধ। সে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু স্বামীর দৃঢমুষ্টি তার কব্জিতে চেপে বসল। স্বামী আবার প্রশ্ন করল, কিন্তু এবার সে প্রশ্ন গভীরতর তাৎপর্যে ভয়ংকর।

"লুসিলে, কেন তুমি আমাকে বিষ খাওয়াচ্ছ?"

"তুমি পাগল হয়েছ আর্চি! পাগল!" সে হাঁপাতে লাগল।

স্বামীর জবাব শুনে তার রক্ত জমাট বেঁধে গেল। বিস্ফারিত পাণ্ডুর ঠোঁট আর সাদা গাল নিয়ে অসহায়ভাবে নীরবে সে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল, আর স্বামী পকেট থেকে একটা ছোট বোতল বের করে তার চোখের সামনে তুলে ধরল।

চীৎকার করে বলল, "তোমার রত্ন-পেটিকার মধ্যে এটা পেয়েছি।"

স্ত্রী দুবার কথা বলতে চেষ্টা করল, পারল না। শেষ পর্যন্ত বিকৃত ঠোঁটের

ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে একটার পর একটা কথা বেরিয়ে এল :

"অন্তত এ জিনিস আমি কখনও ব্যবহার করি নি।"

স্বামী আবার পকেটে হাত ঢোকাল। এক তা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে স্ত্রীর সামনে মেলে ধরল।

"এটা ডা. অ্যাঙ্গাস-এর সার্টিফিকেট। এতে দেখা যাচ্ছে, এই বোতলে বারো গ্রেণ রসাঞ্জন আছে। ডু ভাল নামক যে ওষুধ প্রস্তুতকারক এটা বিক্রি করেছে তার সাক্ষ্যও আমার কাছে আছে।"

স্ত্রীর ভয়ংকর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। বলার কিছুই নেই। মারাত্মক ফাঁদে-পড়া কোন হিংস্র প্রাণীর মত অবস্থায় দৃষ্টি মেলে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

"কি বল ?" স্বামী শুধাল।

একটা বেপরোয়া আবেদনের ভঙ্গী ছাড়া আর কোন জবাব এল না।

স্বামী বলল, "কেন ? আমি জানতে চাই কেন ?" কথাটা বলতে বলতেই স্ত্রীর বুকের মধ্যে গুঁজে রাখা চিঠিটার একটা কোণ তার নজরে পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে চিঠিটা সে ছিনিয়ে নিল। হতাশায় চীৎকার করে স্ত্রী সেটা আবার নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু স্বামী একহাতে তাকে ঠেলে দূরে রেখে দ্রুতগতিতে চিঠির উপর চোখ বুলোতে লাগল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, "ক্যাম্প্‌বেল ! তাহলে ক্যাম্প্‌বেল !"

স্ত্রী এবার সাহস ফিরে পেয়েছে। আর লুকোবার কিছু নেই। মুখটা কঠোর, কঠিন। দুই চোখ শানিত ছুরির মত মারাত্মক।

বলল, "হাঁ। ক্যাম্প্‌বেল"

"হা ঈশ্বর ! এত লোক থাকতে ক্যাম্প্‌বেল !"

আর্চি ম্যাসন উঠে দাঁড়াল, ঘরময় দ্রুত পায়চারি করতে লাগল। ক্যাম্প্‌বেল, তার পরিচিতজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ তার সারাটা জীবনই ত আত্মত্যাগ, সাহস ও সর্ববিধ মানবিক গুণের এক দীর্ঘ ইতিহাস। আর সেও কি না এই কুহকিনীর শিকার হয়েছে, এতদূর নীচে নেমে গেছে যে বন্ধুত্বের সূত্রে যে-মানুষের সঙ্গে করমর্দন করেছে বাস্তবে না হলেও অভিপ্রায়ে তারই প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। একথা অবিশ্বাস্য—অথচ এই তো সেই আবেগভরা অনুনয় পত্র যাতে তার স্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে সে যেন পালিয়ে গিয়ে একটি কপর্দকহীন মানুষের ভাগ্যসঙ্গিনী হয়। ম্যাসনের মৃত্যু যার পথের সব কাঁটা দূর করে দেবে এ চিন্তার লেশমাত্রও যে ম্যাসনের মনে ঠাঁই পায় নি তা তো এই চিঠির প্রতিটি শব্দ থেকেই বোঝা যাচ্ছে। একটি সুন্দর দেহের মধ্যে যে দুষ্ট মস্তিষ্ক বাসা বেঁধেছে সেখানেই জন্ম নিয়েছে এই শয়তানী সমাধানের কল্পনা।

ম্যাসনের মত মানুষ লাখে একটা মেলে, সে দার্শনিক, চিন্তাশীল, উদার,

অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। মুহূর্তের জন্য তার আত্মা ডুবে গেল একটা তিক্ত মানসিকতার মধ্যে। সেই স্বল্পকালের মধ্যে সে তার স্ত্রীকে ও ক্যাম্প্‌বেলকে খুন করতে পারত, এমন কি কর্তব্য পালন করতে পারার শান্ত মন নিয়ে নিজে ছুটে যেতে পারত মৃত্যুর পথে। কিন্তু পায়চারি করতে করতেই তার মনে অ চিন্তার উদয় হল। সে ক্যাম্প্‌বেলকে দোষ দেবে কেমন করে? এ নারীর কুহকিনী-বিদ্যার খবর তো সে জানে। শুধু তার দেহের আশ্চর্য রূপ নয়, মানুষের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠার, অন্তরতম বিবেকের মধ্যে প্রবে করবার, তার পবিত্র সত্তার মধ্যে অনুপ্রবেশের, তাকে উচ্চাকাংখার ও পুণ্যে পথে নেওয়ার ভান করবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা তার আছে। সেখানেই তো তার হাতের বাতংসের মারাত্মক কৌশলের প্রকাশ। মনে পড়ছে, তা নিজের বেলাতেও এই ঘটেছিল। লুচিলে তখন একলা ছিল অথবা সে তাই ভেবেছিল—আর তাই ম্যাসন তাকে বিয়ে করতে পেরেছিল। কিন্তু সে যদি একলা নাও হত, সে যদি বিবাহিতাই হত, আর ধরা যাক সে যদি সে একইভাবে তার আত্মাকেও দখল করে বসত, তাহলে কি ম্যাসন সেখানেই থামত? নিজের অপূর্ণ কামনা নিয়ে সে কি দূরে সরে থাকতে পারত? তাকে স্বীকার করতেই হবে যে নবীন ইংলণ্ডের সব শক্তি নিয়েও সেকাজ সে করতে পারত না। তাহলে আজ তার ভাগ্যহীন বন্ধুকে সেই একই অবস্থায় দেখে তার প্রতি সে তিক্ততা অনুভব করবে কেন? ক্যাম্প্‌বেলের কথা ভেবে তার মন করুণায় ও সহানুভূতিতে ভরে উঠল।

আর তার স্ত্রী? ঐ তো সে সোফায় বসে আছে, যেন একটি ডানা-ভাঙা অসহায় প্রজাপতি, তার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে, ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও বিপদসংকুল। বিষপ্রদায়িনী হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর প্রতি ম্যাসনের মন নরম হল। তার অতীত ইতিহাসের কিছুটা সে জানে। সে জানে, এই মেয়ে জন্ম থেকেই বখাটে, কোনদিন পোষ মানে নি, বাধা শোনে নি। তার ধূর্ততা, তার রূপ, তার আকর্ষণ দিয়ে সবকিছু জয় করেছে। কখনও কোন বাধাকে মানে নি। আর এখন একজন তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই পাগলের মত, শয়তানের মত তাকে সরিয়ে দিতে সে সচেষ্ট হয়েছে কিন্তু সে কাঁটা যদি সে সরিয়ে দিতে চেয়েই থাকে তাহলে সেটাই কি প্রমাণ করে না যে আচির মধ্যেও কিছু অভাব ছিল—স্ত্রীকে মনের শান্তি ও অন্তরের তুষ্টি সে দিতে পারে নি? এই লঘুচিত্ত সুখের পায়রাটির পক্ষে সে ছিল বড় বেশী কঠোর ও আত্মমগ্ন। সে যেন উত্তর মেরু, আর তার স্ত্রী দক্ষিণ মেরু বিপরীত আকর্ষণের নিয়মে কিছুদিনের জন্য তারা সবেগে পরস্পরকে আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু তাদের স্থায়ী মিলন অসম্ভব। এটা তার চোখে পড়া উচিত ছিল—তার বোঝা উচিৎ ছিল! সে তো মহত্তর মস্তিষ্কের অধিকারী, এ পরিস্থিতির দায়িত্ব তো তাকেই বহন করতে হবে। অসহায় শিশুর প্রতি

যেমন মমতা জাগে, ঠিক সেইভাবেই স্ত্রীর প্রতি তার অন্তর নরম হল। কিছুক্ষণ সে নীরবে পায়চারি করতে লাগল, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল, হাতের মুঠি শক্ত হতে হতে হাতের তালুতে নখের দাগ আঁকা পড়ল, তখনই হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে সে স্ত্রীর পাশে বসে পড়ল, তার ঠাণ্ডা অবশ হাতটাকে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল। একটা চিন্তা তার মস্তিষ্কে ঘা দিতে লাগল। "এটা কি বীরত্ব, না দুর্বলতা?" প্রশ্নটা তার কানে বাজতে লাগল, তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে যেন কল্পনায় দেখতে পেল প্রশ্নটা বাস্তব হয়ে উঠেছে— এমন অক্ষরে লেখা হয়েছে যা সারা পৃথিবী পড়তে পারে।

তীব্র সংগ্রাম চলল, কিন্তু সে জয়ী হল।

বলল, "আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে তুমি বেছে নাও। তুমি নিশ্চিত হও—নিশ্চিত, বুঝলে তো—যে স্বামী হিসাবে ক্যাম্পবেল তোমাকে সুখী করতে পারবে, তাহলে আমি তাতে বাধা হব না।"

"বিবাহ-বিচ্ছেদ!" হাঁপাতে হাঁপাতে স্ত্রী বলল।

আর্চির হাত বিষের বোতলটার কাছে সরে গেল। বলল, "তা বলতে পার।"

স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকাল, একটা আশ্চর্য নতুন আলো জ্বলছে তার চোখে। এ মানুষটিকে তো সে চিনত না। কঠোর, বাস্তববাদী মার্কিন যুবকটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেখানে সে দেখতে পাচ্ছে একটি বীরকে, একটি সাধুকে, এমন একটি মানুষকে যে নিঃস্বার্থ মহত্ত্বের অসাধারণ উচ্চতায় উঠতে পারে। মারাত্মক বিষ আছে যে পাত্রে লুসিলে দুই হাতে সেটাকে জড়িয়ে ধরল।

বলল, "আর্চি, এর পরেও তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে!"

স্বামী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তুমি তো অবোধ একটি ছোট শিশু ছাড়া কিছু নও।'

স্ত্রী দুই হাত স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিল, এমন সময় দরজায় একটা টোকা পড়ল। সেই দুঃস্বপ্নের ঘরের মধ্যে সবকিছু যেমন নিঃশব্দে নড়াচড়া করে ঠিক তেমনই নিঃশব্দে দাসী ঘরে ঢুকল। ট্রের উপর একখানা কার্ড। স্ত্রী সেটার দিকে তাকাল।

"ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল! আমি তার সঙ্গে দেখা করব না।"

ম্যাসন লাফ দিয়ে উঠল।

'বরং তিনি সুস্বাগত। এই মুহূর্তে তাকে উপরে নিয়ে এস।"

কয়েক মিনিট পরে একটি লম্বা, রোদে-পোড়া সৈনিক যুবক ঘরে ঢুকল। সুন্দর মুখে হাসি নিয়েই সে এগিয়ে এল, কিন্তু যখন দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এবং তার সামনের দুটি মুখের স্বাভাবিকভাব ফিরে এল, তখন সব বুঝে সে থেমে গেল, পরপর দুজনের দিকে তাকাতে লাগল।

"তারপর?" সে শুধাল

ম্যাসন এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল।

"কোনরকম শত্রুতা আমি পোষণ করি না।" সে বলল

"শত্রুতা?"

"হ্যাঁ, আমি সব জানি। কিন্তু পরিস্থিতি বিপরীত বলে আমিও হয়তো এই করতাম।"

ক্যাম্পবেল পিছিয়ে গিয়ে মহিলাটির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। সে মাথা নেড়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। ম্যাসন হাসল।

"এটাকে স্বীকৃতি আদায়ের ফাঁদ মনে করে ভয় পেয়োনা। এ বিষয়ে আমাদের খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। দেখ জ্যাক, তুমি তো আগাগোড়াই খেলোয়াড় ছিলে। এই একটা বোতল আছে। আমাদের মধ্যে যেকোন একজন যদি এটা থেকে পান করে, তাহলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" তার আচরণ তখন উদ্‌ভ্রান্ত, প্রায় বিকারের অবস্থা।

"লুসিলে, কে পান করবে?"

সেই দুঃস্বপ্নের ঘরে আর একটা অদ্ভুত শক্তি কাজ করছিল। একটি তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে ছিল, যদিও যে তিনটি মানুষ তাদের জীবন-নাটকের সংকট-মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের কারোরই লোকটির কথা ভাববার মত সময় ছিল না। সে কতক্ষণ হল সেখানে আছে—কতটা কথা সে শুনেছে—তা কেউ বলতে পারে না। ছোট দলটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে সবচাইতে দূরবর্তী কোণটাতে সে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে: একটা অশুভ সাপের মত চেহারা, মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটাকে স্নায়বিক খিঁচুনি বশত নাড়ানো ছাড়া সে নীরবে একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা চৌকো বাক্স এবং তার উপর দিয়ে কায়দা করে টাঙানো একটা কালো কাপড়ের আড়ালে সে লুকিয়ে ছিল। এই নাটকের প্রতিটি অধ্যায়কে সাগ্রহে লক্ষ্য করার পরে এবার তার আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত প্রায় সমাগত। কিন্তু এরা তিনজন সেকথা মোটেই ভাবছে না। নিজেদের আবেগ নিয়ে খেলায় তারা এতই মত্ত হয়ে আছে যে তাদের চাইতে বলশালী আর একটি শক্তিকে তারা লক্ষ্যই করে নি—অথচ যেকোন মুহূর্তে সে-শক্তি এই দৃশ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

"তুমি রাজী জ্যাক?" ম্যাসন প্রশ্ন করল।

সৈনিক মাথা নাড়ল।

"না!—ঈশ্বরের দোহাই, না!" স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে উঠল।

ম্যাসন বোতলের ছিপিটা খুলে ফেলল; পাশের টেবিল থেকে এক প্যাকেট তাস নিয়ে এল। তাস ও বোতল পাশাপাশি রাখা হল।

ম্যাসন বলল, "আমরা ওর উপর দায়িত্বটা ছেড়ে দিতে পারি না। এস জ্যাক, তিনজনের মধ্যে যার সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে।"

সৈনিক টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। মারাত্মক তাসগুলো হাতে নিল

স্ত্রীলোকটি হাতের উপর ভর রেখে সামনে মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে সম্মোহিত চোখে তাকাল।

তখন—আর ঠিক তখনই বজ্রপাত হল।

অপরিচিত লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছে; তার মুখ বিবর্ণ, গম্ভীর।

হঠাৎ তিনজনই তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হল। চোখে উৎকণ্ঠ প্রশ্ন নিয়ে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাল। সেও তাদের দিকে তাকাল। নিরাসক্ত, বিষণ্ণ দৃষ্টি, আচরণ প্রভুত্বব্যঞ্জক।

তিনজন একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন হল?"

"বাজে!" সে জবাব দিল। "বাজে! পুরো রীলটাই কাল আবার তুলতে হবে।"

একটি নতুন ভূগর্ভ-সমাধি

The New Catacomb

কেনেডি বলল, "দেখ বার্জার, তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস করতে তো কী ভালই হত।"

রোমক পুরাতত্ত্বের দুটি বিখ্যাত ছাত্র কেনেডির আরামদায়ক ঘরে বসেছিল, দূরে দেখা যাচ্ছে কর্সো। শীতের রাত; প্রায় অকেজো ইতালীয় স্টোভের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে দুজন বসেছে; স্টোভ থেকে গরমের চাইতে ধোঁয়াই বেরুচ্ছে বেশী। বাইরে উজ্জ্বল তারকাখচিত শীতের আকাশের নীচে লম্বা দুই সারি বৈদ্যুতিক আলো, উজ্জ্বল আলোকিত কাফে, চলমান গাড়ি-ঘোড়া ও জনবহুল ফুটপাত নিয়ে আধুনিক রোম দেহ এলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভিতরে এই ধনী ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ যুবকের বিলাসবহুল ঘরে কেবলমাত্র প্রাচীন রোমকেই দেখা যাচ্ছে। দেয়ালে ঝুলছে কালজীর্ণ ফুটিফাটা মোটা পশমী কাপড়, কোণে কোণে ছড়ানো রয়েছে সেনেটরদের ধূসর পুরনো আবক্ষমূর্তি, আর সৈনিকদের রণসাজে সজ্জিত মাথা ও কঠিন নিষ্ঠুর মুখগুলি উঁকি দিচ্ছে। সেণ্টার টেবিলের উপর স্তূপীকৃত শিলালেখ, পাথরের ভাঙা টুকরো ও অলংকারাদির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কেনেডির নিজের হাতে নতুন করে তৈরি সেই বিখ্যাত "কারাকাল্লা-র হামাম" যেটা বার্লিনের প্রদর্শনীতে প্রচুর আগ্রহ ও প্রশংসা অর্জন করেছিল। সিলিং থেকে ঝুলছে অনেকগুলি প্রাচীন রোমক পানপাত্র, আর মূল্যবান লাল তুর্কী কার্পেটের উপর স্তূপ করে ছড়ানো রয়েছে নানা প্রত্নবস্তু। এইসব প্রত্নবস্তুর মধ্যে এমন একটিও নেই যার

দুষ্প্রাপ্যতা ও মহার্ঘতা এবং প্রশ্নাতীত মৌলিকতা সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে, কারণ বয়সটা তিরিশের একটু উপরে হলেও গবেষণার এই বিশেষ শাখায় কেনেডির খ্যাতি ইওরোপ জোড়া। তার উপর তার টাকার থলিটি এতই লম্বা যে সেটা যেকোন ছাত্রের কর্মোদ্যমের পক্ষে মারাত্মক বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে, আবার তার মন যদি স্বীয় কর্তব্যে সন্নিষ্ঠ থাকে তাহলে খ্যাতির প্রতিযোগিতায় তাকে প্রভূত সুযোগ-সুবিধাও এনে দিতে পারে। খামখেয়াল ও সুখের হাতছানি কেনেডিকে প্রায়ই তার কাজ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, তবু তার মন খুবই সজাগ, দীর্ঘ সময় একটানা কাজ করবার শক্তি সে রাখে, যদিও তার প্রতিক্রিয়ায় একসময় স্নায়বিক অবসন্নতা আবার তাকে পেয়ে বসে। তার সুদর্শন মুখ, উঁচু সাদা কপাল, তীক্ষ্ণ নাক ও কিছুটা ছড়ানো কামাসক্ত ঠোঁটেই পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তার প্রকৃতির সামর্থ্য ও দুর্বলতার মিশ্রণের এই লক্ষণটি।

তার সঙ্গী জুলিয়াস বার্জারের চরিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। একটি বিচিত্র মিলনের ফলে তার জন্ম, বাবা জার্মান ও মা ইতালীয়, তাই তার চরিত্রে আশ্চর্যভাবে মিশেছে উত্তরের উদ্দামতার সঙ্গে দক্ষিণের শান্ত মাধুর্য, রোদে পোড়া মুখে পড়েছে টিউটনসুলভ নীল চোখের আভা, আর তার [illegible] চৌকোন শক্ত কপাল ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে হলুদ কাঁকড়া চুলের [illegible] শক্ত, দৃঢ় চোয়াল পরিষ্কার করে কামানো, তার সঙ্গী প্রায়ই বলে, [illegible] কোণের ছায়ার ভিতর থেকে যেসব প্রাচীন রোমক আবক্ষমূর্তি উঁকি মা[illegible] বার্জারের মুখটা তাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার অমার্জিত জার্মা[illegible] [illegible] অন্তরালে সব সময় থাকে একটি ইতালীয় সূক্ষ্মতার আভা [illegible] একটি [illegible] আর চোখ দুটি এতই সরল যে [illegible] এটা তার [illegible] লক্ষণ, তার চরিত্রের প্রকৃত [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] বন্ধু দুটিই সমপর্যায়ভুক্ত, কিন্তু তার জীবন [illegible] দুইয়ের অনেক বেশী [illegible]। বারো বছর আগে একটি দরিদ্র ছাত্র [illegible] এসেছিল এবং সেই থেকে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা কাজের [illegible] একটি ছোট বৃত্তির উপর নির্ভর করেই সে জীবন চালিয়ে যাচ্ছে অসাধারণ অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে অনেক কষ্ট সয়ে ধীরে ধীরে একটি করে খ্যাতির সিঁড়ি পার হয়ে আজ সে বার্লিন আকাডেমির সদস্যপদে উন্নীত হয়েছে, এবং এ কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে অচিরেই [illegible] শ্রেষ্ঠ জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানের পদে উন্নীত হবে। কিন্তু যে একনিষ্ঠতা তাকে কর্মক্ষেত্রে ধনী ইংরেজ বন্ধুটির সমকক্ষ করে তুলেছে, নিজেদের কাজের বাইরে সেই গুণটিই তাকে সর্বক্ষেত্রে অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছে। নিজের কাজের বাইরে গিয়ে সামাজিক গুণাবলীর চর্চা করবার সুযোগ সে কখনও পায় নি। যখন নিজের বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলে একমাত্র তখনই তার মু[illegible]

জীবনের দীপ্তিতে ভরে ওঠে। অন্য সময় সে চুপচাপ থাকে, বিব্রত বোধ করে, অন্যসব বড বড বিষয়ে নিজের সীমিত জ্ঞান সম্পর্কে সে খুবই সচেতন, আর বলবার মত কিছু না থাকলে মানুষ যেসব গতানুগতিক ছোটখাট আলোচনার আশ্রয় নিয়ে থাকে সেটা করবার মত ধৈর্যও তার নেই।

তথাপি কয়েকবছর ধরে দুজনের পরিচয় ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। এই বন্ধুত্বের ভিত্তি ও গোড়ার কথাই হল, নিজের গবেষণার ক্ষেত্রে তরুণ গোষ্ঠার মধ্যে একমাত্র তারা দুজনই পরস্পরের কাজকে বুঝবার মত জ্ঞান ও উৎসাহের অধিকারী। আগ্রহ ও উদ্দেশ্যের ঐক্যই তাদের দুজনকে এক সূত্রে বেঁধেছে, একের জ্ঞান অন্যকে আকর্ষণ করেছে। ধীরে ধীরে অন্য কিছু আনুষঙ্গিক ও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রতিযোগীর অকপটতা ও সরলতা কনেডিকে আকৃষ্ট করেছে, আবার যে সদগুণ ও চটপটে স্বভাবের জন্য কেনেডি পাথক সমাজে এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল সেটাই বার্জাবের মনকে টেনেছে। আমি "উঠেছিল" বলছি কারণ এই মুহূর্তে ই রেজ যুবকটি কিছুটা মেঘে ঢাকা পড়েছে। পুরো বিবরণটা জানা যায় নি এমন একটা প্রেমের ব্যাপারে যুবকটির দিক থেকে এতই হৃদয়হীনতা ও উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছে যে তার অনেক বন্ধুই তাতে মর্মাহত হয়েছে। কিন্তু অবিবাহিত ছাত্র ও শিল্পীদের যে মহলে চলাফের করতে সে ভালবাসে তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন কঠোর নীতি নিয়ম মেনে চলার রেওয়াজ নেই, আর তাই দুজনের পলায়ন ও একজনের প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে দু একটা মাথা নড়লে বা এক জোড়া কাঁধে ঝাঁকুনি পড়লেও সাধারণভাবে লোকের মনে কৌতূহল এবং তিরস্কারের পরিবর্তে ঈর্ষারই উদ্রেক করেছে।

সঙ্গীর শান্ত মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কেনেডি বলল, "দেখ বার্জাব, তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস করতে তো কী ভালই হত।"

কথা বলতে বলতেই সে মেঝেতে পাতা কম্বলটার দিকে হাতটা বাড়াল। কাম্পানাতে সাধারণত যে ধরনের হালকা বেতের কাজ-করা লম্বা অগভীর ফলের ঝুড়ি ব্যবহার করা হয় তেমনি একটা ঝুড়ি রয়েছে কম্বলটার উপরে, তাতে নানা রকম জিনিস বোঝাই করা—খোদাই-করা টালি, ভাঙা শিলালেখ, ফাটা মোজাইক, ছেঁড়া ভূর্জপত্র, জংধরা ধাতুর গহনা, কত কি। যে কোন সাধারণ মানুষের মনে হবে জঞ্জালের পাত্র থেকে সেগুলি এইমাত্র কুড়িয়ে আনা হয়েছে, কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ দেখলেই বুঝতে পারবে প্রতিটি জিনিস অসাধারণ। অগভীর বেতের ঝুড়িটাতে যেসব বিচিত্র জিনিস জড়ো করা হয়েছে তার থেকেই সামাজিক বিবর্তনের সেই হারানো সূত্রটি খুঁজে পাওয়া গেছে যার প্রতি ছাত্রটির আগ্রহ অপরিসীম। জিনিসগুলো এনেছে জার্মান ছাত্রটি, আর ইংরেজ ছাত্রটি ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে সেগুলির দিকে তাকিয়ে আছে।

বার্জার ইচ্ছা করেই একটা চুরুট ধরাল। বেনেডি বলতে লাগল, "তোমার বস্তু-ভাণ্ডারের দিকে আমি হাত বাড়াব না, কিন্তু এ বিষয়ে সব কথা আমি শুনতে চাই। এটা একটা প্রথম সারির গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই শিলালেখ-গুলি সারা ইওরোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে।

জার্মানটি বলল, "এখানে যা কিছু আছে সেরকম প্রতিটি বস্তু সেখানে লাখ লাখ আছে। এত জিনিস সেখানে আছে যে ডজনখানেক পণ্ডিত তা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে এবং সেণ্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গের মত নিরেট খ্যাতির মন্দির গড়ে তুলতে পারে।"

বেনেডি বসে বসে ভাবতে লাগল। তার সুন্দর কপালে কুঞ্চনের রেখা ফুটে উঠল, আঙুলগুলি খেলা করতে লাগল দীর্ঘ সুন্দর গোঁফ নিয়ে।

অবশেষে সে বলল, "অজান্তে সব গোপন কথা তুমি বলে ফেলেছ বার্জার। তোমার কথার একটাই অর্থ হয়। একটা নতুন ভূগর্ভ সমাধি তুমি আবিষ্কার করেছ।"

"জিনিসগুলো পরীক্ষা করে তুমি যে আগেই এই সিদ্ধান্তে পৌছে গেছ সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই ছিল না।"

"দেখ, জিনিসগুলো দেখে সেইরকমই মনে হয়েছিল, কিন্তু তোমার শেষ কথায় আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছি। তোমার বর্ণনা মত পুরাবস্তুর এতবড় ভাণ্ডার একমাত্র ভূগর্ভ-সমাধি ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে পারে না।

"ঠিক তাই। এ বিষয়ে গোপনীয়তা কিছু নেই। একটা নতুন ভূগর্ভ-সমাধি আমি আবিষ্কার করেছি।"

"কোথায়?"

"আঃ, সেটাই গোপনীয় প্রিয় কেনেডি। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বস্তুটি এমন একটা জায়গায় অবস্থিত যেটা অন্য কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা লাখে একও নেই। যেকোন পরিচিত ভূগর্ভ-সমাধি থেকে এটার সময়-কাল আলাদা, এবং একেবারে উঁচু মহলের খৃস্টানদের কবর দেবার জন্য সংরক্ষিত থাকায় এখানকার ভগ্নাবশেষ ও পুরাবস্তুগুলি আগেকার যেকোন বস্তু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দেখ বন্ধু, তোমার জ্ঞান, তোমার কাজের উৎসাহের কথা যদি না জানতাম তাহলে গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তোমাকে সব কথা খুলে বলতে আমি ইতস্তত করতাম না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এরকম দুর্জয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হবার আগেই এ বিষয়ে আমার নিজস্ব প্রতিবেদনটি আমি নিজেই তৈরি করে ফেলতে চাই।"

কেনেডি তার বিষয়কে এত বেশী ভালবাসে যে সেটা প্রায় একটা ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে গেছে—তার এ ভালবাসা এতই আন্তরিক যে তার মত একজন ধনী ও প্রমোদপ্রিয় যুবককেও তা অন্য সবরকম আমোদ-প্রমোদ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তার উচ্চাকাংখা আছে, কিন্তু এই শহরের প্রাচীন জীবনযাত্রা ও

ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর প্রতি তার আনন্দ ও আগ্রহের তুলনায় উচ্চাকাংখাটা নিতান্তই গৌণ। সঙ্গীটি যে নতুন অজ্ঞাত জগৎকে আবিষ্কার করেছে তাকে দেখবার জন্য সে উৎকণ্ঠ হয়ে উঠল।

সাগ্রহে বলল, "দেখ রাজান, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি এ বিষয়ে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পার। তোমার সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া আমি যা কিছু দেখব কোন প্ররোচনাতেই সে বিষয়ে কাগজের উপর কলমের আঁচড় টানব না। তোমার মনোভাব আমি বুঝি, এটাই স্বাভাবিক বলেই মনে করি, কিন্তু আমার দিক থেকে তোমার ভয়ের কিছু নেই। অন্যদিকে, তুমি যদি আমাকে না বল তাহলে আমি নিজেই তোমার খোঁজে অনুসন্ধান চালিয়ে যাব, এবং নিশ্চিতরূপেই ওটা আবিষ্কার করতে পারব। অবশ্য সে ক্ষেত্রে আমি ওটাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করব, কারণ তখন আর তোমার প্রতি আমার কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।"

চুরুটটা টানতে টানতে চিন্তিত মনে রাজান হাসল।

বলল, "বন্ধু কেনেডি, আমি কয়েকবার লক্ষ্য করেছি কোন ব্যাপারে আমি যখন কোন তথ্য জানতে চাই তখন তুমি কিন্তু সব সময় সেটা দিতে রাজী হও না।"

"কবে তুমি আমার কাছে কি জানতে চেয়েছিলে যা তোমাকে বলি নি? ধর, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, কোম্পতালের মন্দির সম্পর্কে তোমার প্রবন্ধের মালমশলা আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম।

আচ্ছা, সেটা তো এমন বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না। কোন গোপন ব্যাপারে তোমাকে প্রশ্ন করলে তুমি জবাব দিতে কি না, সেটাই ভাবছি। এই নতুন ভূগর্ভ-সমাধিটা আমার কাছে খুব গোপন ব্যাপার, তাই এর বিনিময়ে বিশ্বাসের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি।'

ইংরেজটি বলল, "তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু তুমি যদি বলতে চাও যে তোমার যেকোন প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী থাকলে তবেই তুমি ভূগর্ভ সমাধি সম্পর্কে আমার প্রশ্নের জবাব দেবে, তাহলে তোমাকে কথা দিচ্ছি যে তাই আমি করব।"

আরামের সঙ্গে সেটিতে হেলান দিয়ে চুরুটের ধোঁয়ার একটা নীল গাছ বাতাসে ছড়িয়ে রাজান বলল, "বেশ, তাহলে মিস মেরি স্যান্ডারসন এর সঙ্গে তোমার সম্পর্কের সব কথা আমাকে বল।"

চেয়ারে লাফিয়ে উঠে কেনেডি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অবিচলিত সঙ্গীর দিকে তাকাল।

চীৎকার করে বলল, 'কী বাজে কথা বলছ? এ কি রকম প্রশ্ন? তুমি এটাকে ঠাট্টা মনে করতে পার, কিন্তু এমন বাজে ঠাট্টা কখনও করো না।'

রাজান সরলভাবে বলল, "না, আমি ঠাট্টা করছি না। সত্যি ব্যাপারটার বিস্তারিত বিবরণ জানতে আমি আগ্রহী। জগৎ, নারী ও সমাজ সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না, ও ধরনের ব্যাপারেরও কিছু জানি না, কাজেই যা আমার

কাছে অজানা। তাকে জানবার একটা মোহ আমার আছে। আমি তোমাকে চিনি, তাকেও চোখের দেখা দেখেছি,—দু' একবার তার সঙ্গে কথাও বলেছি। তোমাদের দুজনের মধ্যে ঠিক কি ঘটেছিল সেটা তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই।"

একটা কথাও আমি বলব না।"

"ঠিক আছে। আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম, নতুন ভূগর্ভ-সমাধির গোপন কথাটা আমি তোমাকে যত সহজে বলব বলে তুমি আশা করেছিলে ঠিক ততটা সহজে তোমার গোপন কথাটা তুমি আমাকে বলতে রাজী কি না। কিন্তু আমার কাছ থেকে তুমি অন্য রকম আশা করবে কেন? ঐ তো সেন্ট জনের ঘড়িতে দশটা বাজল। আমার বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে।"

কেনেডি বলল, "না, একটু অপেক্ষা কর বার্জার, যে পুরনো প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের আগুন মাসকয়েক আগেই নিভে গেছে সে কথা জানবার তোমার এই বাসনা সত্যি এক হাস্যকর খেয়াল মাত্র। কি জান, যে লোক চুমো খেয়ে সে কথা বলে বেড়ায় তাকে আমরা মনে করি সবচাইতে ভীরু ও পাষণ্ড।"

পুরাবস্তুর ঝুড়িটি গোছাতে গোছাতে জার্মানটি বলল, "নিশ্চয়, একটি মেয়ের ব্যাপারে না-জানা কথা যে বলে সে তো তাই বটে। কিন্তু তুমি তো ভাল করেই জান যে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা তো একসময় সারা রোমের মুখে মুখে ফিরেছে, কাজেই তার কথা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করলে মিস্ মেরি সণ্ডারসন-এর সত্যি কোন ক্ষতি করা হত না। তবু তোমার নীতিবোধকে আমি শ্রদ্ধা করি। অতএব শুভ রাত্রি!"

বার্জারের হাতে হাত রেখে কেনেডি বলল, "একটু অপেক্ষা কর বার্জার, এই ভূগর্ভ-সমাধি সম্পর্কে আমার আগ্রহ অত্যন্ত তীব্র, এত সহজে এ আলোচনা আমি বন্ধ করতে পারি না। বিনিময়ে তুমি কি আমার কাছে আর কিছু চাইতে পার না—এমন কিছু যা এতটা পাগলামিসুলভ নয়?"

ঝুড়িটা হাতে নিয়ে বার্জার বলল, "না, না, তুমি অস্বীকার করেছ, বাস, সব চুকেবুকে গেছে। আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তুমি যে সঠিক কাজই করেছ সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আর নিঃসন্দেহে আমিও ঠিক কাজই করেছি—আর তাই প্রিয় কেনেডি, আবার শুভরাত্রি!"

ইংরেজটি তাকিয়ে দেখল বার্জার ঘরটা পার হয়ে গেল, তারপর দরজার হাতলে হাত দেবার আগেই গৃহকর্তাটি অসহায়ভাবে লাফিয়ে উঠল।

"দাঁড়াও হে বাপু", সে বলল, "আমি মনে করি, তোমার আচরণ অত্যন্ত হাস্যকর, কিন্তু তবু এটাই যখন তোমার শর্ত তখন এটাকে মেনে নিতে আমি রাজি। কোন মেয়ে সম্পর্কে কিছু বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি, কিন্তু তুমিই বলেছ যে একথা রোমের সবত্র চালু, তখন ধরে নিতে পারি যে আমি তোমাকে এমন কিছু বলতে পারি না যা তুমি আগে থেকেই জান না। বল, তুমি কি

জানতে চাও ?”

জার্মানটি স্টোভের কাছে ফিরে এল ঝুড়িটা রেখে আবার তার চেয়ারে ডুবে গেল।

বলল, “আর একটা চুরুট পেতে পারি কি ? অনেক ধন্যবাদ। কাজের সময় আমি ধূমপান করতে পারি না, কিন্তু তোমাকের খাঁচার মধ্যে বসে গল্প করতে খুব ভালবাসি। এবার সেই তরুণীটির কথ যার সঙ্গে তোমার একটা ছোটখাট অভিযান হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার কি হল বল তো ?”

“সে বাড়িতে তার পিতৃজনদের সঙ্গেই আছে।

‘ওঃ, সত্যি—ই লণ্ডনে ?’

“হ্যা।”

“ইংলণ্ডের কোন অঞ্চলে—লণ্ডন ?”

“না, টুইকেনহাম।”

“প্রিয় কেনেডি, আমার কৌতূহল মার্জনা কর। জগৎটাকে জানি না বলেই আমার এই কৌতূহল। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে একটি তরুণীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তিন সপ্তাহের জন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া এবং তারপর তাকে তার পরিজনের হাতে ফিরিয়ে দেওয়াটা খুবই সহজ সরল ব্যাপার—জায়গাটার নাম কি বললে ?

“টুইকেনহাম।”

‘ঠিক টুইকেনহাম। কিন্তু ব্যাপারটা একান্তই আমার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে বলেই আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল কি ভাবে। বরং, তুমি যদি মেয়েটিকে ভালবেসে থাক তাহলে তো তোমার ভালবাসা তিন সপ্তাহের মধ্যে উবে যেতে পারে না, কাজেই আমি ধরে নিতে পারি যে তুমি তাকে মোটেই ভালবাস নি। কিন্তু তাকে যখন ভালই বাস নি তাহলে এত বড় একটা কেচ্ছা কেন করলে যাতে তোমার হল ক্ষতি আর তার হল সর্বনাশ ?”

কেনেডি স্টাভটার রক্তচক্ষুর দিকে চোখ ফেরাল।

বলল, “অবশ্য যুক্তির বিচারে ব্যাপারটা এই রকমই দাড়ায় বটে। ভালবাসা একটা বড় কথা। নানান ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির একটা প্রকার। আমি তাকে পছন্দ করলাম, আর আচ্ছা, তুমি তো বললে তাকে দেখেছ—তুমিও জান সে কত মনোরমা দেখতে। কিন্তু তবু অতীতের দিকে তাকিয়ে আমি স্বীকার করছি সত্যি তাকে আমি কখনও ভালবাসতে পারি নি।”

“তাহলে প্রিয় কেনেডি, এ কাজটা তুমি করলে কেন ?”

“এ ব্যাপারের সঙ্গে যে অ্যাডভেঞ্চার জড়িয়ে আছে সেটাই এর জন্য দায়ী।”

“সে কি। তুমি অ্যাডভেঞ্চারের এত ভক্ত।”

“অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া জীবনে বৈচিত্র্য আসত কিসে? অ্যাডভেঞ্চারের

জন্যই আমি প্রথম তার দিকে নজর দিতে শুরু করি। সময়কালে অনেক শিকারের পিছনে ছুটেছি, কিন্তু সুন্দরী নারীর পিছনে ছোটার মত কিছু নেই। এখানে একটা বড় অসুবিধাও ছিল, কারণ সে ছিল লেডি এমিলি রুড-এর সহচরী, তাকে একলা পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। যেসব বাধা আমাকে আকর্ষণ করত তার সকলের উপরে ছিল আর একটা বাধা—একেবারে গোড়াতেই তার নিজের মুখেই শুনেছিলাম যে সে একজনের বাকদত্তা।"

"মেইন গট! কার?"

"সে কোন নামের উল্লেখ করে নি।"

"এ কথাটা কেউ জানে বলে আমি মনে করি না। তাহলে এতেই অ্যাডভেঞ্চারটা আরও লোভনীয় হয়ে উঠেছিল, কি বল?"

"দেখ, এর ফলে স্বাদটা তো নিশ্চয়ই বেড়েছিল। তোমার কি তা মনে হয় না?"

"বলেছি তো, এসব ব্যাপারে আমি একেবারেই অজ্ঞ।"

"দেখ ভাই, তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়ে, যে-আপেলটি তোমার গাছ থেকে মাটিতে পড়ে তার চাইতে প্রতিবেশীর গাছ থেকে চুরি করা আপেলটিই অধিক মিষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া, বুঝতে পেরেছিলাম যে তারও আমার প্রতি একটা টান জন্মেছে।"

"সে কি—সঙ্গে সঙ্গেই?"

"আরে না, প্রায় তিন মাস ধরে অনেক কাঠ-খড় পোড়াবার পরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে আমি জয় করে নিয়েছিলাম। সেও বুঝতে পেরেছিল যে স্ত্রীর সঙ্গে আমার আইনগত বিচ্ছেদের দরুণ তার প্রতি ন্যায় বিচার করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব—কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এল এবং যে কটা দিন ছিলাম বেশ আনন্দেই আমাদের দিনগুলি কেটেছিল।"

"কিন্তু সেই অপর লোকটির কি হল?"

কেনেডি কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "আমার ধারণা ব্যাপারটা উপযুক্ততমের উদ্বর্তন। সে যদি যোগ্যতর লোক হত তাহলে মেয়েটি তাকে ত্যাগ করত না। কিন্তু সেকথা থাক, অনেক হয়েছে।"

"আর একটিমাত্র কথা। তিন সপ্তাহেই তুমি তার হাত থেকে রেহাই পেলে কেমন করে?"

"বুঝতেই তো পারছ, ততদিনে দুজনের মাথাই অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। রোমে পরিচিত লোকজনদের মধ্যে ফিরে আসতে সে তীব্রভাবে আপত্তি করেছিল। অবশ্য আমার দিক থেকে তখন রোমে ফেরা খুবই দরকার, নিজের কাজে ফিরে যাবার জন্য আমার মন কাঁদছে,--বিচ্ছেদের এই হল একটি স্পষ্ট কারণ। তারপর তার বুড়ো বাবা লণ্ডনের হোটেলে এসে এমন গোলযোগ

বাঁধালেন এবং সমস্ত ব্যাপারটা এতই অপ্রীতিকর হয়ে উঠল যে—প্রথমে তাকে ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হলেও—সেখান থেকে সরে আসতে পেরে আমি বেশ খুশিই হয়েছিলাম। এখন যাকিছু বললাম সেটা তুমি কোথাও বলে বেড়াবে না এটুকু ভরসা আমি নিশ্চয় করতে পারি।"

"প্রিয় কেনেডি, একথা দু' বার বলবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। কিন্তু তুমি যা বললে তা আমার খুব ভাল লাগল, কারণ তা থেকে তোমার দৃষ্টিকোণের যে আভাষ আমি পেলাম সেটা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ জীবনের কতটুকুই বা আমি দেখেছি। এবার তাহলে আমার নতুন ভূগর্ভ-সমাধির কথা তুমি জানতে চাও। সেটার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, কারণ বর্ণনা থেকে তুমি কখনও সেটাকে খুঁজে পাবে না। মাত্র একটি কাজই করা যায়, সেটা হল তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া।"

"সে তো খুব ভাল হবে।"

"তাহলে তুমি সেখানে যেতে চাও?"

"যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। সেটা দেখবার জন্য আমি ধৈর্যহারা হয়ে উঠেছি।"

"দেখ, আজকের রাতটা বড় সুন্দর—যদিও ঈষৎ ঠাণ্ডা। ধর, আমরা যদি এক ঘণ্টার মধ্যে যাত্রা করি। ব্যাপারটা কিন্তু খুব সাবধানে আমাদের মধ্যেই গোপন রাখতে হবে। কেউ যদি দেখে ফেলে আমরা একযোগে খোঁজাখুঁজি করছি তাহলে সন্দেহ করবে যে একটা কোন ব্যাপার চলছে।

কেনেডি বলল, "আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে। অনেকটা দূর কি?"

"কয়েক মাইল হবে।"

"হেঁটে যেতে কষ্ট হবে কি?"

"আরে না, না, অনায়াসেই সেখানে হেঁটে যেতে পারব।"

"তাহলে তাই যাব। গভীর রাতে আমাদের দুজনকে একটা নির্জন জায়গায় ছেড়ে দিলে কোচয়ানের মনে সন্দেহ জাগতে পারে।"

"ঠিক তাই। আমি মনে করি, আমরা যদি মাঝ রাতে 'এপ্পিয়ান ওয়ে'-র গেট-এ মিলিত হই সেটাই সবচাইতে ভাল হবে। দেশলাই, মোমবাতি ও টুকিটাকি জিনিস সঙ্গে নিতে আমাকে বাসায় ফিরে যেতেই হবে।"

"ঠিক আছে বার্জার। তুমি যখন ভালমানুষের মত তোমার গোপন কথাটা আমাকে জানিয়েছ, তখন আমিও কথা দিচ্ছি তোমার প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার আগে এবিষয়ে আমি কিছুই লিখব না। আপাতত বিদায়। বারোটার সময় আমাকে গেট-এ পাবে।"

শহরের বড় ঘড়িগুলোর সুরেলা শব্দে রাতের ঠাণ্ডা, পরিষ্কার বাতাস ভরে উঠেছে। এমন সময় ইতালীয় ওভারকোটে শরীর ঢেকে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে

হাঁটতে হাঁটতে বার্জার মিলনের জায়গায় এসে হাজির হল, তার সঙ্গে মিলিত হতে কেনেডি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

জার্মানটি হেসে বলল, "কী ভালবাসায় কি কাজের বেলায় তুমি দেখছি সমান আন্তরিক!"

"হ্যাঁ, প্রায় আধঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করে আছি।"

"আশা করি আমরা কোথায় চলেছি সে সম্পর্কে কোন সূত্র রেখে যাচ্ছ না।

"আমি তত বোকা নই! হায় জোভ, ঠাণ্ডায় যে হাড় পর্যন্ত জমে যাচ্ছে! চলে এস বার্জার, জোরে জোরে হেঁটে শরীরটাকে গরম করে নিই।"

'পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত রাজপথের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ এই নৈরাশ্যজনক পথটার অসমান পাথরের উপর তাদের পদশব্দ সজোরে ধ্বনিত হতে লাগল। পথ চলতে তাদের দেখা হল মদের দোকান ফেরৎ দু'একটি চাষীর সঙ্গে, এবং গ্রামের ফল-শস্যাদি নিয়ে রোমের দিকে অগ্রসর কয়েকটি গাড়ির সঙ্গে। তারা এগিয়েই চলল। পথের দু ধারে অন্ধকারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় সমাধি-স্তম্ভ। অবশেষে সেণ্ট ক্যালিস্তাস-এর ভূগর্ভ-সমাধিগুলোর কাছে পৌঁছে তারা দেখতে পেল নবোদিত চাঁদের পশ্চাৎপটে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেসিলিয়া মেতেল্লার প্রকাণ্ড গোল দুর্গটা। একপাশে হাতটা ঝুলিয়ে বার্জার দাঁড়িয়ে পড়ল।

হেসে বলল, "তোমার পা দুটো আমার পায়ের চাইতে লম্বা, তোমার হাঁটার অভ্যাসও আমার চাইতে বেশী। মনে হচ্ছে এখানেই কোথাও আমাদের মোড় ঘুরতে হবে। হ্যাঁ, এখানেই, এই ভোজনাগারটার কোণ ঘেঁসে। এখান থেকে রাস্তাটা খুব সরু, কাজেই আমি আগে যাই, আর তুমি আমার পিছন-পিছন এস।"

সে লণ্ঠনটা জ্বালাল, তার আলোয় কাম্পানা-র জলাভূমির ভিতর দিয়ে যে সংকীর্ণ ঘোরানো পথটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে সেই পথ ধরে তারা এগিয়ে চলল। প্রাচীন রোমের প্রকাণ্ড পয়োনালীটা চন্দ্রালোকিত দিগন্তের পটে একটা রাক্ষুসে শুঁয়োপোকার মত পড়ে আছে। তারই একটা প্রকাণ্ড খিলানের নীচ দিয়ে প্রাচীন মল্লক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষ ভেঙে-পড়া ইঁটের ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ে গেল। অবশেষে একটা নির্জন কাঠের গোশালার সামনে এসে বার্জার থামল, পকেট থেকে একটা চাবি বের করল।

"তোমার ভূগর্ভ সমাধিটা নিশ্চয় একটা ঘরের মধ্যে নয়!" কেনেডি চেঁচিয়ে বলল।

"এই ঘরের ভিতর দিয়েই প্রবেশ-পথ। অন্য কেউ যাতে এটা আবিষ্কার করতে না পারে সেইজন্যই এই সতর্কতাটুকুর ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

"মালিক এটার খবর জানে?"

"সে জানে না। সে এমন দু'একটা জিনিস এখানে পেয়েছিল যা থেকে

আমি প্রায় নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম যে ঐ ধরনের কোন জায়গার প্রবেশ-পথেই ঘরটা তৈরি করা হয়েছিল। তাই আমি তাব কাছ থেকে ঘরটা ভাড়া নিয়ে নিজেই খনন-কায শুরু কবি। ভিতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

একটা লম্বা খালি বাড়ি, একটা দেয়াল জুড়ে গরুর জাবনার পাত্র। লণ্ঠনটা মেঝেতে রেখে বার্জার নিজের ওভারকোটটা দিয়ে সেটাকে এমনভাবে ঢেকে দিল যাতে তার আলোটা একটি দিক ছাড়া অন্য সব দিকে ঢাকা পড়ে।

বলল, "এই নির্জন জায়গায় আলো দেখলে কারও মনে সন্দেহ জাগতে পাবে। এই পাটাতনটা তুলতে আমাকে সাহায্য কর।"

মেঝের পাটাতনটা এককোণে ঢিল করে বসানো ছিল, দুই পণ্ডিত মিলে একটা একটা করে তক্তা তুলে দেয়ালেব গায়ে হেলান দিয়ে রাখল। নীচেই একটা চৌকো গর্ত দেখা গেল, পুরনো পাথরের ধাপওয়ালা একটা সিঁড়ি নেমে গেছে পৃথিবীর পেটেব মধ্যে।

বৈষহারা কেনেডি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামবার উপক্রম করতেই বাজার চেঁচিয়ে বলল, "সাবধান! নীচটা পুরোপুরি খরগোশের বাসার মত, একবার যদি সেখানে পথ হারিয়ে ফেল তাহলে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা হবে শতকরা এক ভাগ। আলোটা নিয়ে আমার [illegible] অপেক্ষা কর।"

"জায়গাটা এত জটিল হলে তুমি পথ খুঁজে পাও কেমন করে?"

"প্রথমদিকে বারকয়েক অন্যের সঙ্গে নেমে গেছি, কিন্তু ধীরে ধীরে চলাফেরাটা রপ্ত করে নিয়েছি। এখানে কোথাও একটা নিয়ম আছে, কিন্তু কেউ যদি পথ হারিয়ে অন্ধকারে পড়ে থাকলে তার পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। এমন কি এখনও আমি যখন ভূগর্ভ-সমাধির ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত যাই তখনই একটা সুতোর গুলি ছড়াতে ছড়াতে যাই। নিজেই দেখতে পাবে পথটা কত কষ্টসাধ্য। এক শ গজ যেতেই প্রায় তিনটি পথ দুশোখানেক শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে গেছে।"

গোড়া থেকে বিশ ফুট নীচে নেমে নরম পাথর কেটে বানানো একটা চৌকো ঘরের মধ্যে এসে তারা দাঁড়াল। লণ্ঠনের কাঁপা আলো পড়েছে গাঢ়-চোরা বাদামী দেয়ালের গায়ে—নীচের দিকে আলোটা উজ্জ্বল, উপরের দিকে আবছা। এই কেন্দ্রস্থল থেকেই চারদিকে বেরিয়ে গেছে কালো কালো পথ।

বাজার বলল, "বন্ধু, খুব কাছাকাছি থেকে তুমি আমাকে অনুসরণ কর। পথে কোনকিছু দেখার জন্য অপেক্ষা করো না, কারণ যেখানে তোমাকে নিয়ে যাব সেখানেই সব দেখার জিনিস তুমি পাবে, অনেক বেশীই পাবে। সোজা সেখানে গেলে আমাদের অনেক সময় বাঁচবে।"

একটা পথ ধরে সে আগে আগে চলতে লাগল, আর তার ঠিক পিছন পিছন চলল ইংরেজটি। মাঝে মাঝেই পথটা দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাজার নিশ্চয় কোন গোপন সংকেতকে অনুসরণ করে চলেছে, কারণ সে একবারও থামছে না

বা ইতস্তত করছে না। দেয়াল বরাবর সর্বত্র বিদেশগামী যাত্রীবাহী জাহাজের বার্থের মত শয্যার উপরে প্রাচীন রোমের খৃস্টানরা শুয়ে আছে। হলদে আলো পড়ছে মমিগুলোর কুঁচকানো মুখের উপর, গোল করোটির উপর, এবং মাংসহীন বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা সাদা বাহু-অস্থির উপর। যেতে যেতেই কেনেডি বার বার সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে লাগল যত সব শিলালেখ, অন্ত্যেষ্টি-পাত্র, ছবি, জামাকাপড়, বাসন, কয়েক শতাব্দী আগে কোন পবিত্র হাতে সেগুলি যেভাবে রাখা হয়েছিল আজও ঠিক সেইভাবেই রয়েছে। অতি দ্রুত চকিত দৃষ্টিপাতের ফলেই সে বুঝতে পারল যে প্রাচীনতম ভূগর্ভ-সমাধিগুলির এটি অন্যতম; রোমক ধ্বংসাবশেষের এতবড় ভাণ্ডার এর আগে কখনও একসঙ্গে তার দৃষ্টিগোচরে আসে নি।

দ্রুতপায়ে এগোতে এগোতেই সে জিজ্ঞাসা করল, "আলোটা নিভে গেলে কি হবে?"

"আমার পকেটে একটা বাড়তি মোমবাতি ও একবাক্স দেশলাই আছে। ভাল কথা কেনেডি, তোমার সঙ্গে দেশলাই আছে কি?"

"না; তুমি বরং আমাকে কয়েকটা দাও।"

"ওঃ, ঠিক আছে। আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাবার কোন কারণ নেই।"

"আমরা কতদূর যাচ্ছি? মনে হচ্ছে আমরা প্রায় সিকি মাইল হেঁটেছি।"

"তার চাইতে বেশী বলেই মনে হয়। এখানে সমাধির শেষ নেই—অন্তত আমি শেষ খুঁজে পাই নি। জায়গাটা খুব বিপজ্জনক, কাজেই সুতোর গুলিটা ব্যবহার করা দরকার বলে মনে হচ্ছে।"

বার্জার গুলির একটা দিক একটা বেরিয়ে আসা পাথরের সঙ্গে বেঁধে সেটাকে কোটের বুক-পকেটে রেখে দিল এবং সুতো ছেড়ে ছেড়ে এগোতে লাগল। কেনেডি বুঝতে পারল, এ সতর্কতাটা অকারণ নয়, কারণ পথগুলো ক্রমেই বেশী জটিল ও ঘুরপাক খেয়ে চলেছে—শাখা-প্রশাখায় অনবরত কাটাকাটি করে একটা জালের মত আকার ধারণ করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব পথ শেষ হল একটা বড় গোলাকার হল-এ গিয়ে; সেখানে নরম পাথরের একটা চৌকো মঞ্চের এক প্রান্তে শ্বেত পাথরের একটা বেদী বসানো।

বার্জার লণ্ঠনটাকে শ্বেত পাথরের উপর দোলাতেই কেনেডি উচ্ছ্বসিত আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "হা জোভ! এটা তো খৃস্টানদের পূজাবেদী—হয় তো একমাত্র এটাই এখনও টিকে আছে। এককোণে এই তো রয়েছে ছোট উৎসর্গ ক্রুশটি। গোলাকার জায়গাটাই যে গির্জা হিসাবে ব্যবহার করা হত সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

বার্জার বলল, "ঠিক তাই। হাতে আরও সময় থাকলে দেয়ালের কুলুঙ্গিতে কবর-দেওয়া সবগুলো মৃতদেহ তোমাকে দেখাতাম, কারণ এরাই ছিলেন

গির্জার সেকালের পোপ ও বিশপ, তাদের টুপি, দণ্ড, পুথি সবই রয়েছে। ঐ যে, ওটার কাছে গিয়ে ভাল করে দেখ!"

কেনেডি এগিয়ে গিয়ে শতচ্ছিন্ন গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাওয়া টুপির উপর পড়ে-থাকা বিকট মাথাটার দিকে তাকাল।

বলল, "এটা তো খুব মজার।" তার কণ্ঠস্বর যেন ভূগর্ভ কক্ষের চারদিকে ধাক্কা খেল। "আমি যতদূর জানি এ জিনিসটি দুর্লভ। লণ্ঠনটা আন তো বার্জার, আমি সবগুলি দেখতে চাই।"

কিন্তু জার্মানটি তৎক্ষণে এগিয়ে গিয়ে হলের অন্য পাশে আলোর একটা হলুদ বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে।

সে বলে উঠল, "এই জায়গাটা আর সিঁড়িগুলোর মাঝখানে কতকগুলি ভুল মোড় আছে তা কি তুমি জান? দু'হাজারেরও বেশী। নিঃসন্দেহে রক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবেই খৃস্টানরা এরকমটা করেছিল। সঙ্গে আলো থাকলেও এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা দু'হাজারে একটি, অবশ্য জায়গাটা অন্ধকার হলে কাজটা আরও অনেক বেশী শক্ত।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

"আর অন্ধকার জিনিসটাই ভয়ংকর। পরীক্ষামূলকভাবে একবার আমি সে চেষ্টা করে দেখেছি। এস, আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক!" সে লণ্ঠনটার উপর ঝুঁকল, আর মুহূর্তের মধ্যে একটা অদৃশ্য হাত যেন সবলে কেনেডির চোখ দুটোকে চেপে ধরল। এ অন্ধকার যে কী সে অভিজ্ঞতা তার আগে কখনও হয় নি। মনে হল এ অন্ধকার বুঝি তাকে চেপে ধরে পিষে মারবে। যেন একটা নিরেট দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে শরীরটা পিছিয়ে আসছে। সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য সে হাত দুটো বাড়াল।

বলে উঠল, "খুব হয়েছে বার্জার, এবার আলোটা জ্বাল।"

কিন্তু সঙ্গীটি হেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে গোল ঘরের চারদিক থেকে সে হাসিটা যেন ফিরে এল।

সে বলল, "বন্ধু কেনেডি, মনে হচ্ছে তোমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে।"

কেনেডি ধৈর্য হারিয়ে বলল, "যাও তো বাপু, মোমবাতিটা জ্বালাও!"

"আশ্চর্য কি জান কেনেডি, তোমার কথা শুনে আমি মোটেই বলতে পারছি না তুমি কোন্ দিকে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি কি বলতে পার আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?"

"না; মনে হচ্ছে তুমি আমার চারদিকেই রয়েছ।"

"হাতের এই সুতোটা না থাকলে আমি বুঝতেই পারতাম না কোন দিকে যেতে হবে।"

"আমিও পারতাম না। আলোটা জ্বালাও বাপু; এই ইয়ার্কি বন্ধ কর।"

"দেখ কেনেডি, আমি জানি তুমি দুটি জিনিস পছন্দ কর। একটা

অ্যাড্ভেঞ্চার, আর অন্যটা বিঘ্নকে জয় করা। এই ভূগর্ভ-সমাধি থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাই হোক তোমার অ্যাড্ভেঞ্চার, আর এই অন্ধকার এবং যে দু' হাজার ভুল মোড় পথ চলাটাকে আরও শক্ত করে তুলেছে তারাই হোক তোমার বিঘ্ন। তাড়াহুড়া করবার কিছু নেই, কারণ তোমার হাতে প্রচুর সময় আছে; মাঝে মাঝে যখনই বিশ্রাম নেবার জন্য একটু থামবে তখনই একবার করে মিস্ মেরি সণ্ডারসন-এর কথা ভাববে, তার প্রতি সঙ্গত ব্যবহার করেছ কিনা ভাববে।"

"পাষণ্ড, কী ভেবেছ তুমি?" কেনেডি গর্জে উঠল। একটা ছোট বৃত্তের মধ্যে সে ছুটে বেড়াচ্ছে আর দুই হাতে নিরেট অন্ধকারকে চেপে ধরতে চেষ্টা করছে।

একটি পরিহাস-তরল কণ্ঠ বলল, "বিদায়", কণ্ঠস্বরটা এর মধ্যেই বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। "কেনেডি, মেয়েটির প্রতি তুমি সুবিচার করেছ এ-কথা তোমার মুখ থেকে শুনেও কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। একটা ছোট কথা কিন্তু তুমি জানতে না; সেটা আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। মিস্ সণ্ডারসন ছিল একটি কুৎসিত দরিদ্র ছাত্রের বাকদত্তা, আর তার নাম জুলিয়াস বার্জার।"

কোথায় যেন একটা খস্খস্ আওয়াজ হল, পাথরের উপর পা ফেলার অস্পষ্ট শব্দ, তারপর সেই প্রাচীন খৃস্টান গির্জার মধ্যে নেমে এল নীরবতা—একটা নিস্তরঙ্গ ভারী নীরবতা কেনেডিকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল—ঠিক যেভাবে চারদিকের জল এসে একটি ডুবন্ত মানুষকে ঘিরে ধরে।

মাস দুয়েক পরে ইওরোপের বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি প্রকাশিত হল:

"সেণ্ট ক্যালিস্তাস-এর বিখ্যাত ভূগর্ভ কক্ষগুলির পূর্বদিকে কিছুটা দূরে রোমের যে নতুন ভূগর্ভ-সমাধিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সাম্প্রতিক কালের আকর্ষণীয় আবিষ্কার-সমূহের সেটি অন্যতম। ডাঃ জুলিয়াস বার্জার নামক যে বিশেষজ্ঞ জার্মান যুবকটি প্রাচীন রোমের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের প্রথম আসনটি লাভ করার দিকে অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে তার উৎসাহ ও বুদ্ধিমত্তার ফলেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রাচীন খৃস্টীয় ধ্বংসস্তূপে সমৃদ্ধ এই গুরুত্বপূর্ণ সমাধি-ভবনটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। যদিও ডাঃ বার্জারই প্রথম এই আবিষ্কারের বিবরণটি প্রকাশ করেছে, তবু মনে হয় যে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যহীন একটি অভিযাত্রী ডাঃ বার্জারের আগেই এটার সন্ধান পেয়েছিল। কয়েক মাস আগে বিখ্যাত ইংরেজ ছাত্র মিঃ কেনেডি হঠাৎ তার করসো-র ঘর থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়; সকলেই মনে করে, একটা সাম্প্রতিক কুৎসাই তাকে রোম ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে। এখন মনে হচ্ছে, প্রত্নতত্ত্বের প্রতি যে অত্যুগ্র ভালবাসা তাকে জীবিত পণ্ডিতদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট আসনে তুলে

দিয়েছিল আসলে সে নিজেই তার শিকারে পরিণত হয়েছে। তার মৃতদেহটি পাওয়া গেছে নতুন ভূগর্ভ-সমাধির একেবারে কেন্দ্রস্থলে, তার পা ও বুটের অবস্থা দেখে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে, যে সমস্ত আঁকাবাঁকা পথ এই ভূগর্ভ-সমাধিগুলিকে আবিষ্কারকদের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক করে রেখেছে দিনের পর দিন তাদেরই গোলকধাঁধায় সে ঘুরে মরেছে। যতদূর জানা গেছে, কোন দুর্বোধ্য হঠকারিতার বশে মৃত ভদ্রলোকটি মোমবাতি বা দেশলাই সঙ্গে না নিয়েই সেই গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করেছিল; কাজেই তার এই শোচনীয় পরিণতি তার নিজের হঠকারিতারই স্বাভাবিক ফল। ব্যাপারটা আরও বেশী বেদনাদায়ক এই জন্য যে ডাঃ জুলিয়াস বার্জার মৃতেরই একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই অসাধারণ আবিষ্কারের ফলে যে আনন্দ তার পাবার কথা বন্ধু ও সহকর্মীর ভয়ংকর পরিণতি তা একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছে।"

ইহুদি পুরোহিতের বক্ষস্ত্রাণ

The Jew's Breastplate

আমার বিশিষ্ট বন্ধু ওয়ার্ড মর্টিমার ছিল সে সময়কার প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। এবিষয়ে সে অনেক লিখেছে, "রাজন্য উপত্যকায়" খননকার্য চালাবার সময় দুটি বছর কাটিয়েছে থিবিসের একটা সমাধিতে, এবং শেষ পর্যন্ত ফিলিতে অবস্থিত হোরাসের মন্দিরের গর্ভ-গৃহ থেকে ক্লিওপাত্রার মমি উদ্ধার করে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ত্রিশ বছর বয়সে এত সব কাণ্ডকারখানা করার ফলে সকলেরই মনে হয়েছিল যে তার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল, কাজেই বেল্‌মোর স্ট্রীট মিউজিয়ামের কিউরেটর পদের জন্য যখন তাকে নির্বাচিত করা হল তখন কেউই অবাক হয় নি, ওরিয়েণ্টাল কলেজের একটি অধ্যাপকের পদও ঐ কিউরেটর পদের সঙ্গে যুক্ত, আর এই দুইয়ে মিলে তার যা উপার্জন দাড়াল সেটা জমির দাম পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নেমে গেলেও একজন গবেষককে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট না হলেও তাকে উৎসাহিত করার পক্ষে বেশ মোটা অংকই বলা চলে।

অবশ্য বেল্‌মোর স্ট্রীট মিউজিয়ামে ওয়ার্ড মর্টিমারের অবস্থা কিছুটা অস্বস্তিকর হবার মাত্র একটি কারণ ছিল; তাকে যে লোকটির স্থলাভিষিক্ত হতে হল সে ছিল অত্যন্ত খ্যাতিমান মানুষ। অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াস ছিল প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ইওরোপীয় খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে ছাত্ররা আসত তার বক্তৃতা শুনতে। যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু তার তত্ত্বাবধানে ছিল এমনই আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সে সেগুলির ব্যবস্থাপনা করত যে সব পণ্ডিত

মহলেই তা নিয়ে আলোচনা হত। সুতরাং যে কাজ ছিল একই সঙ্গে তার জীবিকার উপায় ও জীবনের আনন্দ, মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে সে যখন হঠাৎ সেই পদে ইস্তফা দিয়ে অবসর নিল, তখন সকলের বিস্ময়ের অবধি রইল না। মিউজিয়ামে চাকরির দরুন যে আরামদায়ক স্যুইটটিতে তার সরকারী বাসভবন ছিল অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াস মেয়েকে নিয়ে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, আর আমার বন্ধু অক্সতদার মর্টিমার সেখানে গিয়ে উঠল।

মর্টিমারের নিয়োগের সংবাদ শুনে অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াস তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একখানি সপ্রশংস চিঠিও লিখেছিল। দুজনের প্রথম সাক্ষাতের সময় আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। মর্টিমারের সঙ্গে আমিও মিউজিয়ামটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অধ্যাপকও আমাদের সঙ্গে থেকে তার এতদিনকার সযত্নসঞ্চিত সংগ্রহগুলি দেখাল। প্রত্নবস্তুগুলি দেখার সময় অধ্যাপকের সুন্দরী কন্যা ও তার ভাবী স্বামী ক্যাপ্টেন উইল্‌সন নামক একটি যুবকও আমাদের সঙ্গে ছিল। মিউজিয়ামে মোট পনেরোখানা ঘর, কিন্তু ব্যাবিলনীয়, সিরীয় ও কেন্দ্রীয় হলটিই সবচাইতে সুন্দর; সেই তিনটি ঘরেই রাখা ছিল ইহুদি ও মিশরীয়দের সংগ্রহগুলি। অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াস শান্ত, নীরস, বয়স্ক ভদ্রলোক, দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো; চাল-চলনে নিরাসক্ত, কিন্তু কতকগুলি সংগ্রহ-বস্তুর বিরলতা ও সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে তার কালো চোখ দুটি ঝিলিক দিতে লাগল, মুখে ফুটে উঠল জীবন্ত উদ্দীপনা। অনেকক্ষণ ধরে সে জিনিসগুলোর উপর সাদরে হাত বুলাতে লাগল. বোঝা গেল এগুলিকে নিয়ে একদিকে যেমন তার গর্বের অন্ত নেই, অন্যদিকে জিনিসগুলি তার নিজের হেপাজত থেকে অন্যের হাতে চলে যাওয়ায় তার মনোকষ্টও কম নয়।

সে আমাদের একে একে দেখাল তার মমিগুলো, মিশরীয় ভূর্জপত্রের পাণ্ডুলিপি, শিলালেখ, ইহুদি পুরাবস্তু, এবং মন্দিরের বিখ্যাত সাতশাখা-বিশিষ্ট মোমবাতিদানের একটি নকলমূর্তি মূল মূর্তিটিকে তাইতাস নিয়ে এসেছিল রোমে এবং অনেকেই মনে করে যে এই মুহূর্তে সেটি শুয়ে আছে তাইবার নদীর তলায়। তারপর সে এগিয়ে গেল হলের ঠিক মাঝখানে রাখা একটা বাক্সের দিকে, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে চশমার ভিতর দিয়ে সেটাকে দেখতে লাগল।

বলল, "মিঃ মর্টিমার, আপনার মত একজন বিশেষজ্ঞের কাছে এটা কোন নতুন জিনিস নয়; কিন্তু আপনার বন্ধু মিঃ জ্যাক্‌সন যে এটা দেখতে আগ্রহী হবেন সেকথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।"

বাক্সটার উপর ঝুঁকে দেখতে পেলাম পাঁচ বর্গ ইঞ্চি মাপের একটা বস্তু —সোনার কাঠামোর উপর বারোটি মূল্যবান রত্ন বসানো, আর তার দুই কোণে সোনার হুক লাগানো। রত্নগুলো নানা জাতের ও রংয়ের, কিন্তু

সবগুলি একই মাপের। সেগুলির আকার, সাজানো ও বর্ণের বিভিন্নতা দেখে জল-রঙের একটা বাক্সের কথা আমার মনে পড়ে গেল। প্রতিটি রত্নের উপরেই প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপির ছাপ চোখে পড়ল।

"মিঃ জ্যাক্সন, উরিম ও থুমিম-এর কথা তো আপনি শুনেছেন?"

কথা দুটি শোনা থাকলেও তার অর্থ সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট।

"ইহুদিদের প্রধান পুরোহিতের বুকে যে রত্নখচিত বক্ষস্ত্রাণটি থাকত তাকেই বলা হত উরিম ও থুমিম। ইহুদিরা সেটাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত—প্রাচীন কালের একজন রোমক ঠিক যে শ্রদ্ধার চোখে দেখত ক্যাপিটল-এর সিবিল গ্রন্থগুলিকে। দেখতেই পাচ্ছেন, রহস্যময় চিত্রলিপি-খচিত বারোটি আশ্চর্য রত্ন ওতে শোভা পাচ্ছে। বাঁদিকের উপরের কোণ থেকে দেখলে পর পর সাজানো রয়েছে রক্তমণি, গোমেদ, মরকত, চুণি, নীলা, স্ফটিক, নীলকান্তমণি, সোলেমানী, পদ্মরাগ, পোখরাজ, পান্না ও জেস্পার।"

রত্নগুলির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

"এই বক্ষস্ত্রাণটির কোন বিশেষ ইতিহাস আছে কি", আমি জানতে চাইলাম।

অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াস বলল, "এটা যেমন প্রাচীন, তেমনি বহুমূল্যবান। খুব জোর দিয়ে বলতে না পারলেও একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে এটাই হয়তো সলোমন-এর মন্দিরের আসল উরিম ও থুমিম। ইয়োরোপের কোন সংগ্রহশালায়ই এর চাইতে সুন্দর অন্য কিছু নেই। এই যে আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন উইলসন, ইনি মূল্যবান পাথরের একজন সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ; এগুলি যে কতখানি খাঁটি সেকথা তিনিই আপনাদের বলবেন।

ক্যাপ্টেন উইলসনের মুখটা কঠিন ও তীক্ষ্ণ; বাক্সটার ওপাশে তার বাকদত্তার পাশেই সে দাঁড়িয়েছিল।

সে সংক্ষেপে বলল. "হ্যাঁ, এত ভাল পাথর আমি কখনও দেখি নি।"

আর সোনার কারুকর্মও দেখবার মত। প্রাচীনকালের মানুষরা এ কাজে খুবই দক্ষ—" সে পাথরগুলি সেট করার কথাই বলতে যাচ্ছিল, ক্যাপ্টেন উইলসন তাকে বাধা দিল।

"এই মোমবাতিদানটাতে তাদের সোনার কারুকর্মের একটা ভাল নমুনা আমরা দেখতে পাব", আর একটা টেবিলে ঘুরে গিয়ে সে বলল; খোদাই-করা বোঁটা এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যকরা ডালপালাগুলোর প্রশংসা করতে লাগল. আমরাও সে প্রশংসায় যোগ দিলাম। মোটামুটিভাবে এত বড একজন বিশেষজ্ঞের মুখে এই সব বিরল প্রত্নবস্তুর ব্যাখ্যা শুনতে পাওয়া একটা আকর্ষণীয় নতুন অভিজ্ঞতা। অবশেষে অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াস যখন তার মূল্যবান সংগ্রহশালাটি আনুষ্ঠানিকভাবে আমার বন্ধুর হাতে তুলে দিল তখন তার জন্য আমার বড়ই করুণা হল, আর আমার বন্ধুর জীবনে এমন একটা প্রীতিপদ

কর্তব্যের ভার চলে আসায় তাকে ঈর্ষা করতে শুরু করলাম। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ওয়ার্ড মর্টিমার তার নতুন বাড়িতে যথারীতি বসবাস শুরু করে বেল্‌মোর স্ট্রীট মিউজিয়ামের হর্তাকর্তা হয়ে বসল।

প্রায় পক্ষকাল পরে এই পদোন্নতি উপলক্ষ্যে বন্ধুবর আধা ডজন অবিবাহিত বন্ধুকে নিয়ে একটা ছোটখাট ডিনারের আয়োজন করল। অতিথিরা একে একে বিদায় নিলে সে আস্তিনটা টেনে ধরে ইসারায় আমাকে থেকে যেতে বলল।

আমি তখন আলবানির একটা বাড়িতে থাকতাম। সে বলল, "তোমাকে তো মাত্র কয়েক শ' গজ যেতে হবে। তুমি বরং কিছুক্ষণ থেকে চুপচাপ আমার সঙ্গে একটু ধূমপান করে যাও। তোমার একটু পরামর্শের আমার খুব দরকার।"

হাতল-চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে তার চমৎকার মাত্রোনা চুরুট একটা ধরালাম। শেষ অতিথিটিকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে ড্রেস-জ্যাকেটের পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে সে আমার উল্টোদিকে বসল।

বলল, "আজ সকালেই এই বেনামী চিঠিটা পেয়েছি। তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। তোমার পরামর্শ চাই। চিঠিটাতে লেখা আছে, 'মহাশয়,—যেসব মূল্যবান বস্তু আপনার হেপাজতে রাখা হয়েছে সেগুলোর উপর কড়া নজর রাখতে আপনাকে বিশেষ জোরের সঙ্গে পরামর্শ দিচ্ছি। বর্তমানে যে একটি মাত্র পাহারাদার আছে সেটাকে আমি যথেষ্ট বলে মনে করি না। খুব সতর্ক হোন, অন্যথায় একটা অপূরণীয় ক্ষতি ঘটে যেতে পারে।"

"আর কিছু আছে?"

"না, এই সব।"

আমি বললাম, "দেখ, একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে-লোক চিঠিটা লিখেছে সে ভাল করেই জানে যে রাতে মাত্র একটি পাহারাদার থাকে।"

অদ্ভুতভাবে হেসে ওয়ার্ড মর্টিমার চিঠিটা আমার হাতে দিল। বলল, "তুমি কি হাতের লেখা দেখে কিছু বুঝতে পার?—এবার এটা দেখ।" আর একটা চিঠি সে আমার সামনে মেলে ধরল। "Congratulate-এর C আর Committed-এর C—এই দুটো C ভাল করে দেখ। বড় হাতের I অক্ষরটাও লক্ষ্য কর। ফুলস্টপ-এর বদলে একটা লম্বা টানের কায়দাটাও লক্ষ্য কর!"

"নিঃসন্দেহে এগুলো একই হাতের লেখা—শুধু এই প্রথমটাতে কিছুটা লুকোবার চেষ্টা করা হয়েছে।"

ওয়ার্ড মর্টিমার বলল, "আমি চাকরিটা পাবার পরে অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াস অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটাই হল এই দ্বিতীয় চিঠি।"

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। হাতের চিঠিটা উল্টে দেখলাম, সত্যি তো, পরের পাতায় "মার্টিন অ্যাণ্ড্রিয়াস" স্বাক্ষর করা হয়েছে। অক্ষর-বিজ্ঞানের তিলমাত্র জ্ঞান যার আছে তার মনে কোনরকম সন্দেহই থাকতে পারে না যে

অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াসই বেনামী চিঠিটা লিখেছে—উদ্দেশ্য তার স্থলাভিষিক্ত লোকটিকে চোর সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য, কিন্তু সুনিশ্চিত।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কাজ তিনি করবেন কেন?"

"সেই কথাটাই তো আমিও তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। তার মানে যদি কোন আশংকাই থেকে থাকে তো তিনি নিজে এসে আমাকে বললেন না কেন?"

"তুমি কি এ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবে?"

"সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। চিঠিটা যে তিনি লিখেছেন সে কথা তো তিনি অস্বীকারও করতে পারেন।"

আমি বললাম, "সে যাই হোক, বন্ধুর মতই তিনি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন, আমি হলে তার নির্দেশ মতই কাজ করতাম। বর্তমানে যসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে সেটা কি চুরি-ডাকাতি সম্পর্কে যথেষ্ট?"

"আমার তো তাই মনে হয়েছে। জনসাধারণকে ঢুকতে দেওয়া হয় দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত, আর তখন প্রতি দুটো ঘরের জন্য একজন করে তত্ত্বাবধায়ক থাকে। দুই ঘরের মাঝখানের দরজায় তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন আর সকলের উপরই নজর রাখেন।'

"কিন্তু রাতের বেলা?'

"জনসাধারণ চলে গেলেই লোহার বড় শাটারগুলো তুলে দেওয়া হয়, আর সেগুলো সম্পূর্ণভাবে চোর-প্রতিরোধক। পাহারাদারটি কর্মিৎকর্মা মানুষ। সে নিজের বাসায় বসে থাকে, আর তিন ঘণ্টা অন্তর একবার করে রোঁদে বের হয়। প্রতিটা ঘরে সারা রাত একটা বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে।"

"দিনের পাহারাদারদের সারা রাত রেখে দিতে বলা ছাড়া আর কোন পরামর্শ দেওয়া তো শক্ত ব্যাপার।"

"সে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।"

"আমি হলে অন্ততপক্ষে পুলিশকে জানাতাম এবং বাইরে বেলমোর স্ট্রীটে একটি স্পেশাল কনস্টেবল রাখার ব্যবস্থা করতাম", আমি বললাম 'আর চিঠিটার ব্যাপারে, লেখক যখন অনামী থাকতে চান তখন আমি মনে করি যে সে অধিকার তার অবশ্যই আছে। তিনি যে অদ্ভুত পথ নিয়েছেন তার কোন কারণ বের করবার জন্য আমাদের তো ভবিষ্যতের উপর ভরসা করেই থাকতে হবে।"

এখানেই আলোচনাটা থেমে গেল। কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে এই চিন্তাটাই আমার মাথায় ঘুরতে লাগল যে অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াস তার উত্তরসূরীকে এরকম একটা বেনামী চিঠি লিখল কেন—চিঠিটা যে তারই লেখা সে বিষয়ে আমি এতদূর নিশ্চিত যেন স্বচক্ষে তাকে চিঠিটা লিখতে দেখেছি।

সংগ্রহশালার কোন বিপদের আশংকা তার মনে দেখা দিয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে নিজের নামে মর্টিমারকে সতর্ক করে দিতে ইতস্তত করল কেন? গোলক-ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম; ফলে যথাসময়ের অনেক পরে ঘুম ভাঙল।

ঘুমটা ভাঙল একটু অদ্ভুতভাবে। বেলা নটা নাগাদ বন্ধু মর্টিমার আতংকিত মুখে ঘরে ঢুকল। আমার পরিচিতদের মধ্যে সে সাধারণতই বেশ ফিটফাট থাকে, কিন্তু এখন তার কলারটা একদিকে খোলা, টাইটা উড়ছে, টুপিটা বসানো রয়েছে মাথার পিছনে। তার উন্মাদ চাউনি দেখেই গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

বিছানায় লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললাম, "মিউজিয়ামে চুরি হয়ে গেছে!"

"সেই ভয়ই তো করছি! সেই রত্নগুলো! উরিম ও থুমিম-এর রত্নগুলো!" ছুটে আসার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল। "আমি থানায় যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পার তুমি মিউজিয়ামে চলে এস জ্যাকসন! বিদায়!" সে বিভ্রান্তের মত ছুটে বেরিয়ে গেল; খট খট শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নামার শব্দ কানে এল।

আমার পৌছতে বেশী দেরি হল না। পৌছে দেখলাম পুলিশ-ইন্সপেক্টরকে নিয়ে সে ফিরে এসেছে; সঙ্গে আর একটি বয়স্ক ভদ্রলোক, নাম মিঃ পার্ভিস, বিখ্যাত মণিকার মর্সন অ্যাণ্ড কোম্পানির অংশীদার। রত্ন-বিশেষজ্ঞ হিসাবে সে সবদাই পুলিশকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। যে বাক্সটার মধ্যে ইহুদি পুরোহিতের বক্ষস্ত্রাণটা ছিল সকলে সেটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সেটাকে বের করে বাক্সের কাঁচের ঢাকনার উপর রাখা হয়েছে; তিনটি মাথা তার উপর ঝুঁকে পড়েছে।

মর্টিমার বলল, "পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেউ এটাতে হাত লাগিয়েছে। সকালে ঘরটার ভিতর দিয়ে যেতে যেতেই ব্যাপারটা আমার নজরে আসে। কাল সন্ধ্যায়ও আমি এটাকে ভাল করে দেখেছি, কাজেই ব্যাপারটা যে রাতের বেলায়ই ঘটেছে সেটা নিশ্চিত।"

তার কথামত স্পষ্টই বোঝা গেল বক্ষস্ত্রাণটায় কেউ ঠোকাঠুকি করেছে। উপরের সারির চারটে পাথর—রক্তমণি, গোমেদ, মরকত ও চুনি—এমন অমসৃণ ও খাঁজকাটা দেখাচ্ছে যেন কেউ সেগুলির চারপাশে আঁচড় কেটেছে। রত্নগুলো যথাস্থানেই রয়েছে। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগে যে সুন্দর সোনার কারুকার্যের এত প্রশংসা আমরা করেছি সেগুলোকে বিশ্রীভাবে তুলে ফেলা হয়েছে।

পুলিশ-ইন্সপেক্টর বলল, "আমার মনে হচ্ছে কেউ হয়তো পাথরগুলো তুলে নেবার চেষ্টা করেছিল।"

মর্টিমার বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে, শুধু চেষ্টা করা নয় সে সফলও

হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এই চারটি পাথর অবিকল নকল, মূল রত্নের জায়গায় এগুলি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

বিশেষজ্ঞটির মনেও এই একই সন্দেহ জেগেছিল, একটা কাঁচের সাহায্যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সে রত্ন চারটি পরীক্ষা করে করে দেখছিল। নানা-রকমভাবে পরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত সে হাসিমুখে মর্টিমারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

আবেগের সঙ্গে বলল, "আপনাকে অভিনন্দন জানাই স্যার। আমার সুনামের দোহাই দিয়ে বলছি, এই চারটি পাথরই আসল, এ ধরনের খাঁটি পাথর সচরাচর দেখা যায় না।"

বেচারি বন্ধুটির ভয়ার্ত মুখে ধীরে ধীরে রক্তের আভা ফুটতে লাগল। গভীর স্বস্তিতে সে একটা দীর্ঘশ্বাস টানল।

চেঁচিয়ে বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! চোর তাহলে কিসের জন্য এসেছিল?"

"সম্ভবত পাথরগুলো নিতেই সে চেয়েছিল, কিন্তু কোনরকম বাধা পেয়েছিল।"

"তাহলে তো সে চেষ্টা করত একটা একটা করে তুলে নিতে, কিন্তু প্রত্যেকটা পাথরই নড়নড়ে করে ফেলা হয়েছে, অথচ সবগুলো পাথরই এখানে রয়েছে।"

ইন্সপেক্টর বলল, "ব্যাপারটা খুবই অসাধারণ। এরকম কোন কেসের কথা আমার তো মনে পড়ছে না। একবার পাহারাদারের সঙ্গে দেখা করা দরকার।"

লোকটিকে ডাকা হল—সৈনিকসুলভ চেহারা, দেখতে বেশ ভাল মানুষের মত, এ ঘটনায় ওয়ার্ড মর্টিমারের মত সেও উদ্বিগ্ন।

ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের জবাবে বলল, "না স্যার, একটা শব্দও শুনি নি। যথারীতি চারবার রোঁদে বেরিয়েছি, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পাই নি। দশ বছর এখানে আছি, আগে কখনও এরকমটা ঘটে নি।"

"জানালা দিয়ে কোন চোর আসতে পারে কি?"

"অসম্ভব স্যার।"

"অথবা তোমাকে পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে ঢোকা?"

"না স্যার; রোঁদে বেরুনো ছাড়া কখনও আমার জায়গা ছেড়ে নড়ি নি।"

"মিউজিয়ামে ঢোকবার আর কোন পথ আছে?"

"একটা দরজা দিয়ে মিঃ ওয়ার্ড মর্টিমারের থাকার ঘরগুলোতে যাওয়া যায়।"

আমার বন্ধু বুঝিয়ে বলল, সে দরজায় রাতে তালা লাগানো থাকে। তা-ছাড়া রাস্তা থেকে সে দরজায় পৌঁছতে হলে তাকে বাইরের দরজাটাও খুলতে হবে।"

"আপনার চাকরবাকররা?"

"তাদের কোয়ার্টারগুলো সম্পূর্ণ আলাদা।"

"ভাল, ভাল," ইন্সপেক্টর বলল, "ব্যাপারটা দেখছি খুবই ঘোরালো। যাই হোক, মিঃ পার্ভিস তো বলছেন, কোন ক্ষতি হয় নি।"

"আমি শপথ করে বলতে পারি, পাথরগুলো খাঁটি।"

"তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা নেহাৎই ঈর্ষাবশে ক্ষতি সাধনের চেষ্টা। কিন্তু তবু একবার বাড়িটা ঘুরে দেখতে পারলে খুশি হব। দেখাই যাক, রাতের বেলায় আপনার যে অতিথিটি এসেছিল তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা।"

সারাটা সকাল জুড়ে, তদন্তকায চলল, কিন্তু শেষ পযন্ত কিছুই পাওয়া গেল না। ইন্সপেক্টর আমাদের দেখিয়ে দিল, মিউজিয়ামে ঢোকার এমন আরও দুটি সম্ভবপর পথ আছে যার কথা আমরা ভাবি নি। ভূগর্ভস্থ ভাডার ঘর থেকে প্যাসেজে যাবার একটা চাপ-দরজা আছে। আর একটা পথ আছে গুদাম-ঘরের স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে, যে ঘরে অনধিকার প্রবেশকারী ঢুকেছিল ঠিক তার উপরেই স্কাইলাইটটা অবস্থিত। কিন্তু যেহেতু চোর যদি আগে থেকেই তালাবন্ধ ঘরটাতে ঢুকে থাকতে না পারে তাহলে ভাড়ার ঘর বা গুদাম-ঘর কোনটাতেই ঢোকা যায় না, তাই এ কথাগুলোর কোনই বাস্তব গুরুত্ব ছিল না, এবং ঘর দুটোর ধুলো দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে কোন ঘরেই কেউ ঢোকে নি। শেষ পর্যন্ত আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। এই চারটি রত্নকে নাড়াচাড়া করেছিল, কিভাবে করেছিল, কেন করেছিল, তার তিলমাত্র হদিসও পাওয়া গেল না।

এ অবস্থায় মর্টিমারের মাত্র একটি কাজই করার ছিল, আর তাই সে করল। পুলিশকে তার ব্যর্থ তদন্ত চালাতে দিয়ে একদিন বিকেলে সে আমাকে নিয়ে অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াসের সঙ্গে দেখা করতে গেল। চিঠি দুটো সঙ্গে নিয়েই গেল। তার ইচ্ছা ছিল, বেনামী চিঠির মারফৎ তাকে সতর্ক করে দেবার ব্যাপারে খোলাখুলিভাবেই অধ্যাপককে দায়ী করবে এবং যে ঘটনাটা সত্যি সত্যি ঘটেছে সেটা এমন সঠিকভাবে সে আগে থেকে জানল কেমন করে সেটাও তাকে জিজ্ঞাসা করবে। অধ্যাপক তখন আপার নরউডের একটা ছোট বাড়িতে বাস করছিল; কিন্তু দাসী খবর দিল যে অধ্যাপক বাড়িতে নেই। আমাদের হতাশা লক্ষ্য করে সে জানতে চাইল, আমরা মিস্ অ্যাণ্ড্রিয়াসের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক কিনা, এবং একটা সাধারণ বসবার ঘরে আমাদের নিয়ে গেল।

আগেই প্রসঙ্গত বলেছি যে অধ্যাপকের মেয়েটি খুবই সুন্দরী। মেয়েটি সুশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, মনোরমা, গায়ের রঙে এমন একটা আভা আছে যাকে ফরাসীরা বলে "ম্যাট"—পুরনো হাতির দাঁতের মত, অথবা গন্ধক-বর্ণ গোলাপের হাল্কা পাপড়ির মত। মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই গত একপক্ষকালের মধ্যে তার যে কত পরিবর্তন হয়েছে তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তরুণ মুখখানি কুশ্রী হয়ে উঠেছে; উজ্জ্বল চোখ দুটি চিন্তায় পরিম্লান।

মেয়েটি বলল, "বাবা স্কটল্যাণ্ডে গেছেন। তাকে খুব ক্লান্ত মনে হয়, সব সময় কি যেন ভাবেন। গতকালই এখান থেকে গেছেন।"

বন্ধুটি বলল, "আপনাকেও তো কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

"বাবার জন্য আমার বড়ই চিন্তা হচ্ছে।"

"তার স্কটল্যাণ্ডের ঠিকানাটা আমাকে দিতে পারেন কি ?"

"পারি, তার ভাই রেভাঃ ডেভিড অ্যাণ্ড্রিয়াস, ১, আবান প্লেস, আর্ড্রোসান—এই ঠিকানায় বাবা আছেন।"

ওয়ার্ড মর্টিমার ঠিকানাটা টুকে নিল, আমরাও আমাদের গাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু না বলে চলে এলাম। সকালে যে অবস্থায় ছিলাম সন্ধ্যাবেলায়ও ঠিক সেই একই অবস্থায় আমরা বেল্মোর স্ট্রীটে ফিরে এলাম। অধ্যাপকের চিঠিটাই আমাদের একমাত্র সূত্র, তাই বন্ধু স্থির করল, পরের দিনই আর্ড্রোসান যাত্রা করবে এবং বেনামী চিঠিটার রহস্য ভেদ করবে, এমন সময় এমন একটা নতুন পরিস্থিতি দেখা দিল যাতে আমাদের পরিকল্পনাটাই বদলে গেল।

পরদিন খুব ভোরে শোবার ঘরের দরজায় একটা টোকার শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। একজন লোক এসেছে মর্টিমারের চিঠি নিয়ে।

চিঠিতে লেখা, "এখনই চলে এস, ব্যাপারটা ক্রমেই অসাধারণ হয়ে উঠছে।"

তার কথামত গিয়ে দেখলাম মাঝখানের ঘরটায় সে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে, আর যে বুড়ো সৈনিক গাড়িটা পাহারা দেয় সে এক কোণে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বন্ধু চেঁচিয়ে বলল, "প্রিয় জ্যাকসন, তুমি আসায় কত যে খুশি হলাম, কি জান ব্যাপারটা বড়ই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।"

"কি হয়েছে ?"

যে বাক্সটার মধ্যে বক্ষস্ত্রাণটা ছিল সেইদিকে সে হাত বাড়িয়ে দিল।

বলল, "দেখ।"

ভিতরে তাকিয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলাম। উপরের সারির মতই মাঝখানের সারির মূল্যবান পাথরগুলোকেও সেই একইভাবে নাড়াচাড়া করা হয়েছে। একই বিশেষ পদ্ধতিতে বারোটি রত্নের মধ্যে আটটিকে নাড়াচাড়া করা হয়েছে। নীচের চারটি রত্নের সেটিং এখনও বেশ পরিষ্কার ও মসৃণ রয়েছে, বাকিগুলোতে আঁচড় পড়েছে, কিছুটা এলোমেলোও হয়েছে।

"পাথরগুলো কি বদলে দেওয়া হয়েছে ?" আমি জানতে চাইলাম।

"না, উপরের যে চারটিকে কাল বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকটি খাঁটি বলে জানিয়েছিলেন সে চারটি ঠিক আছে বলেই আমি মনে করি, কারণ মরকত মণিটির কোণার দিকের ঈষৎ রং চটার ব্যাপারটা আমি কালই লক্ষ্য করেছিলাম।

তারা যখন উপরের চারটি পাথর তুলে নেয় নি, তখন নীচেরগুলি বদলে দেবার কথা ভাববার কোন কারণ থাকতে পারে না। আচ্ছা সিম্পসন, তুমি তো বলছ কিছুই শুনতে পাও নি?"

সৈনিকটি জবাব দিল, "না স্যার। কিন্তু দিনের আলো নিভে যাবার পরে রোদে বেরিয়ে এই পাথরগুলোর দিকে ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেলাম কে যেন পাথরগুলো নাড়াচাড়া করেছে। তখনই আপনার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলেছি স্যার। তারপর সারারাত চলাফেরা করেছি, কিন্তু কাউকে দেখতে পাই নি. বা কোন শব্দও শুনি নি।"

"এস আমার সঙ্গেই প্রাতরাশটা সেরে নাও," বলে মর্টিমার আমাকে নিয়ে তার বাসায় ঢুকল। "এবার বলতো জ্যাক্‌সন, এবিষয়ে তুমি কি মনে কর?"

"এরকম উদ্দেশ্যহীন, অকারণ, বোকার মত কাজকর্মের কথা আগে কখনও শুনি নি। এটা নিশ্চয়ই কোন পাগলের কাণ্ডকারখানা।"

"কোন ব্যাখ্যা বাতলাতে পার কি?"

একটা অদ্ভুত ধারণা আমার মাথায় এল। বললাম, "এই বস্তুটি খুব প্রাচীন ও পবিত্র একটি ইহুদি পুরাকীর্তি। কাজেই এটা কোন সেমেটিকবিরোধী আন্দোলন নয় তো? এমনও তো হতে পারে যে ঐ দলের কোন অত্যুৎসাহী লোক বস্তুটাকে অপবিত্র করতে—"

"না, না, না!" মর্টিমার চাৎকার করে উঠল। "এ ব্যাখ্যাটা চলবে না! সে ধরনের কোন লোকের পাগলামি হয় তো এতদূর পযন্তও যেতে পারে যে ইহুদী পুরাবস্তুটিকে সে নষ্ট করে ফেলবে, কিন্তু প্রতিটি পাথরকে সে এত যত্নের সঙ্গে একটু একটু করে আঁচড়াবে কেন যাতে এক রাত্রে মাত্র চারটি পাথরকে আঁচড়ানো যায়? ওর চাইতে কোন ভাল সমাধান বের করা চাই, আর সে কাজটা আমাদেরই করতে হবে, কারণ ইন্সপেক্টরটি কোনরকম সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। প্রথমত, দরোয়ান সিম্পসন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?"

"তাকে সন্দেহ করবার মত কোন কারণ পেয়েছ কি?"

"শুধু এইটুকু যে একমাত্র সেই ঘটনাস্থলে থাকে।"

"কিন্তু এরকম অকারণ ধ্বংসের কাজে সেই বা হাত দিতে যাবে কেন? কিছুই তো খোয়া যায় নি। তার দিক থেকে কোন উদ্দেশ্যই তো পাওয়া যাচ্ছে না।"

"বাতিক?"

"না, আমি শপথ করে বলতে পারি লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ।"

"তোমার অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে?"

"দেখ, তোমার কথাই ধরা যাক। তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্নচারী somnambulist নও?"

"একেবারেই না।"

"তাহলে আমি হাল ছেড়ে দিলাম।"

"কিন্তু আমি হাল ছাড়ব না—এখন একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে যাতে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

"অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রুয়াসের সঙ্গে দেখা করা?"

"না, স্কটল্যাণ্ডের চাইতে অনেক কাছেই আমাদের সমাধানটি খুঁজে পাব। কন্দ্রীয় হলের উপরকার সেই স্কাইলাইটটার কথা মনে আছে? হলের বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে রেখে তুমি আর আমি গুদাম ঘর থেকে নজর রাখব এবং নিজেরাই এ রহস্যের মীমাংসা করব। রহস্যময় অতিথিটি যখন একদিনে মাত্র চারটি পাথর নিয়ে কাজ করে তখন চারটি পাথরের কাজ এখনও বাকি আছে, আর তাই একথা ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে যে সে আজ রাতেও আসবে এবং কাজটা সম্পূর্ণ করবে।"

"চমৎকার!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

"কথাটা আমাদের মধ্যেই গোপন থাকবে, পুলিশ বা সিম্পসন কাউকেই কিছু বলা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে থাকছ তো?"

"অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে", আমি বললাম। সেই ব্যবস্থাই পাকা হল।

সেদিন রাত দশটায় বেলমোর স্ট্রীট মিউজিয়ামে হাজির হলাম। দেখলাম, মর্টিমার চাপা স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে কাটাচ্ছে। তখনও কাজ শুরু করার সময় হয়নি, কাজেই আরও ঘণ্টাখানেক তার ঘরে বসেই আমাদের কাজের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। অবশেষে রাস্তায় ছ্যাকরা গাড়ির সশব্দ স্রোত এবং দ্রুতগামী পায়ের শব্দ ক্রমেই কমে আসতে লাগল, কারণ সুখ-সন্ধানীর দল কেউ বা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে, আবার কেউবা ফিরে গেছে বাড়িতে। প্রায় বারোটার সময় মর্টিমার আমাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় হলের উপরকার গুদাম-ঘরের দিকে পা বাড়াল।

দিনের বেলায় সেখানে গিয়ে কয়েকটা বস্তা সে পেতে রেখে এসেছিল যাতে আমরা বেশ আরাম করে শুয়ে মিউজিয়ামের উপর নজর রাখতে পারি। স্কাইলাইটে স্বচ্ছ কাঁচ বসানো থাকলেও সেটা ধুলোয় এতই ঢাকা পড়েছিল যে নীচ থেকে উপরে তাকিয়ে কেউ বুঝতেই পারবে না যে তার উপর রাখা হয়েছে, কাচের প্রতিটি কোণে আমরা কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে নিলাম, ফলে নীচের ঘরের সম্পূর্ণটাই আমরা ভালভাবে দেখতে পেলাম। বৈদ্যুতিক বাতির সাদা আলোয় সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল, বিভিন্ন বাক্সের ভিতরকার বস্তুগুলির সূক্ষ্মতম অংশও আমি দেখতে পেলাম।

এ ধরনের বিনিদ্র প্রতীক্ষা আমাদের অনেক কিছু শেখায়। সাধারণত যেসব জিনিসকেই আমরা দায়সারা গোছের দেখে থাকি, এক্ষেত্রে সেসব জিনিসকেই খুব ভালভাবে দেখা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কাঁচের ছোট·

জায়গাটাতে চোখ রেখে আমি প্রতিটি জিনিসকে ভালভাবে দেখতে লাগলাম—দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো বড় বড় মমির বাক্স থেকে শুরু করে যে রত্নগুলি আমাদের এখানে টেনে এনেছে সেসব কিছু। অসংখ্য বাক্সের মধ্যে অনেক মূল্যবান সোনার কারুকর্ম ও অনেক বহুমূল্য পাথর এখানে-ওখানে ছড়ানো ছিল; কিন্তু যে বারোটি আশ্চর্য রত্ন দিয়ে উরিম ও থুমিমটা গড়া হয়েছে তাদের উজ্জ্বলতায় অন্য সবকিছু ঢাকা পড়ে গেছে। একে একে সিকারার কবর-চিত্রাবলী, কারনাকের মোটা পশমী কাপড়, মেম্ফিসের মূর্তিসমূহ ও থিবিসের শিলালেখগুলি দেখলাম, কিন্তু আমার চোখ দুটি বারবার সেই আশ্চর্য ইহুদি পুরাবস্তুটির দিকেই ফিরে যেতে লাগল, আর সেটাকে ঘিরে যে বিশেষ রহস্যটি দানা বেঁধে উঠেছে আমার মনও তাতেই রইল। সেই চিন্তায়ই ডুবে ছিলাম, এমন সময় আমার সঙ্গীটি হঠাৎ শ্বাস টেনে নিয়ে কাঁপা মুঠিতে আমার হাতটা চেপে ধরল। আর সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম কেন সে এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

আগেই বলেছি, দরজার ডান দিকে (আমাদের এখান থেকে ডান দিকে, কিন্তু যে ঘরে ঢুকবে তার বাঁদিকে) একটা বড় মমির বাক্স দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো ছিল। অবর্ণনীয় বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা দেখলাম বাক্সটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। একটু একটু করে ডালাটা পিছনে সরে যাচ্ছে, আর তার ফলে অন্ধকার ফাঁকটা ক্রমেই বড় হচ্ছে। কাজটা এতই সতর্কতার সঙ্গে নিঃশব্দে করা হচ্ছিল যে ব্যাপারটা প্রায় বোঝাই যাচ্ছিল না। আমরা রুদ্ধশ্বাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম. একটা সাদা শীর্ণ হাত সেই ফাঁকের মধ্যে দেখা দিল, রং-করা ডালাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল, তারপর আর একটা হাত, এবং শেষ পর্যন্ত একটা মুখ—সে-মুখ আমাদের দুজনেরই চেনা, অধ্যাপক অ্যান্ড্রিয়াসের মুখ। বিবর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে আসা শেয়ালের মত সেও নিঃশব্দে মমির বাক্সটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, তার মাথাটা একবার বাঁ দিকে, একবার ডান দিকে ঘুরছে, একবার পা ফেলছে, একটু থামছে, আবার পা ফেলছে—কৌশল ও সতর্কতার প্রতিমূর্তি যেন। একবার রাস্তায় একটা শব্দ শোনা মাত্র সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কান পেতে কি যেন শুনল, দরকার হলেই পিছনের আশ্রয়স্থলে ছুটে যেতে একেবারে প্রস্তুত যেন। তার পর পা টিপে টিপে ধীরে, খুব ধীরে এগিয়ে গেল. একসময় ঘরের মাঝখানের বাক্সটার কাছেও পৌঁছে গেল। পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে বাক্সটা খুলে ফেলল. ইহুদি বক্ষস্ত্রাণটিকে বের করে আনল, এবং সেটাকে কাঁচের উপর রেখে একটা চকচকে ছোট যন্ত্র দিয়ে কাজ শুরু করে দিল। অধ্যাপক আমাদের একেবারে নীচে থাকায় তার ঝুঁকে-পড়া মাথায় তার কাজটা ঢাকা পড়ে গেল, কিন্তু তার হাতের গতিবিধি দেখেই আমরা বুঝতে পারলাম যে জিনিসটাকে অদ্ভুতভাবে বিকৃত করার যে কাজ সে শুরু করেছিল সেটাই

শেষ করতে চেষ্টা করছে।

সঙ্গীটির ভারী নিঃশ্বাস এবং আমার কব্জিটা চেপে ধরা হাতের কাঁপুনি থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি লোকের হাতে শিল্প-কর্মের প্রতি এই ধরনের বর্বর কাণ্ড দেখে তার মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ জমে উঠেছে। যে মানুষটি মাত্র একপক্ষকাল আগে এই অদ্বিতীয় পুরাবস্তুটির সামনে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছিল, এর প্রাচীনত্ব ও পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের এত কথা বলেছিল, সেই মানুষই কি না এখন এই নৃশংস পাপের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এ যে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য—অথচ ঐ তো সেই মানুষটি, বৈদ্যুতিক আলোর সাদা আভার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পাকা চুলে ভরা মাথাটা নুইয়ে, দুটো কনুইকে কর্মব্যস্ত রেখে। কী অমানুষিক ভণ্ডামি, এই ভয়ংকর নৈশ কুকর্মের পিছনে লুকিয়ে আছে তারই উত্তরসূরীর প্রতি কি গভীর ঈর্ষা। একথা যে ভাবতেও কষ্ট হয়, চোখে দেখতেও ভয় করে। একজন পুরাতত্ত্ববিদের তীক্ষ্ণ অনুভূতি আমার নেই, অথচ আমিও একটি প্রাচীন পুরাবস্তুর এই স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতিকে চোখে দেখতে পারছিলাম না। তাই বন্ধুটি যখন আমার আস্তিন ধরে টেনে ইশারায় আমাকে অনুসরণ করতে বলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন আমি যেন কিছুটা স্বস্তি পেলাম। নিজের বাসায় পৌঁছবার আগে সে আর মুখ খুলল না। তার ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে তখন আমি বুঝতে পারলাম তার আতংকটা কত গভীর।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "একটা পাষণ্ড পশু! তুমি কি এটা বিশ্বাস করতে পারবে?"

"খুবই বিস্ময়কর।"

"লোকটি হয় শয়তান, না হয় পাগল—একটা হবেই। আসলে কোনটি তা অচিরেই জানতে পারব। চলে এস জ্যাকসন। এই কুকর্মের শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে।"

বারান্দা থেকে একটা দরজা দিয়ে তার বাসা থেকে মিউজিয়ামে যাওয়া যায়। চাবি ঘুরিয়ে আস্তে সে দরজাটা খুলে ফেলল। তার আগেই পায়ের জুতো খুলে ফেলল। আমিও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলাম। হামাগুড়ি দিয়ে দুজনে একটার পর একটা ঘর পার হয়ে গেলাম। এবার বড় হলটা। আমাদের সামনে সেই কালো মূর্তিটা ঝুঁকে পড়ে মাঝখানের বাক্সটার কাজে ব্যস্ত। আমরাও তার মতই সতর্কভাবে তার দিকে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু এত চুপচাপ এগিয়েও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাকে ধরতে পারলাম না। আমরা তখনও তার থেকে বারো গজ দূরে আছি এমন সময় চমকে পিছন ফিরে তাকিয়েই একটা ভয়ার্ত চাপা আর্তনাদ করে সে পাগলের মত মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ছুট দিল।

মর্টিমার গর্জে উঠল, "সিম্পসন! সিম্পসন!" বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত

দরজায় বুড়ো সৈনিকটির কঠিন মূর্তিটা সহসা এসে হাজির হল। অধ্যাপক অ্যাণ্ড্রিয়াসও তাকে দেখতে পেল, একটা অসহায় অঙ্গভঙ্গী করে সে থেমে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেকেই তার কাঁধের উপর একটা করে হাত রাখলাম।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "হাঁ, হ্যাঁ, মহাশয়রা, আমি আপনাদের সঙ্গেই যাচ্ছি। মিঃ ওয়ার্ড মর্টিমার, যদি চান তো আপনার বাসায়ও যেতে পারি! আপনার কাছে আমার কিছু কৈফিয়ৎ দেবার আছে।"

আমার সঙ্গীটি এত বেশী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে তার কথার কোন জবাব দিতে সে নিজেই ভরসা পাচ্ছিল না। আমরা দুজন বৃদ্ধ অধ্যাপকের দুই পাশে হাঁটতে লাগলাম, আর বিস্মিত সৈনিকটি চলল তার পিছন পিছন। ভাঙা বাক্সটার কাছে পৌঁছে মর্টিমার বক্ষস্ত্রাণটা পরীক্ষা করতে বসল। ইতিমধ্যেই নীচের সারির একটা পাথরকে অন্যগুলোর মতই নতুন করে বসানো হয়েছে। সেটাকে তুলে ধরে বন্ধুটি ভয়ংকর চোখে বন্দীর দিকে তাকাল।

চেঁচিয়ে বলল, "এ-কাজ আপনি করলেন কি করে! কি করে করলেন!"

অধ্যাপক বলল, "এটা ভয়ংকর—ভয়ংকর! আপনার এই মনোভাব দেখে আমি অবাক হই নি। আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে চলুন।"

মর্টিমার চেঁচিয়ে বলল, "কিন্তু এটাকে তো খোলা অবস্থায় রেখে যাওয় চলবে না!" বক্ষস্ত্রাণটিকে তুলে নিয়ে পরম আদরে সেটাকে সঙ্গে নিয়ে চলল, আর আসামীর পাশে পুলিশের মত আমি হাঁটতে লাগলাম অধ্যাপকের পাশা পাশি থেকে। বুড়ো সৈনিকটিকে ছেড়ে দিয়ে আমরা মর্টিমারের বাসায় ঢুকলাম। অধ্যাপক মর্টিমারের হাতল-চেয়ারটাতে বসল, তার মুখটা এতদূর বিবর্ণ হয়ে উঠেছে যে সেই মুহূর্তে আমাদের সব ক্ষোভ দুশ্চিন্তায় পরিণত হল। একগ্লাস ব্র্যাণ্ডি তাকে নতুন করে জীবন এনে দিল।

সে বলল, "যাক, এখন অনেকটা ভাল বোধ করছি! গত কয়েকটা দিন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারছি, এ চাপ আমি আর সহ্য করতে পারতাম না। এতদিন ধরে যেটা ছিল আমারই নিজের মিউজিয়াম সেখানেই আমাকে চোরের মত গ্রেপ্তার হতে হল এটা একটা দুঃস্বপ্ন—একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। অথচ আপনাদের আমি দোষ দিতে পারি না। এছাড়া আর কিছু আপনাদের করার ছিল না। আমি আগাগোড়াই আশা করেছিলাম যে ধরা পড়বার আগেই কাজটা শেষ করে ফেলতে পারব। আজই ছিল আমার শেষ রাতের কাজ।"

"আপনি ভিতরে ঢুকলেন কেমন করে?" মর্টিমার শুধাল।

"আপনার নিজস্ব দরজাটার সুযোগ নিয়ে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যই কাজটাকে সঙ্গত করে তুলেছে। সে উদ্দেশ্যে সব কিছুই সঙ্গত। সব কথা জানলে আপনিও রাগ করবেন না—অন্তত আমার উপর রাগ করবেন না! আপনার পাশের

দরজার চাবি এবং মিউজিয়ামের চাবি দুটোই আমার কাছে ছিল। চলে যাবার সময় চাবিদুটো আপনাকে দিয়ে যাই নি। কাজেই বুঝতেই পারছেন যে মিউজিয়ামে ঢোকাটা আমার পক্ষে শক্ত ছিল না। রাস্তা থেকে ভিড় সরে যাবার আগেই আমি আসতাম, তারপর মমির বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে পড়তাম, আর সিম্পসন ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এলেই আবার সেখানে আশ্রয় নিতাম। তার আসার শব্দ আমি সব সময়ই শুনতে পেতাম। যেভাবে আসতাম আবার সেইভাবেই চলে যেতাম।"

"আপনি তো খুব ঝুঁকি নিয়েছিলেন।"

"নিতেই হয়েছিল"

"কিন্তু কেন? কি আপনার উদ্দেশ্য—আপনার মত লোক কেন একাজ করল!" টেবিলের উপরকার বক্ষস্ত্রাণটি দেখিয়ে তিরস্কারের সুরে মর্টিমার বলল।

"আর কোন পথের কথা আমার মাথায় আসে নি। অনেক, অনেক ভেবেছি, কিন্তু একটা জঘন্য প্রকাশ্য কুৎসা এবং আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে দেবার মত একটা ব্যক্তিগত শোক ছাড়া আর কোন বিকল্পই খুঁজে পাই নি। আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও ভালর জন্যই আমি এ কাজ করেছি। আপনার কাছে আমার শুধু একটি অনুরোধ, আমার এই কথা প্রমাণ করবার সুযোগটা আমাকে দিন।"

মর্টিমার কঠোর স্বরে বলল, "আর কোন ব্যবস্থা নেবার আগে আপনার বক্তব্য আমি শুনব।"

"আমি স্থির করেছি কিছুই লুকোব না; আপনাদের দুজনের উপরই পরিপূর্ণ ভরসা রাখব। যে ঘটনাগুলো আপনাদের শোনাব তাকে আপনারা কতদূর কাজে লাগাবেন সেটা আপনাদের উদারতার উপরেই ছেড়ে দেব।"

"আসল ঘটনাগুলো তো আমরা জেনেই ফেলেছি।"

"অথচ আপনারা কিছুই বুঝতে পারেন নি। আসুন, কয়েক সপ্তাহ আগেকার ঘটনায় ফিরে যাই, তাহলেই সব কিছু আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব। বিশ্বাস করুন, আমি যা বলছি সেটা নিঃশর্ত ও সঠিক সত্য।

"যে লোকটি নিজের নাম বলে ক্যাপ্টেন উইলসন তার সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছে। 'নিজের নাম বলে' কথাটা বলছি কারণ আমার বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে এটা তার সঠিক নাম নয়। কিভাবে সে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, আমার বন্ধুত্ব ও আমার মেয়ের অনুরাগ অর্জন করেছিল, সেসব কথা বর্ণনা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। আমার বিদেশী সহকর্মীদের চিঠি নিয়ে সে এসেছিল; তাই তার দিকে মনোযোগ দিতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। আর তারপরে নিজের গুণেই—যথেষ্ট সদগুণ তার আছে—আমাদের বাসভবনে স্বাগত অতিথির আসনটি সে পাকা করে নিয়েছিল। যখন জানতে পারলাম

যে সে আমার মেয়ের মনটি জয় করে ফেলেছে তখন সেটাকে কিছুটা তাড়াহুড়ার ব্যাপার বলে মনে করলেও আমি তাতে মোটেই বিস্মিত হই নি, কারণ তার চালচলনে ও কথাবার্তায় এমন একটা আকর্ষণ আছে যা তাকেও যেকোন সমাজেই বিশিষ্টতা এনে দিতে পারে।"

"প্রাচ্য পুরাবস্তুতে সে খুবই আগ্রহী, আর সে বিষয়ে তার যা জ্ঞান তাতে সে আগ্রহ খুবই সঙ্গত। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলাটা আমাদের সঙ্গে কাটাতে এসে মিউজিয়ামে ঢুকে ব্যক্তিগতভাবে নানা পুরাবস্তু পরীক্ষা করে দেখবার একটা সুযোগের অনুমতি সে চাইত। বুঝতেই পারছেন, এবিষয়ে আমি নিজে একজন উৎসাহী বলেই এ ধরনের অনুরোধকে সহানুভূতির সঙ্গেই দেখতাম এবং সে যে এই উদ্দেশ্যে আমাদের বাসায় আসা-যাওয়া করত তাতেও আমি কখনও বিস্মিত হই নি। এলিস-এর সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হবার পরে এমন একটি সন্ধ্যাও যেত না যেটা সে আমাদের সঙ্গে কাটাত না, আর প্রতিদিনই দু' তিন ঘণ্টা সময় সে মিউজিয়ামেই কাটাত। সেখানে চলাফেরার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তার ছিল, আর কোন সন্ধ্যায় আমি বাড়িতে না থাকলেও সে সেখানে ঢুকে ইচ্ছামত কাজ করত, তাতে আমার কোন আপত্তিই থাকত না। আমি সরকারীভাবে পদত্যাগ করায় এবং নরউড-এ চলে যাওয়ায় এই অবস্থাটার অবসান ঘটল। আমি আশা করেছিলাম, নরউড-এ গিয়ে পরিকল্পনা মত একটা বড় বই লিখবার মত অবসর পাব।

"এর ঠিক পরেই—এক সপ্তাহ বা ঐ রকম সময়ের মধ্যে—যে লোকটিকে অত্যন্ত অবিবেচকের মত আমার পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হতে দিয়েছিলাম তার আসল রূপ ও চরিত্র আমার কাছে প্রথম ধরা পড়ল। বিদেশী বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি থেকেই আবিষ্কার করলাম যে তাদের কাছ থেকে যেসব পরিচয়-পত্র সে এনেছিল সেগুলি সবই জাল। এ কথা জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আর তখনই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কি উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটি আমার সঙ্গে এই ব্যাপক প্রতারণার জাল বিছিয়েছে। আমি গরীব মানুষ, কাজেই কোন সৌভাগ্য-সন্ধানী আমাকে তার শিকার হিসাবে বেছে নেবে না। তাহলে সে কেন এসেছিল? তখনই মনে পড়ল, ইওরোপের কতকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান মণি-মুক্তো রয়েছে আমার হেপাজতে। আরও মনে পড়ল, এইসব মণি-মুক্তো যেসব বাক্সে রাখা হত সেগুলোকে ভাল করে চিনবার ও জানবার জন্য কত রকম ওজুহাতই না সে সৃষ্টি করত। লোকটা শয়তান, একটা বড় রকমের চুরির মতলব ছিল তার মাথায়। আমার মেয়ে তখন তার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। এ অবস্থায় মেয়ের মনে আঘাত না দিয়ে লোকটির মতলব হাসিলের পথে কেমন করে আমি বাধার সৃষ্টি করতে পারি? যে পথ আমি বেছে নিলাম সেটা খুবই বিশ্রী, তবু ওর চাইতে কার্যকরী কোন পথ আমি ভাবতেই পারিনি। যদি নিজের নামে আপনাকে চিঠি লিখতাম বিস্তারিত বিবরণ জানবার জন্য

"বৃথাই তার সঙ্গে তর্ক করলাম। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। তাতে কোন কাজই হল না। আমার সম্মুখে দাঁড়ানো সেই লোকটির সঙ্গে তার সমস্ত জীবন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। কি জানেন মশাইরা, মেয়েটিই আমার একমাত্র ভালবাসার পাত্রী; তাই যখন বুঝতে পারলাম আসন্ন সর্বনাশের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমি কত অসহায় তখন আমার যন্ত্রণার অবধি রইল না। আমার এই অসহায় অবস্থা লোকটির মনে দাগ কাটল।

"শান্ত, অনমনায় ভঙ্গীতে সে বলল, 'আপনি যত খারাপ ভাবছেন ব্যাপারটা তত খারাপ নাও হতে পারে স্যার। এলিসের প্রতি আমার ভালবাসা এতই শক্তিশালী যে আমার মত চরিত্রের একটি মানুষকে উদ্ধার করার পক্ষে সেটা যথেষ্ট সক্ষম। ঠিক গতকালই আমি তাকে কথা দিয়েছি যে জীবনে আর কোন-দিন এমন কোন কাজ করব না যা তার পক্ষে লজ্জার কারণ হতে পারে। এ বিষয়ে আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আর আজ পযন্ত কোন ব্যাপারে মনস্থির করে তা করি নি এরকমটা কখনও ঘটে নি।'

"তার কথা বলার ভঙ্গীতে যথেষ্ট প্রত্যয়ের দৃঢ়তা ছিল। কথা শেষ করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স টেনে বের করল।

"বলল, 'আমার সংকল্পের একটা প্রমাণ আপনাকে দিচ্ছি। এলিস, আমাকে উদ্ধার করবার জন্য যে প্রভাব তুমি আমার উপর ফেলেছ এটা তারই প্রথম ফল। আপনি ঠিকই ভেবেছেন স্যার যে আপনার হেপাজতের রত্নগুলির উপর আমার দৃষ্টি ছিল। এ ধরনের দুঃসাহসিক কাজের প্রতি আমার একটা টান আছে,—একাজে যে ঝুঁকি আছে তার জন্যও বটে, আবার জিনিসগুলির দামের জন্যও বটে। ইহুদি পুরোহিতের বক্ষত্রাণের বিখ্যাত প্রাচান পাথরগুলি যেন আমার দুঃসাহস ও কৌশলের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। তাই স্থির করে ফেললাম, ওগুলো নিতেই হবে।

'আমারও তাই অনুমান।'

'কিন্তু একটা কথা আপনি অনুমান করতে পারেন নি।'

'সেটা কি?'

'ওগুলো আমি নিয়েছি। সব এই বাক্সেই আছে।'

'সে বাক্সটা খুলে ভিতরকার বস্তুগুলো আমার ডেস্কের এক কোণে ঢেলে দিল। সেদিকে তাকিয়ে আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল, শরীরের সব মাংস ঠাণ্ডা হয়ে এল। ডেস্কের উপর রহস্যময় লিপি খোদাই-করা বারোটি আশ্চর্য চতুষ্কোণ পাথর। সেগুলো যে উরিম ও থুমিম-এর রত্ন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

"আমি চেঁচিয়ে বললাম 'হা ঈশ্বর! তুমি আমাদের নজর এড়ালে কেমন করে?'

'এগুলোর জায়গায় অন্য বারোটি রত্ন বসিয়ে দিয়ে, আমার নির্দেশ মত নকল রত্নগুলি এমনভাবে হুবহু আসলের মত তৈরি করা হয়েছে যে কারও পক্ষেই

তফাৎটা ধরা সম্ভব নয়।'

"আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'তাহলে এখন যে পাথরগুলো রয়েছে সেগুলিই নকল?'

'কয়েক সপ্তাহ ধরে তাই রয়েছে।

"সকলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম, মেয়েটির মুখ আবেগে সাদা হয়ে উঠেছে, তখনও তার হাত লোকটির হাতে ধরা।

লোকটি বলল, 'আমি কি করতে পারি তাতো দেখলে এলিস।

মেয়ে জবাব দিল, 'দেখলাম তুমি অনুতাপ করতে পার, নতুন করে জীবন শুরু করতে পার।

'ঠিক তাই, তোমার প্রভাবকে ধন্যবাদ। পাথরগুলো আপনার হাতেই রেখে গেলাম স্যার। এগুলো নিয়ে আপনার যা খুশি করবেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, আমার বিরুদ্ধে আপনি যা করবেন সেটা আপনার একমাত্র ভাবী স্বামীর বিরুদ্ধেই করা হবে। শীঘ্রই তুমি আমার চিঠি পাবে এলিস। এই শেষবারের মত তোমার নরম মনে আমি আঘাত দিচ্ছি।' এই কথাগুলি বলেই সে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়েও চলে গেল।

আমার অবস্থা তখন ভয়ংকর। মূল্যবান পুরাবস্তুগুলি নিয়ে আমি বসে আছি, একটা কুৎসাকে এড়িয়ে, সব কথা খোলাখুলি না বলে কেমন করে সেগুলি ফেরৎ দেব? মেয়ের স্বভাবের গভীরতার কথা আমি ভাল করেই জানি, সে যখন নিজের হৃদয় সম্পূর্ণভাবেই লোকটিকে দান করে বসেছে তখন তার কাছ থেকে কোনদিনই মেয়েকে আর সরিয়ে আনতে পারব না। আর তার স্বভাব যদি লোকটির পক্ষে এতই উন্নতিবিধায়ক হয় তাহলে তাকে সরিয়ে আনা কতটা ঠিক হবে সেবিষয়েও আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম না। মেয়ের ক্ষতি না করে লোকটির মুখোশ খুলে দেব কেমন করে আর সে যখন স্বেচ্ছায় আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তখন তার মুখোস খুলে দেওয়া কি আমার পক্ষে সঙ্গত হবে? অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত এমন একটা সংকল্প গ্রহণ করলাম যটা আপনাদের কাছে বোকামি মনে হতে পারে, কিন্তু সে কাজটা যদি আমাকে আবারও করতে হয় তবু আমি বিশ্বাস করি যে আমার কাছে এই পথটাই সেরা পথ।

"আমি ভাবলাম, অন্য কেউ কিছু জানবার আগেই আমি পাথরগুলি ফিরিয়ে দেব। আমার কাছে যে চাবি আছে তার সাহায্যে যেকোন সময়ই আমি মিউজিয়ামে ঢুকতে পারি, আর আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে সিম্পসনের চোখকে এড়িয়ে চলতে পারব, কারণ তার কাজের সময় ও পদ্ধতির সঙ্গে আমি খুবই পরিচিত ছিলাম। স্থির করলাম, এ ব্যাপারে কাউকে কিছু জানাব না— এমনকি মেয়েকেও না—তাকে বললাম যে স্কটল্যাণ্ডে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমি চেয়েছিলাম, কয়েকটা রাত স্বাধীনভাবে কাজ করব, কেউ